চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 126 Friday, 7 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১২৬ সংখ্যা ❋ ২৩ চৈত্র, ১৪২৯, শুক্রবার, ৭ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

হাইকোর্টের বিচারপতির পরামর্শ

ডিএ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে হবে সরকারকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ ডিএ দাবি নিয়ে এবার আলোচনার নির্দেশ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চের। ''ডিএ আবেদন নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। সরকারের সঙ্গে ডিএ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা শুরু হওয়া উচিত। আন্দোলনকারীদের তরফে ৩ জন থাকতে পারেন। সরকারের তরফে মুখ্যসচিব বা এই স্তরের আধিকারিক আলোচনায় থাকুন।'' মন্তব্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবাঙ্গনমের। আগামী ১৭ এপ্রিলের মধ্যে কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্যকে আলোচনায় বসার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবাঙ্গনম। তাঁর নির্দেশে অনুযায়ী, কর্মচারী সংগঠনের তরফে কোন তিন জন আলোচনায় যোগ দেবেন, তাঁদের নাম আগে থেকে দিয়ে দিতে হবে। রাজ্য সরকারের তরফে থাকবেন মুখ্যসচিব, অর্থসচিব সহ দ্বায়িত্বশীল পদে থাকা ব্যক্তিরা। এই আলোচনা থেকে ডিএ সমস্যার ইতিবাচক সমাধান বেরিয়ে আসবে বলে আশা আদালতের। ডিএ-র দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ এবং বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। প্রাপ্য ডিএ না পাওয়ায় আন্দোলনকারীরা কর্মবিরতির ডাকও দিয়েছেন। এর জন্য একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে বলে অভিযোগ। তার প্রতিবাদেই হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন আইনজীবী রমাপ্রসাদ সরকার। সেই মামলার শুনানিতেই

বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয় বলে জানা গিয়েছে। শুনানি চলাকালীন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, ''২০০৯ রোপা রুল নিয়ে রাজ্যের নির্দিষ্ট ব্যাখা রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য এসএলপি দায়ের করেছে। ১১ এপ্রিল শুনানি। রাজ্য ৬ শতাংশ দিচ্ছে। ক্যালকুলেশন নিয়ে কিছু বক্তব্য আছে।'' অন্যদিকে, সরকারি কর্মচারীদের আইনজীবীর সওয়াল, কর্মবিরতির জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক কাজের কোনও ক্ষতি হলে অতিরিক্ত কাজ করে তা পুষিয়ে দেওয়া হবে। প্রয়োজনে ছুটির দিনে কাজ করবেন সরকারি কর্মচারীরা। এরপরেই আদালত জানায়, সরকারি কর্মচারীরা অতিরিক্ত কাজ করবে! ১৪, ১৫ এপ্রিল ছুটি। তাহলে ২১ এপ্রিল কাজ করবে সরকারি কর্মচারীরা। গোটা বিষয় নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, ''কর্মচারীরা বারবার কর্মবিরতিতে যাচ্ছেন। সরকারের পদক্ষেপের প্রয়োজন। অনেক মানুষ দূর থেকে ট্রেনে-বাসে করে আসেন। আজকেও কাজে আসবেন। কাজ হবে না ফেরত যাবেন। সবাই তো আর্থিক ভাবে সেভাবে সক্ষম নন।'' এরপরেই হাসপাতাল এবং অন্য জরুরি পরিষেবার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। তাঁকে জানানো হয়, সব জরুরি পরিষেবাই স্বাভাবিক রয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের কর্মবিরতির ফলে সরকারের ৪৩৬ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে বলে এদিন আদালতে জানান সরকার পক্ষের আইনজীবী। সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান বিচারপতি। এক আন্দোলনকারী এ প্রসঙ্গে বলেন, ''সরকারি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য রাজ্যের একটা কমিটি থাকা দরকার। সেরকম কোনও কমিটি সরকার বানায়নি।'' তবে আদালত বলার পরও সে কথা না মানলে আদালত অবমাননার মামলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারী। তিনি বলেন, ''আমাদের সম্পর্কে অশ্রাব্য ভাষা না বলে, দাবি পূরণ করুন, শূন্যপদ স্বচ্ছভাবে পূরণ করুন।'' কর্মী সংগঠনের প্রতিনিধিদের আশা, সরকার এটা নিয়ে আর সুপ্রিম কোর্টে যাবে না। গেলে আবার কর্মবিরতির পথে যেতে হবে বলেও দাবি করছেন তাঁরা।

আদালতে ফের বিস্ফোরক দাবি কুন্তল ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ আদালত চত্বরে ফের বিস্ফোরক দাবি কুন্তল ঘোষের। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত প্রাক্তন যুবনেতা কুন্তল ঘোষের দাবি, তাঁর মুখ দিয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম বলানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। বিষয়টি চিঠি দিয়ে আদালতকেও জানিয়েছেন বলে জানান কুন্তল। এদিন আদালত চত্বরে সাংবাদিক সামনে কুন্তল ঘোষ দাবি করেন, ''আগের দিন যা বলেছি, তা নিয়েই মহামান্য আদালতকে চিঠি দিয়েছি।'' তখন সাংবাদিকেরা তাঁকে প্রশ্ন করে, কার নাম তাঁর মুখ দিয়ে বলানোর চেষ্টা হচ্ছে? উত্তরে কুন্তল বলেন, ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানোর জন্য যেভাবে আমাকে চাপ দেওয়া হচ্ছে, সেটা আমি জানিয়েছি।'' প্রসঙ্গত, এর আগেও গত ৩০ মার্চও এই একই অভিযোগ করেছিলেন প্রাক্তন যুবনেতা কুন্তল ঘোষ। তখনও তিনি দাবি করেছিলেন, তাঁদের মুখ দিয়ে অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। এবার এ নিয়ে সরাসরি আদালতকে চিঠি দিলেন কুন্তল। নিয়োগ-দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার কুন্তলকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ইডি-র বিশেষ আদালতে তোলা হয়। আগের দিন কুন্তলের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয় ইডি। সেখানে কুন্তলের প্রভাবশালী-যোগ ও ২ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে বলে দাবি করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। অভিযোগের স্বপক্ষে যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ এদিন আদালতে জমা দেওয়ার কথা ইডি-র। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতারির ৫২ দিনের মাথায়, যুব তৃণমূলের সম্পাদক কুন্তল ঘোষকে বহিস্কার করেছে দল।

রাস্তায় বসে হনুমান চালিশা পাঠ লকেটের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ এপ্রিলঃ দু'দিন আগে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে লোকাল ট্রেনে করে রিষড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। হুগলির বিজেপি সাংসদকে রিষড়া স্টেশনেই আটকে দিয়েছিল পুলিশ। তারপর দেখা গিয়েছিল প্ল্যাটফর্মে বসে পড়েছিলেন লকেট। বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে বাঁশবেড়িয়ায় যাচ্ছিলেন লকেট। কিন্তু গন্তব্যের আগেই তাঁকে আটকে দেয় পুলিশ। তারপর দেখা যায় রাস্তায় বাবু হয়ে বসে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে হনুমান

চালিশা পাঠ করেন লকেট। রিষড়া লকেটের সংসদীয় এলাকা নয়। তা পড়ে শ্রীরামপুর লোকসভার মধ্যে। কিন্তু বাঁশবেড়িয়া হুগলি লোকসভার অন্তর্গত। সাংসদ হিসাবে নিজের এলাকায় ঢুকতে বাধা পেয়ে পুলিশের সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কি শুরু করে দেন বিজেপি সাংসদ। লকেটের এই রাস্তায় বসে হনুমান চালিশা পাঠকে নাটক বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। শাসকদলের মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ''হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তারপরেও একজন সাংসদ হয়ে ওই এলাকায় গিয়ে অশান্তি করার চেষ্টা করছেন উনি। এসব আসলে নাটক। সংবাদমাধ্যমের নজর ঘোরানোর চেষ্টা।'' এদিন পুলিশ লকেটের উদ্দেশে বলে, ''আপনি অন্য দিন আসুন। আজ যাবেন না প্লিজ। আপনি প্রশাসনিক দিকটা বুঝুন।'' পাল্টা লকেট বলেন, ''একজন সাংসদকে কখনও তাঁর নির্বাচনী এলাকায় ঢুকতে বাধা দেওয়া যায় না। হনুমান জয়ন্তী বছরে একদিন আসে।'' এরপরেই রাস্তায় বসে হনুমান চালিশা পাঠ শুরু করেন লকেট চট্টোপাধ্যায়।

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা শুভেন্দুর! 'পঞ্চায়েত' মামলায় আবেদন খারিজ করল শীর্ষ আদালত!

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিলঃ পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই মামলায় রাজ্যের আসন্ন হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ জানিয়েছে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে ভোটের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। মে মাসে ভোট। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'এখন তাদের ভোট করাতে কী ভাবে বাধা দেব

আমরা।' বার অ্যান্ড বেঞ্চের ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই মামলায় বিরোধী দলনেতার অভিযোগ ছিল, ২০১১ সালে তফসিলি জাতি এবং উপজাতির গণনা করা হলেও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি)-র গণনা হয়নি। যদিও জবাবে নির্বাচন কমিশন বলেছিল, তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই গণনা করছে। কিন্তু শুভেন্দু সেই প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন। কিন্তু বিষয়টিতে হাই কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে রাজি না হওয়ায় তিনি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করে শুভেন্দু প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যের অনগ্রসর সম্প্রদায়ের গণনা নিয়ে। কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে এখনই কোনও হস্তক্ষেপ করবে না হাই কোর্ট। এ ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা নেবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। তার পরেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই আবেদনে এ বার শীর্ষ আদালতেও ধাক্কা খেলেন বিরোধী দলনেতা।

মন্ত্রী মলয় ঘটকের স্বস্তি আদালতে! আপাতত পদক্ষেপ করতে পারবে না ইডি

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিলঃ রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকের স্বস্তি। আপাতত মলয় ঘটকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না ইডি। মলয় ঘটককে বারবার তলব করেছে ইডি। তার বিরোধিতা করে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। মন্ত্রীর আইনজীবী এদিন আদালতে সওয়াল করেন, তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন মন্ত্রী। এদিন শুনানির পর বিচারপতি অনিশ দয়ালের বেঞ্চ মামলাটি পরবর্তী শুনানির জন্য রোস্টার বেঞ্চে পাঠান। ফলে দিল্লি হাইকোর্টে সাংসদ-বিধায়কদের জন্য সুনির্দিষ্ট বেঞ্চই হবে মলয় ঘটকের ইডির বিরুদ্ধে আবেদনের মামলা শুনানি। যেহেতু মলয় ঘটক একজন এমএলএ, সেই কারণে তাঁর মামলা শুনানি করলেন না দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি অনিস দয়াল। উপযুক্ত কোর্টে মামলা পাঠানোর নির্দেশ দেন তিনি। পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত মলয় ঘটককে নতুন করে তলব করবে না এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কোর্টে মলয় ঘটকের আইনজীবির আবেদনের

প্রেক্ষিতে এই মৌখিক আশ্বাস দিলেন ইডির আইনজীবী। শুনানি চলাকালীন মলয় ঘটকের আইনজীবী জানান, তিনি তদন্তে সহযোগিতা করছেন। ইডির তলবে সাড়া দিয়ে হাজিরাও দিয়েছেন। একাধিক কাগজপত্র চেয়েছিল ইডি। সব নথি জমা দিয়েছেন তিনি। তবু ছয় থেকে সাতবার তলব করা হয়েছে তাঁকে। তিনি রাজ্যের আইনমন্ত্রী। যেদিন দেশের রাষ্ট্রপতি কলকাতায় যাচ্ছেন, সেদিন তাকে ডাকা হচ্ছে। যেদিন প্রধান বিচারপতি শপথ নেবেন, সেদিন তাঁকে ডাকা হচ্ছে। এমন দিন বেছে বেছে তাকে তলব করা হচ্ছে যেদিন তাঁর পক্ষে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়। পরবর্তী শুনানিরর দিন পর্যন্ত যাতে মলয় ঘটকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া না হয় তার জন্য আর্জি জানান তার আইনজীবী। আইনজীবীর দাবি, এখনও পর্যন্ত মলয় ঘটক অভিযুক্ত নন। এর আগে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে সিবিআই-এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মলয় ঘটক। তাঁর ডালহৌসির সরকারি বাসভবনে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা। সেখানেই তাঁকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। শুধু তাই নয়, আসানসোল এবং কলকাতায় মলয়ের আরও পাঁচটি বাড়িতেও তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই। সেই জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষে বাইরে বেরিয়ে মলয় ঘটক অবশ্য এ নিয়ে তেমন কিছু বলতেই চাননি। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নে শুধু বলেন, ''এটি বিচারাধীন বিষয়। তাই এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না।''

'স্পিন অনেক হয়েছে, এবার স্পিড বল করুন'

নিয়োগ দুর্নীতিতে ওয়াসিম আক্রমকে নির্দেশ বিচারকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতে তদন্ত চলছে প্রায় এক বছর ধরে। এতদিনে এটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে দুর্নীতিতে একদল টাকা নিয়েছেন চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে আর এক দলকে সেই টাকা দেওয়া হয়েছে। যাঁদের টাকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের দ্রুত সামনে আনার কথা বললেন বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়। সিবিআই-এর তদন্তকারী অফিসারকে তদন্ত ত্বরান্বিত করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হয়েছিল কুন্তল ঘোষ, তাপস চট্টোপাধ্যায় ও নীলাদ্রি ঘোষকে। আগামী ২০ পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনজনকে। বিচারক এদিন তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে প্রশ্ন করেন, ''টাকা যাদের কাছে গিয়েছে, তাদের থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে কি?'' আর ব্যাঙ্কের থেকে নথি পাওয়া না গেলে, ব্যাঙ্ক সাহায্য না করলে আদালতে অভিযোগ করা হচ্ছে না কেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। একই সঙ্গে বিচারক বলেন, ''আর কতদিন স্পিন বল করবেন। ওঁকে (ওয়াসিম আক্রম, সিবিআই-এর তদন্তকারী অফিসার) বলুন স্পিড বল করতে। ওয়াসিম আক্রম স্পিড বল করতেন।'' শুনানিতে সিবিআই-এর আরও দাবি, এ ক্ষেত্রে দুটো পিলার আছে। একটি পিলার টাকা নিয়েছে, আর একটি পিলার যেখানে টাকা দেওয়া হয়েছে, মাঝে রয়েছে তারা যারা টাকা দিয়েছে। সেই পিলার জোড়ার করার কাজ করা হচ্ছে বলেই জানিয়েছে সিবিআই। কুন্তল ঘোষের আইনজীবীর দাবি, এই অভিযোগ বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ছেলেখেলা হয়েছে বলে মন্তব্য করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, সিবিআই আর কী এনেছে সামনে? কুন্তলের পা ফুলেছে, তাই চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে জেলে জেরা করার সময় আইনজীবীদের উপস্থিতির আর্জিও জানানো হয়েছে। সিবিআই-এর আইনজীবী বলেন, ''কুন্তলের আইনজীবী আদালতে মেনে নিচ্ছেন টাকা নেওয়ার কথা। আমরা সেটাই তো তদন্ত করছি।'' তাপস মণ্ডলের তরফে আইনজীবী এদিন বলেন, ''সিবিআই বলছে, অযোগ্যদের থেকে টাকা নিয়ে সরকারি অফিসারদের প্রভাব খাটিয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে। সিবিআই-এর এই বক্তব্যের সঙ্গতি নেই। আমি জামিন চাইছি।'' উল্লেখ্য, এদিন কুন্তল ঘোষ আদালতের বাইরে ফের দাবি করেছেন, তাঁকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রভাবশালীদের নাম বলতে চাপ দেওয়া হচ্ছে, এই মর্মে তিনি একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন বিচারককে।

শান্তনু-কুন্তল একের পর এক নেতা গারদে

সেই আবহে হুগলি নিয়ে জেলাওয়ারি বৈঠকে মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ দলের গোষ্ঠীকোন্দলের জন্য একটা চাপা অস্বস্তি ছিলই। তারমধ্যে আবার নিয়োগ দুর্নীতিতে সেই জেলারই একের পর এক মুখ এখন গারদের ওপারে। তৃণমূলের যুব নেতা শান্তনু-কুন্তলদের কীর্তি, সম্পত্তির যা সব নিদর্শন সামনে এসেছে তা স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি বাড়িয়েছে দলের। যদিও তাঁরা এখন প্রাক্তন বটে! অস্বস্তির মাঝেই এবার হুগলি নিয়ে জেলাওয়ারি বৈঠক করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের পর এবার হুগলি। চ্যালেঞ্জের মুখে পড়া জেলা নিয়ে বৈঠক করবেন তিনি। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে,

২০ এপ্রিল হুগলি জেলা নিয়ে বৈঠক করবেন মমতা। ওই দিন বেলা একটায় কালীঘাটে আসতে বলা হয়েছে জেলা নেতাদের। হুগলিতেই সেই সিঙ্গুর। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে উত্তরণ শুরু হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কথায়, সেই জেলাকে বরাবরই গুরুত্ব দিয়েছেন নেত্রী। কিন্তু এই জেলা থেকে গত কয়েক মাসে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের ক্ষেত্রে ফাঁস হয়েছে একের পর এক তথ্য। তদন্তকারীরাই বলছেন, সেই নিয়োগ দুর্নীতির আঁতুরঘর হুগলি। তৃণমূলের যুব নেতাদের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমের সামনে গর্জে উঠতে দেখা গিয়েছে আম জনতাকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গত কয়েক মাসে হুগলির ঘটনাপ্রবাহ তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের আত্মবিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সুপ্রিমো সেই হারানো আত্মবিশ্বাসকেই ফিরিয়ে দিতে চাইছেন। আর সেই কারণে কালীঘাটে ডেকে দলীয় নেতৃত্বকে সেই পাঠ দেবেন তিনি। অন্তত সূত্র মারফত তেমনটাই খবর। এসবের সঙ্গে আবার ওই জেলাতে 'গোষ্ঠীকোন্দল' অসুখে ভোগে তৃণমূল। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে জেলা জুড়ে ভাল ফল করে বিজেপি। সেই বিষয়টিকেও মাথায় রাখা হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক অভিজ্ঞরা বলছেন, তৃণমূলের কাছে এর চেয়েও অনেক বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ দুর্নীতি। দুর্নীতির কলঙ্ক মুছে কীভাবে আবারও ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতে পারে জেলা, তা নিয়ে জেলা নেতৃত্বকে পাঠ দেবেন সুপ্রিমো। তাই এখন থেকেই জেলায় পঞ্চায়েতের প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। কালীঘাটের বৈঠক থেকে তিনি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন, সেটাই দেখার।

'১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল হাইকোর্ট'

ডিএ নিয়ে আলোচনার পরামর্শের পর বলছে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ বারবার কর্মবিরতিতে ব্যহত হচ্ছে কাজ। তাই সরকারকে ডিএ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার পরামর্শ দিয়েছে হাইকোর্ট। আদালতের এই পরামর্শে খুশি আন্দোলনকারীরাও। কিন্তু শাসক দল বলছে, ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে আদালত। যে আদালত ডিএ-কে মৌলিক অধিকার বলেছিল সেই আদালতই আলোচনার কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেছেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তবে বিজেপির মতে, এমন আলোচনাতেও আদতে কোনও প্রভাব পড়বে না। সরকার এই ইস্যুতে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না বলেও উল্লেখ করেছে গেরুয়া শিবির। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ''১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল হাইকোর্ট। প্রথমে বলেছিল ডিএ মৌলিক অধিকার। কিন্তু সরকার বলেছে, ডিএ মৌলিক অধিকার হতে পারে না। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। এখন মামলাকারীরা দেখছেন, সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্ডার বের করা দুরুহ।'' তৃণমূল নেতার দাবি, ডিএ যে মৌলিক

অধিকার, এই যুক্তি ধোপে টিকছে না বলেই মামলাকারীরা এবার আলোচনায় বসা আর্জি জানিয়েছেন। আর আদালতও তার আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছে। জয়প্রকাশের প্রশ্ন, ''কাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে সরকার?'' তাঁর দাবি, ৮০ শতাংশ কর্মী ডিএ-র বিষয়ে কোনও কথাই বলছেন না। তাঁরা নিজেদের কাজ করে যাচ্ছেন। তৃণমূল নেতা আরও বলেন, ''পরবর্তীতে আন্দোলনকারীরাই প্রশ্ন তুলবেন, তাদের ভুল পথে চালিত করা হল কেন।'' তিনি উল্লেখ করেন, আলোচনার কথা আগেও বলেছে সরকার। বাম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের দাবি, সরকার কোনও পদক্ষেপ না করাতেই বলেন, ''প্রশাসন চলছে না। তাই বারবার বিভিন্ন বিষয়ে আদালতকে নির্দেশ দিতে হচ্ছে। সরকার অচল, তাই হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে আদালতকে। এটা দুঃখজনক। প্রশাসন যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন আদালতকেই জাগাতে হয়।'' অন্যদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেন, ''প্রথম থেকেই আমাদের এই আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন রয়েছে।'' কিন্তু আদতে আলোচনা করে কোনও লাভ নেই বলেই মনে করেন তিনি। সুকান্ত বলেন, ''সরকর এতটাই অসংবেদনশীল যে এই আন্দোলন কোনও গুরুত্ব রাখে না। ভোটের বাইরে আর কোনও কিছুতেই গুরুত্ব দেয় না এই সরকার।'' কাজ বন্ধ রাখার ফলে ৪৩৬ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এমন অভিযোগ তুলেই একটি মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার আইনজীবী রমাপ্রসাদ সরকারের করা সেই মামলার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম সরকারকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসার পরামর্শ দিয়েছেন।

পঞ্চায়েতে লড়তে চায় অনীত থাপার দল

প্রতীক চেয়ে এবার নির্বাচন কমিশনের দুয়ারে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ সামনেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিজের নিজের মতো করে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার কলকাতায় অনীত থাপা। গেলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিসে। দার্জিলিং ও কালিম্পঙে পঞ্চায়েত ভোটে অংশ নিতে চায় অনীত থাপার দল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। এই বিষয়ে আগ্রহের কথা জানিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেছেন অনীত থাপা। রেজিস্ট্রার্ড রাজনৈতিক দল হলেও এদের কোনও প্রতীক ছিল না। সেই কারণে প্রতীক চেয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে গিয়েছে অনীত থাপার দল। কমিশনের থেকে তারা জোড়া মোমবাতির প্রতীক চেয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, এদিন বিকেল প্রায় তিনটে নাগাদ রাজ্য নির্বাচন কমিশন অফিসে যান অনীত থাপা। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় পেরিয়ে এসে পাহাড়ে ফের পঞ্চায়েত নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সেই

মতো পাহাড়ে প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের রাজনীতিতে এখন অনীত থাপার দল শক্তি অনেকটাই বাড়িয়েছে। অতীতে জিটিএ নির্বাচনে জয়, তারপর দার্জিলিং পুরসভা নিজেদের দখলে রাখায় সফল হয়েছে গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। এবার অনীত থাপার দল পঞ্চায়েত নির্বাচনের ময়দানেও নামার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সম্প্রতি কার্শিয়াঙে একটি জনসভার আয়োজন করেছিলেন অনীত থাপা। সেই সভা থেকে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন তিনি। ময়দানে নেমে পড়ার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। আর এরই মধ্যে এবার কলকাতায় এলেন গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নেতা অনীত থাপা। জোড়া মোমবাতি প্রতীক চেয়ে কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তারা। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি। তবে হামরো পার্টি ও গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার তরফে ইতিমধ্যেই পাহাড়ে প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হয়েছে। অনীত থাপার দলের পাশাপাশি হামরো পার্টিও বেশ কিছু কর্মসূচি, সভা, সমাবেশ করছে। এখন দেখার পরবর্তীতে পাহাড়ের পঞ্চায়েত ভোটের গতিপ্রকৃতি কেমন মোড় নেয়।

দেশে অশান্তি ছড়াচ্ছেন দুইজন মোদি-শাহকে দুষলেন নীতীশ কুমার

নয়াদিল্লি,৬এপ্রিল:মমতা বন্দোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বিজেপিকে দাঙ্গাবাজ বলে অভিহিত করেছেন। রাজ্যের কয়েকটি প্রান্তে পরিকল্পনা করে অশান্তি ছড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। এবার সেই একই সুর শোনা গেল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের গলায়। রাজ্যে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছানোর জন্য সরাসরি বিজেপিকে দায়ী করলেন তিনি। গত বুধবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে কোনও অশান্তি ছিল না। এই আগুন জ্বালানোর পিছনে একটি দলের চক্রান্তই দায়ী। একধাপ এগিয়ে নাম না করে বলেন, এসবের মূল কারিগর দু'জন। একজন গোটা দেশে শাসন করছেন। আর অন্যজন তাঁর এজেন্ট। তাঁর হয়ে সব দুষ্কর্ম করেন ওই দ্বিতীয় ব্যক্তি। কাদের কথা বলছি, সেটা আশা করি সাধারণ মানুষ সব বুঝতে পারছে। তবে এই ষাড়যন্ত্র করে লাভ নেই।নীতীশ কুমারকে অবশ্য পাল্টা দিয়েছেন বিজেপি নেতা সুশীলকুমার মোদি। বলেছেন, যদি বিজেপিই অশান্তির পিছনে থাকে, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? তিনিই তো সর্বেসর্বা। তাঁর হাতেই পুলিশ। যারা চক্রান্তকারী তাদের গ্রেপ্তার করুন। অন্যদিকে আরজেডি থেকে ভারত রাষ্ট্র সমিতি, সকলেই প্রশ্ন করছে, বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে এভাবে অশান্তির আগুন ছড়ানোর কারণ কী? আগুন থামানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তো কোনও সাহায্য করছেই না। উল্টে যাতে সমস্যা জিইয়ে থাকে, সেই প্রয়াস নিচ্ছে।

ছোট যানবাহনের জন্য খুলে দেওয়া হল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ৬ এপ্রিল: বৃহস্পতিবার দুদিক থেকে হালকা যান চলাচলের জন্য জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক খুলে দেওয়া হয়েছে। একই সময়ে, বৃহস্পতিবার বিকেলের পরেই জম্মু থেকে শ্রীনগরে ভারী যানবাহন যেতে দেওয়া হবে।এদিকে, ঐতিহাসিক মুঘল রোড, কাশ্মীর উপত্যকার শোপিয়ান জেলার সাথে জম্মু অঞ্চলের রাজৌরি এবং পুঞ্চের যমজ সীমান্ত জেলাগুলিকে সংযোগকারী একটি বিকল্প জাতীয় মহাসড়ক, গত বছরের ডিসেম্বর থেকে বন্ধ ছিল। এ পথ পরিষ্কারের কাজ চলছে।

৩.০ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরকাশী

উত্তরকাশী, ৬ এপ্রিল ঃ ৩.০ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরকাশী। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল উত্তরকাশী জেলা সদরের কাছে মান্দো গ্রামের জঙ্গলে। ভূমিকম্পে জেলায় কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আতঙ্কে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ভূমিকম্পের তীব্রতা কম থাকা কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।গত কয়েকদিনে উত্তরকাশী জেলায় বেশ কয়েকবার ভূমিকম্প হয়েছে। ২১শে মার্চ উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি জেলা ও শহরগুলিতে কেঁপে ওঠে।পৃথিবী।

মরানগাঁওয়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

নাজিরা (অসম), ৬ এপ্রিল ঃ শিবসাগর জেলার অন্তর্গত নাজিরার গেলেকিতলা মরানগাঁওয়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে গেছে একটি বসতবাড়ি। মরানগাঁওয়ের বাসিন্দা জনৈক বাবা চাউদাঙের বসতবাড়িতে সংঘটিত হয়েছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাজানা গেছে, গত বুধবার মধ্যরাতে বাবা চাওদাঙ সপরিবারে বাড়ি সংলগ্ন জয়মতী স্মৃতি দিবস অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তখনই তাঁর বাড়িতে আগুনের সূত্রপাত হয়। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ঘরের আসবাবপত্রের পাশাপাশি গৃহপালিত ছাগল, হাঁস-মুরগি সহ বহু সম্পত্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত এই খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি।ঘটনার খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী নিয়ে গেলেকি থানার পুলিশ মরানগাঁওয়ে বাবা চাওদাঙের বাড়িতে যায়। তৎক্ষণে আগুনের করাল গ্রাসে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় বাবা চাওদাঙের পরিবার।

গত ৪৩ বছরে বিজেপির নেতা-কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই দল আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছেঃ নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ গত ৪৩ বছরে বিজেপির নেতা-কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই দল আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দলের জন্মদিবসে নয়া দিল্লির সদর দফতর থেকে বিজেপি-র কার্যকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে এমনটাই দাবী করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পরেই তাঁর মন্তব্য, ' এখানেই থেমে গেলে হবে না। আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। বড় স্বপ্ন দেখা আর সেই স্বপ্নপূরণের ক্ষমতা আপনাদের রয়েছে।'' ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে ' চোখ' করেই যে তাঁর এই মন্তব্য, তা স্পষ্ট করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ' ২০১৪ সালে ইতিহাস গড়েছিলেন দেশবাসী। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।''৪৪ তম বর্ষে পা দিয়েছে কেন্দ্রের শাসক দল। বিজেপির এই বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এদিন দেশজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নয়া দিল্লির সদর দফতর থেকে বিজেপি-র কার্যকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির কার্যালয় থেকে নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ সম্প্রচার করা হবে। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমে সকলকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী দলের নেতা-কর্মীদের কাছে পবনপুত্র হনুমানের মতো কঠোর হাতে রাক্ষস দমনের আবেদন জানান। গত ৪৩ বছরে বিজেপির নেতা-কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই দল আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে বলে দাবি করেন মোদী।তাঁর কথায়, '২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপিকে কেউ হারাতে পারবে না। কিন্তু আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিকের হৃদয় জয় করতে হবে।''দলের প্রতিষ্ঠা দিবসেও মোদীর নিশানায় ছিল ' পরিবারতন্ত্র'। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী শতাব্দীপ্রাচীন দলকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ছাড়লেও ওদের গোলামির মানসিকতার ইতি হয়নি।'' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের পাশাপাশি ' মানসিকতা এবং মানুষের সমস্যা উপেক্ষা করার অভিযোগও তুলেছেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেপি দিন-রাত এক করে দেশের জন্য কাজ করছে। আমাদের দল মা ভারতীর প্রতি উসর্গ। সংবিধান ও দেশ রক্ষায় প্রতি বিজেপি। তিনি বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে সমস্ত কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, কর্মীরা রক্ত-ঘাম ঝড়িয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বলেই আমরা দেশ সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছি। তিনি বলেন, বিজেপি 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রার্থনা' এই মন্ত্র নিয়ে কাজ করছে।তাঁর সরকারের সাফল্যের তালিকা দিতে গিয়ে প্রথমেই জম্মু ও কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিলের কথা বলেছেন মোদী। তাঁর কথায়, ' শাস্তির সূর্যোদয় হয়েছে।'' আগামী ৬ বছর পরে বিজেপির ৫০ বছর পূর্তিতে নতুন সাফল্যের নতুন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার পক্ষেও সওয়াল করেছেন তিনি। সাংগঠনিক কার্যকলাপে প্রযুক্তির আরও সাহায্য নেওয়ার কথাও বলেছেন।বিনামূল্যে রেশন, চিকিৎসা এবং শৌচালয় প্রকল্পের উদ্ধৃতি দিয়ে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বিজেপি জোর সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর। বিজেপি সামাজিক ন্যায়বিচারের চেতনাকে আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ করে। ৪০ কোটি মানুষ বিনামূল্যে রেশন পাওয়া সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিফলন। বৈষম্য ছাড়াই ৫ লাখ টাকা থেকে ৫০ কোটি দরিদ্র মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পায়েছে। এটা সামাজিক ন্যায় বিচারের একটি শক্তিশালী অভিব্যক্তি। বৈষম্য ছাড়াই ৪৫ কোটি দরিদ্রের জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা সামাজিক ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্তিমূলক এজেন্ডার একটি জীবন্ত উদাহরণ। ১১ কোটি মানুষকে শৌচালয় দেওয়া সামাজিক ন্যায়বিচার। তুষ্টি এবং বৈষম্য ছাড়াই, বিজেপি প্রকৃত অর্থে সামাজিক ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার জন্য একটি সমার্থক শব্দ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। আজ, ভারত সমুদ্রের মতো বিশাল চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করতে এবং মোকাবিলা করতে আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্ষম।ইতিহাস বলছে, জনসঙ্ঘ থেকে ১৯৮০ সালে জন্ম নেওয়া বিজেপির উত্থান রাতারাতি হয়নি। অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আডবাণীদের লড়াই ছিল দীর্ঘ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলেন, সেই সময়ে তৈরি হওয়া ভিতের উপরে দাঁড়িয়েই আজ বড় শক্তি নিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতায় নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহেরা। দেশের ১৭টি রাজ্যে একা অথবা জোট গড়ে সরকার চালাচ্ছে বিজেপি। ৪৩ বছরের এই পথ চলায় বিজেপির ব্যর্থতার নজিরও কম নয়। ১৯৮৪ সালের লোকসভা ভোটে মাত্র ২টি আসন পেয়েছিল পদ্মশিবির। আবার পর পর দু'বার জোট গড়ে ক্ষমতায় এসেও তারা পূর্ণ সময় টেকাতে পারেনি সরকার। প্রথম বার ১৩ দিন ও দ্বিতীয় বার ১৩ মাসের মাথায় পড়ে গিয়েছিল বাজপেয়ী সরকার। পরে অবশ্য পাঁচ বছর সরকার চালানোর সাফল্যও দেখেছে বিজেপি।কিন্তু ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে আবার টানা ১০ বছর ক্ষমতা থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল বিজেপিকে। ২০১৪ সালের পরে যে ছবি আবার বদলেছে। এ বার মোদীর লক্ষ্য ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে জয়ের হ্যাটট্রিক। বৃহস্পতিবার সেই লক্ষ্যেই বিজেপি নেতা-কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের বার্তা দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, বলেছেন 'সমমনস্ক' দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার কথাও। আর সেই ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মনে। তবে কি লোকসভা ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার বিষয়ে সন্দিহান পদ্ম শিবির?দলের ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করছে পদ্ম-শিবির। দেশ জুড়ে বিজেপি কর্মীরা দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করে দেবেন। প্রাথমিক ভাবে দু'টি স্লোগানকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রথমটি হল ' এক বার ফির সে মোদী সরকার', অন্যটি হল ' এক বার ফির সে ভাজপা সরকার'। মোদী বক্তব্য রাখার পরেই দিল্লিতে ওই দেওয়াল লিখন কর্মসূচির সূচনা করবেন বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডা। প্রাথমিক ভাবে গোটা দেশে প্রায় ১০.৭২ লক্ষ জায়গায় ওই দেওয়াল লিখন হবে। একই সঙ্গে দল জানিয়েছে, গোটা দেশের ১০ লক্ষ স্থানে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক্ষ্য, বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে মোদীর বার্তা পৌঁছে দিয়ে জনভিত্তি বাড়ানো।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দল কচ্ছ থেকে উত্তর-পূর্ব এবং কাশ্মীর থেকে কেরালা পর্যন্ত তার চিহ্ন রেখে গেছে। আমাদের কর্মীরা দলকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দলটি আজ ১ লাখ ৮০ হাজার শক্তি নিয়ে কেন্দ্রে কাজ করছে। ৮ লাখ ৪০ হাজার বুথে উপস্থিত রয়েছেন বিজেপির বুথ সভাপতি। তিনি বলেন, আমি দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের কোটি কোটি কর্মীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আজ আমাদের অঙ্গীকার নিতে হবে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক মুহূর্তও বসে থাকবো না এবং দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব।এর আগে দিল্লিতে দলের সদর দফতরে বিজেপির পতাকা উত্তোলন করেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা।

হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। ৪৪ তম বর্ষে পা দিয়েছে কেন্দ্রের শাসক দল। বিজেপির এই বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এদিন দেশজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নয়া দিল্লির সদর দফতর থেকে বিজেপি-র কার্যকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির কার্যালয় থেকে নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ সম্প্রচার করা হবে। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমে সকলকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানান।এদিন তিনি বলেন, সকলকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানাই। হনুমানজী সর্বশক্তিমান, তিনি সমস্ত অসাধ্য সাধন করতে পারেন। এত শক্তিমান হয়েও তিনি নম্র। আমরা হনুমানজীর থেকে অনুপ্রাণিত। আজ ভারত নিজের দক্ষতা ও ক্ষমতা বুঝতে পারছে ঠিক যেভাবে হনুমানজী নিজের শক্তি বুঝেছিলেন। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তেই বিজেপি হনুমানজীর থেকেই অনুপ্রাণিত। আমরা যদি হনুমানজীর গোটা জীবনটা দেখি, তবে দেখব যে সব করতে পারি এই মানসিকতাই তাঁকে সমস্ত সাফল্য অর্জন করতে সাহায্য করেছে।

বিজেপির ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবসে পতাকা উত্তোলন করলেন দলের সভাপতি জেপি নড্ডা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিলঃভারতীয় জনতা পার্টির(বিজেপি) ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে। ১৯৮০ সালের এই দিনে বিজেপি প্রতিষ্ঠিত হয়।দলের জাতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিজেপি সদর দফতরে দলের পতাকা উত্তোলন করেন। এই উপলক্ষে তিনি দলের কার্যকর্তা ও কর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। জেপি নড্ডা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কর্মী ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দল কচ্ছ থেকে উত্তর-পূর্ব এবং কাশ্মীর থেকে কেরালা পর্যন্ত তার চিহ্ন রেখে গেছে, আমাদের কর্মীরা দলকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দলটি আজ ১ লাখ ৮০ হাজার শক্তি কেন্দ্রে কাজ করছে। ৮ লাখ ৪০ হাজার বুথে বিজেপির একজন বুথ সভাপতি রয়েছেন।

সংসদের বাজেট অধিবেশনঃলোকসভা স্থগিত, রাজ্যসভা দুপুর ২টা পর্যন্ত মুলতবি

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিলঃবিরোধী দলগুলির তীব্র হই-হট্টগোলের জেরে বৃহস্পতিবার অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভার অধিবেশন। একই গণ্ডগোলের ছবি দেখা গিয়েছে রাজ্যসভাতেও। এদিন রাজ্যসভা বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়েছে। আদানি গ্রুপের কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে আনা অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) তদন্তের দাবিতে বৃহস্পতিবার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধীরা।বিরোধী দলের সদস্যরা তাদের দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে এদিন লোকসভায় সরব হন। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেন, বিরোধী সদস্যদের আচরণ নিন্নরুচির মর্যাদাকে খর্ব করছে। বিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে লোকসভার কার্যধারাকে ব্যাহত করেছে বলে অভিযোগ করেন অধ্যক্ষ।তিনি বলেন, এই ধরনের আচরণ সংসদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সংসদ বা দেশের জন্য ভালো নয়। তবে বিরোধী দলের সদস্যরা অধ্যক্ষের আবেদন উপেক্ষা করে তাঁদের বিক্ষোভ অব্যাহত রাখেন। এরপরই ওম বিড়লা তাঁর প্রথাগত সমাপ্তি বক্তৃতা শেষ করার পর লোকসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেন।রাজ্যসভায় বিরোধী সদস্যরা আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবিতে উঠে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছিলেন। বারবার তাঁদের শান্ত করার আবেদনও এক না হওয়ায় রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর২টা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয়।

জেলবন্দি দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আবেদন খারিজ হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিলঃ জেলবন্দি দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন আম আদমি পার্টির নেতা সত্যেন্দ্র জৈন। বৃহস্পতিবার তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে আদালত।এদিন আদালতের তরফে বলা হয়েছে, আদমি পার্টির নেতা তথা দিল্লির প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি তথ্য প্রমাণের ক্ষতি করতে পারেন। উল্লেখ্য গত বছর ৩০ মে কেন্দ্রীয় এজেন্সি সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে চারটি সংস্থার মাধ্যমে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।আপ নেতা এবং ইডির আইনজীবীদের সওয়াল জবাব শোনার পর গত ২১ মার্চ দিল্লি হাইকোর্ট জামিনের বিষয়ে নির্দেশ রিজার্ভ রেখেছিল। সত্যেন্দ্র জৈন আদালতে জানিয়েছিলেন যে তিনি তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। তিনি আরও দাবি করেন যে চার্জশিট দাখিল করার পরে তাঁর কারাবাস চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ মাহাতোর মৃত্যুতে দুদিনের রাজ্যব্যাপী শোক ঘোষণা করল ঝাড়খণ্ড সরকার

রাঁচি, ৬ এপ্রিল ঃ ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ মাহাতোর মৃত্যুতে দুই দিনের রাজ্যব্যাপী শোক পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যব্যাপী শোক পালন করা হবে। এই সময় যেসব ভবনে নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় সেসব ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। এই সময়ে রাজ্যের কোনও অনুষ্ঠান হবে না। এর পাশাপাশি, রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৬ এপ্রিল রাজ্যের সমস্ত অফিস বন্ধ থাকবে। যুগ্মসচিব অখিলেশ কুমার সিনহার স্বাক্ষরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় ও মনিটরিং বিভাগ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে বৃহস্পতিবার ভোরে মারা যান ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ মাহাতো। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) প্রথম সারির নেতা জগন্নাথের ২০২০ সালের নভেম্বরে ফুসফুস প্রতিস্থাপন হয়েছিল। তার পর থেকেই নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। গত মাসে করোনাভাইরাস সংক্রমণের পরে দ্রুত এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে চেন্নাইয়ে আনা হয়েছিল বলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক সূত্রে জানা গিয়েছে।জগন্নাথের মৃত্যুতে অকাল প্রয়াণে ঝাড়খণ্ডের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, বিধানসভার স্পিকার রবীন্দ্র নাথ মাহতো, বিজেপি নেতা বাবুলাল মারান্ডি, রঘুবর দাস সহ বিভিন্ন রাজনীতিবিদ জগন্নাথ মাহাতোর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যব্যাপী শোক পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

নতুন অর্থবর্ষে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল আর বি আই

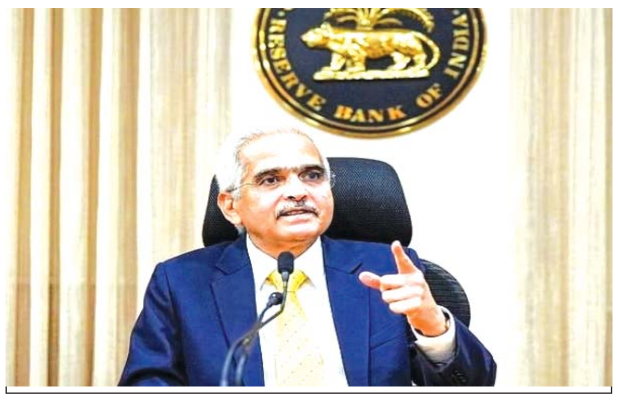

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ নতুন অর্থবর্ষের শুরুতে রেপো রেট অপরিবর্তিতই রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। টানা ছয়বার রেপো রেট বাড়ানোর পর, আরবিআই সপ্তম বার জনগণকে বড় স্বস্তি দিয়েছে।বৃহস্পতিবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানান, বর্তমান অর্থনীতি পরিস্থিতি মাথায় রেখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট ৬.৫ শতাংশেই অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন অর্থবর্ষ, অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য আসল প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ হতে পারে বলেই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার ফলে আপাতত ঋণের হার বাড়ানো হবে না বলেই জানা গিয়েছে।সোমবার থেকে শুরু হওয়া মুদ্রানীতি কমিটির তিনদিনের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের তথ্য জানিয়ে শক্তিকান্ত দাস বলেন, বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মনিটারি পলিসি কমিটি সামগ্রিকভাবে রেপো রেট বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে। উল্লেখ্য, গত বছরের মে মাস থেকেই ২৫০ বেসিস পয়েন্ট করে রেপো রেট বাড়াচ্ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। তবে এ দিন সেই রীতি ভেঙেই আজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর জানান, মনেটারি পলিসি কমিটির বৈঠকে পাঁচজন সদস্য রেপো রেট বৃদ্ধির বিপক্ষে ভোট দেন। এক সদস্য রেপো রেট বৃদ্ধির পক্ষে ভোট দেন।উল্লেখ্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সুদের হারে অন্যান্য ব্যাঙ্ককে ঋণ দেয়, তাকে রেপো রেট বলে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের কাছ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সুদের হারে ঋণ নেয়, তাকে রিভার্স রেপো রেট বলে।রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে প্রকৃত আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানান, গত অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে তা কমে দাঁড়ায় ৬.২ শতাংশে এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকে সেই হার ৬.১ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে তা ৫.৯ শতাংশে কমে দাঁড়িয়েছে।

পরিস্থিতি বুঝে রাষ্ট্রপতিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি সুকান্তর

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ পরিস্থিতি বুঝে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। হাওড়ায় এক ওড়িয়াকে গ্রেফতারের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতিকে লেখা ওড়িয়া সম্প্রদায়ের চিঠি নিয়ে বৃহস্পতিবার এই আর্জি জানান সুকান্তবাবু। ওই চিঠি যুক্ত করে বৃহস্পতিবার সুকান্তবাবু টুইটার লেখেন,ভুল করায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংবিধানে যথেষ্ট বিধান রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠতে হবে। রাষ্ট্রপতিকে পরিস্থিতি বুঝে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আর কতদিন নিরপরাধ মানুষ ভোগ করবে?ওড়িয়া সম্প্রদায়ের বন্ধুরা রাষ্ট্রপতির কাছে সহায়তা চাইছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁকে রাম নবমীতে শিবপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। ঘটনার দিন বিকাল ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত তিনি তাঁর কর্মস্থলে ছিলেন। তাঁর কোম্পানির পোষাক পড়ে বাড়ি ফেরার সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়।কয়েকটি পর্যবেক্ষণঃ১) এটা প্রতিষ্ঠিত যে নিরীহ হিন্দুদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ২) তাদের প্রভুদের খুশি রাখার জন্য পুলিশ অকারণে নিরীহ হিন্দুদের ধরে রেখেছে। ৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিন্দুদের তাঁদের উৎসব পালনের জন্য অত্যাচার করতে আগ্রহী। আইনের শাসন নেই।এই গ্রেফতারের ব্যাপারে সমাজসেবক ও ওড়িয়া পরিবারের সদস্যদের তরফে বিকে পাল রাষ্ট্রপতিকে পুরো বিষয়টি জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছেন, তার প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ার পারসন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি, হাওড়ার সিপি, শিবপুর থানার আইসি এবং কিছু সংবাদপত্রের সম্পাদককে।

'গণতন্ত্র আক্রান্ত', বিরোধীদের তেরঙ্গা মিছিল দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিলঃ বাজেট অধিবেশনের শেষদিনে বৃহস্পতিবার কংগ্রেস, তৃণমূল সহ বিরোধী দলগুলি তেরঙ্গা পদযাত্রা করল। এই পদযাত্রার সূচনায় ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। বিজেপির শাসনে ' গণতন্ত্র'আক্রান্ত' এই অভিযোগ তুলে এই পদযাত্রা হয়। তেরঙ্গা পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিল ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, উদ্ধব সেনা, আম আদমি পার্টি, এনসিপি ও বামেরা।বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ সংসদের এক নম্বর গেটের সামনে সোনিয়া জাতীয় পতাকা তুলে ধরেন। সেখানেই বিরোধী দলের এমপি-রা জমায়েত হয়েছিলেন। পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। উল্লেখ্য, বাজেট অধিবেশনের শেষদিনের প্রথা অনুযায়ী লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার চা-পানের নিমন্ত্রণ বয়কট করেন বিরোধী নেতারা। একইসঙ্গে এদিন অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা মুলতুবি ঘোষণা করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, এদিনই বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে

ভারতে করোনায় আক্রান্ত ৫,৩৩৫ জন, মৃত্যু ৬ জনের

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৫ হাজার ৩৩৫ জন। পাশাপাশি একই সময়ে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ছয়জনের। সুস্থ হয়েছেন ২,৮২৬ জন রোগী। এখন পর্যন্ত ৪,৪১,৮২,৫৩৮ জন রোগী করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়েছেন। সুস্থ হওয়ার হার ৯৮.৭৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২৫,৫৮৭ জন হয়েছে। দৈনিক সংক্রমণের হার ৩.৩২ শতাংশ।টিকা দেওয়ার কথা বলতে গেলে, গত ২৪ ঘণ্টায় ১,৯৯৩টি ডোজ দেওয়া হয়েছে। দেশে এখন পর্যন্ত ২২০.৬৬ কোটি ডোজ করোনার বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায়, ১,৬০,৭৪২ জনের টেস্ট করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৯২.২৩ কোটি মানুষের করোনা টেস্ট করা হয়েছে।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে ভারতে থামছে না টিকাকরণ অভিযান। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনার টিকা পেয়েছেন ১ হাজার ৯৯৩ জন প্রাপক। এই সময়ে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৭৪২ জনের।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) বৃহস্পতিবার জানিয়েছে দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১ হাজার ৯৯৩ জন প্রাপক। ফলে এ পর্যন্ত ভারতে মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০ কোটি ৬৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৩৬-এ পৌঁছেছে। ৫ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৭৪২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ভারতে মোট ৯২,২৩,২৫,৬০৫ টি করোনার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৭এপ্রিল;বুধবার, ২৩ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজিঃ৭এপ্রিলঃ২০২৩,৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৩ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দ, বাংলাদেশঃ২৩ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৩ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ১৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্পন্দন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৫ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৫ঃ০১ দং ৪৫৯৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৫ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২২ঃ৫৩ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩৩ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ২৫ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৫৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৫৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ২৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯১২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিষ্কার আকাশ বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৭ এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৩শতাংশ এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হবার বৃহঃবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ২৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনঃ ৫ টা ৫৩মিনিটে মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃসামায়িক স্বাস্থ্যভঙ্গ আপনার জন্য কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বিবাহের যোগ রবে বৃষভ রাশিঃ স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারে নিজেকে অবহেলা না করার জন্য সতর্ক থাকুন। সন্তান হতে পারে মিথুন রাশিঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। আর্থিক সংকট হবে। কর্কট রাশিঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।শুভ সিংহ রাশিঃকোন সাধুসঙ্গের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। কন্যা রাশিঃপরিবারের বিকল্প নেই।সংসারে শান্তি ফিরতে পারে তুলা রাশিঃঅতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। বৃশ্চিক রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলবে ধনু রাশিঃকিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনি কোনও সহায়তা বা সাহায্য ছাড়াই অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেনশুভ দিন। মকর রাশিঃ অন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করার জন্য মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। পরিস্থিতির বিকল্প নেই। শুভদিন কুম্ভ রাশিঃবাচ্চারা আপনার পছন্দ মতো কাজ নাও করতে পারে-যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে। আপনি নিজেকে সংযত রাখুন কেননা অনিয়ন্ত্রিত রাগ। মীন রাশিঃস্ত্রী আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। অর্থের অভাব পরিবারে আজ মতবিরোধের কারণ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলার আগে ভাল করে চিন্তা করুন এবং তাদের পরামর্শ নিন।

রাস্তায় মোতায়েন পুলিশ-র‍্যাফ, আকাশপথে ড্রোনে নজরদারি

হাওড়ায় হনুমান জয়ন্তীতে একাধিক ধর্মীয় শোভাযাত্রা, সর্বত্রই কড়া নিরাপত্তা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৬ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় হনুমান জয়ন্তীতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে একাধিক ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের হয়। সর্বত্রই ছিল কড়া নিরাপত্তা। রাস্তায় মোতায়েন ছিল পুলিশ, র‍্যাফ। আকাশপথে ড্রোনে নজরদারি চালানো হয়। এদিন বেলুড়ে পুলিশের উপস্থিতিতে হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা বের হয়। সকাল ৭টায় বেলুড় শ্রীহনুমান ভক্ত মন্ডলের পক্ষ থেকে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। বেলুড় জি টি রোড হয়ে সালকিয়া হয়ে কলকাতার বড়বাজারের উদ্দেশ্যে ওই শোভাযাত্রা রওনা দেয়। এদিন শ্রীহনুমান ভক্ত মন্ডল সেবা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বেলুড় জিটি রোড থেকে সকালে ওই বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। এই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন প্রীতম জৈন, বি এল আগরওয়াল প্রমুখ। হাওড়া ব্রিজ হয়ে কলকাতায় পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরে গিয়ে শেষ হয় ওই শোভাযাত্রা। হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা ঘিরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হাওড়ায় কড়া নিরাপত্তা নেওয়া হয়। একদিকে যেমন রাস্তার মধ্যে ব্যারিকেড করা হয়, পাশাপাশি শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণ করতে বিভিন্ন এলাকায় উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও। এছাড়াও বিভিন্ন রাস্তার মুখে মোতায়েন করা হয় র‍্যাফ।

আকাশপথেও ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি রাখা হয়। রামনবমীর শোভাযাত্রায় হাওড়ায় অশান্তির ঘটনার কথা মাথায় রেখে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সতর্ক ছিল প্রশাসন। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ অনুপম সিং বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশে ও রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে কড়া নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে। সড়কপথে মোতায়েন আছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও আকাশপথে আছে ড্রোন ক্যামেরার নজরদারি। তিনি জানান, এদিন সকালে হাওড়া নর্থ জোনে চারটি মিছিল ও বিকেলে একটি মিছিল হবে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই কড়া নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এদিন বিকেলে গোলাবাড়ির গুলমোহর থেকে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশাল শোভাযাত্রা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল, উমেশ রাই। হাওড়ার গুলমোহর ময়দান থেকে হনুমান জয়ন্তীর ওই বিশাল ধর্মীয় শোভাযাত্রা বৃহস্পতিবার বিকেলে সালকিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে প্রচুর মানুষ মিছিলে সামিল হন বলে জানা গেছে। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই ধর্মীয় শোভাযাত্রার জমায়েতে নিয়েও এদিন পুলিশের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের বিরোধ বাধে। হনুমান জয়ন্তীর ওই মিছিলের প্রধান উদ্যোক্তা বিজেপি নেতা উমেশ রায় বলেন, আমরা প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে মানুষকে জানিয়েছিলাম বিকেল ৪ টে থেকে সন্ধ্যা ৬ টা অবধি মিছিল হবে। কিন্তু পুলিশ আজকে জোর করে আমাদের বলছে বিকেল ৩ টে থেকে ৫ টার মধ্যে মিছিল শেষ করতে হবে। আমাদের পুলিশের কাছে একটাই দাবি কেন পুলিশের নিয়ম অনুযায়ী আমরা মিছিল করব ? আমরা যেখানে অনেকদিন আগে থেকেই জানিয়েছিলাম আমাদের কোন টাইমে মিছিল হবে, সেই মতো প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুলিশ আমাদের মিছিলকে আগিয়ে দিতে চাইছে। আমরা কেন পুলিশের দাবি মানব ? তার পাশাপাশি পুলিশ থেকে জানানো হয়েছে মিছিলে একশোর বেশি লোকের জমায়েত করা যাবে না। এটা কি গুনে করা সম্ভব ? যদিও শেষ পর্যন্ত পুলিশের উপস্থিতিতেই মিছিল হয়। ওই ধর্মীয় শোভাযাত্রা হয় বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল, রাজ্য বিজেপির সম্পাদক উমেশ রাইয়ের নেতৃত্বে। প্রচুর মানুষ তাতে সামিল হন। বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল বলেন, আমরা কি অপরাধ করেছি ? একজন সনাতনী হিন্দু হিসেবে ধর্মকে রক্ষা এবং সম্মান করতে জানি। শুধু তাই নয়, অন্যান্য ধর্মকেও সম্মান করতে জানি। ওইদিন আমাদের চিন্তাভাবনাকে অসম্মান করা হয়েছিল। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী নিরব ছিলেন। আজ কোর্টের অর্ডার নিয়ে মিছিল নিয়ে বেরিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গকে মুখ্যমন্ত্রী কি অবস্থা করেছেন। এখানে আইন ব্যবস্থা, প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যার্থ। এটা কোর্টের নির্দেশ। প্যারামিলিটারি নিয়ে মিছিল করা হয়েছে। এখানকার পুলিশ কিছুই করতে পারে না। এটা গতকাল কোর্টে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এখন মিলিটারি নিয়ে ধর্মীয় জুলুস বার করতে হবে। এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কিরকম ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে। তাই কারণে বারেবারে বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় মিলিটারি নামানোর জন্য। যখন মিছিলে মিলিটারি আছে তখন সাধারণ মানুষের আস্থা আছে। যেটা পুলিশের ওপর নেই। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তান বানিয়ে দিয়েছে। সেই কারণে মিলিটারি নামিয়ে এখানে ধর্মের জুলুস বার করতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাবাদী, মুখ্যমন্ত্রীর সব নেতা মিথ্যাবাদী এবং সব নেতা চোর। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা উমেশ রাই বলেন, একটা ধর্মীয় মিছিলের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল ৪টে থেকে ৬টা পর্যন্ত হবে। কিন্তু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ৩ টে থেকে ৫টা পর্যন্ত। এই অনুষ্ঠানের সময়ের কথা সবাইকে জানানো হয়েছে এক সপ্তাহ আগে। পুলিশ বললে কি করে করা যাবে। পুলিশ বলছে ১০০- র বেশি লোক থাকবে না। কি করে তা সম্ভব। কি করে ১০০ জনকে বেছে বাকিদের মিছিল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। ২০ জন হনুমানজির চাওয়া হয়েছে। তাদের পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। আমরা হনুমান জয়ন্তী পালন করব আর গোলাবাড়ি থানা তা ঠিক করে দেবে এটা ঠিক নয়। এই ধরনের প্রশাসনকে আমরা মানি না। পুলিশের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। যারা পুলিশকে গুলি করেছিল তারা আজ খোলা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর রামনবমীর মিছিলে একটা ছেলের হাতে পিস্তল দেখলে তাকে মুঙ্গের থেকে তুলে নিয়ে আসছে। পুলিশের ভরসায় মানুষ নেই। পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে এখানকার সরকার অন্য ধর্মের তুষ্টিকরণ করছে এখন তাঁর মুখে থাপ্পড় লেগেছে। পুলিশ ব্যর্থ। দাঙ্গা হচ্ছে। পুলিশ সামলাতে পারছে না। এই পুলিশের ওপর ভরসা করে থাকা যাবে না।

অসুস্থ বামনেতা সুজন চক্রবর্তী ভর্তি বেসরকারি হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ হাসপাতালে ভর্তি বামনেতা সুজন চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার সকালে বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। সূত্রের খবর, কোভিড পরবর্তী সমস্যা ছিলই।

চেকআপের জন্য ভর্তি হয়েছেন সুজন। করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর কমবেশি সকলেরই বেশ কিছু সমস্যা রয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, সুজন চক্রবর্তীরও করোনা পরবর্তী বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা থেকে গিয়েছে। যার চিকিৎসা চলছে। সূত্রের খবর, সেই কারণেই চেকআপের জন্য বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সুজন চক্রবর্তীকে। আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবারই ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে এই মুহূর্তে সুজন চক্রবর্তীর কোনও সমস্যা নেই বলেই খবর। হাসপাতাল সূত্রে খবর, চেকআপের পর শুক্রবার ছেড়ে দেওয়া হবে তাঁকে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে সংবাদ শিরোনামে সুজন চক্রবর্তী। কারণ, বাম আমলে চাকরিতে দুর্নীতির অভিযোগ। শাসকদলের তরফে বারবার নিশানা করা হয়েছে সুজনবাবুকে। কখনও তৃণমূলের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে তাঁর স্ত্রী মিলি চক্রবর্তীর চাকরি নিয়ে। কখনও আবার প্রশ্নের মুখে পড়েছেন গোটা পরিবার। শুধু তাই নয়, একটি চিরকুট প্রকাশ্যে এনেছে তৃণমূল। দাবি করা হয়েছে, ওই চিরকুটে চাকরির সুপারিশ করেছিলেন দাপুটে এই বাম নেতা।

বাঁশবেড়িয়ায় হনুমান মন্দিরে যাওয়ার পথে লকেটকে আটকে দিল পুলিশ

বনস্পতি দে, হুগলি, ৬ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বাঁশবেড়িয়া ফল বাজার হনুমান মন্দিরে যাওয়ার পথে হাফ কিলোমিটার আগে বড়পাড়ায় পুলিশ লকেটকে আটকে দেয় সেখানে সাংসদ লকেট বলেন আমি সেখানে যাচ্ছি আমার আমন্ত্রণ আছে বলে তিনি আমন্ত্রণ পত্রটি পুলিশকে দেখান এবং পুলিশের সঙ্গে তার বাদানুবাদ হয়। লকেট বলেন আমি ওখানে হনুমান মন্দিরে পুজো করতে যাচ্ছি তারপর ফিরে আসবো। পুলিশ বলে বাইরের লোককে এখানে প্রবেশ নিষেধ । লকেট বলেন আমি হুগলির সংসদ আমি কোথায় বাইরের লোক এটা কোন দেশে আসলাম এরপর তিনি গাড়ি থেকে নেমে যান এবং সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন এইভাবে দেড় ঘন্টা চলার পর তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

হনুমান জয়ন্তীতে বরানগরে টহলদারি শুরু কেন্দ্রীয় বাহিনীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার শহর থেকে রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে হনুমান জয়ন্তী । নির্বাচনের আগে পরিস্থিতির শান্ত রাখতে গন্ডগোল এড়াতে হনুমান জয়ন্তীতে বরানগর থানার অন্তর্গত গোপাল লাল ঠাকুর রোডে টহলদারি কেন্দ্রীয় বাহিনীর । বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর চোখ পঞ্চায়েত ভোট । এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ রাজনৈতিক দলগুলো । এরই মাঝে লক্ষ্মীবারে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ডানলপ হয়ে হনুমান মন্দিরের সামনে হয়ে বরানগর পর্যন্ত চলে টহলদারি। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এলাকায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যেনও না ঘটে, তাই হাইকোর্টে নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই টহলদারি । হনুমান জয়ন্তীতে অশান্তি এড়াতে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে, বৃহস্পতিবার কলকাতা ও আশপাশের জেলার বিভিন্ন এলাকায় এভাবেই সকাল থেকে টহল দিল কেন্দ্রীয় বাহিনী । তাই বাদ গেল না বরানগর ।

সাড়ে বারো কোটি টাকা ব্যয়ে শ্যামপুরে হবে সেতু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ এপ্রিল ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার শ্যামপুরের উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের সংযোগ রক্ষা করছে দু ’ টি কাঠের সেতু। একটি সেতু খালের উপর। অপর সেতু একটি নদীর উপর। এই দু ’ টি সেতু জনগণকে পার হতে হয় উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতে। দামোদর নদের উপর পুরানো কাঠের সেতুর পরিবর্তে নতুন সেতুর দাবি বহুদিন ধরে করে আসছে এলাকার জনগণ। শেষ পর্যন্ত জনগণের সেই দাবিতে সরকারি সিল মোহর পড়েছে। পূর্ত দফতর ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সেতু নির্মাণ করতে চলেছে গ্রামীণ হাওড়া জেলার শ্যামপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চল ভবানীপুরে দামোদর নদের উপর। এই সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হলে এবং তা চালু হলে শ্যামপুরের উত্তর ও দক্ষিণের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার পথ সুগম হবে। ভবানীপুর ফেরিঘাট শ্যামপুরের ১ নং ব্লকের বালুচাতুরি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। পাকা সেতুটি নির্মাণ হবে এই খানেই । এই সেতু নির্মাণ হলে এবং তা চালু হলে শ্যামপুর ১ নং ব্লকের ভবানীপুর এবং অন্য দিকে শ্যামপুরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার পথ সুগম হবে। অতিরিক্ত ১০ কিলোমিটার পথ ঘুর পথে যাত্রা কমবে। শ্যামপুর থানার বিস্তীর্ণ এলাকার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গড়চুমুক ও মহকুমা শহর উলুবেড়িয়া যাওয়ার রাস্তা সহজ হবে এই সেতু নির্মাণ হয়ে তা চালু হলে। সেচ দফতর সূত্রে জানা যায়, সেতুটি নির্মাণ হবে দামোদর নদের উপর পুরানো

কাঠের সেতুর জায়গায়। ওই সেতু ব্যবহার করে প্রতিদিন কয়েক হাজার জনগণ। কাঠের সেতুটি দুর্বল হওয়ায় যাত্রীদের ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দামোদর নদে ভরা কোটালে অথবা বর্ষাকালে সমস্যা চরমে পৌঁছায়। জয়ন্ত পাল, বর্তমানে পুরানো কাঠের সেতুটির দেখভাল করছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতিদিন এই সেতু দিয়ে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। বর্তমানে সেতুটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। যে কারণে এই সেতু দিয়ে যাতাযাত মোটেই নিরাপদ নয় । তিনি আরও বলেন, ‘এই সেতুতে বেশ কয়েকবার দুর্ঘটনাও ঘটেছে। সেতু থেকে দামোদর নদে পড়ে আহত হয়েছেন অনেকেই ’ । দেবাশীষ সামন্ত আইমা গাজনকোলের বাসিন্দা, তিনি বলেন, ‘পাকা সেতু নির্মাণ হয়ে তা চালু হলে রোগীদের পাশাপাশি শ্যামপুরের দক্ষিণ দিকের বাসিন্দাদের গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্র ও মহকুমা শহর উলুবেড়িয়া যাতায়াত দ্রুত হবে ’। শ্যামপুর বালুচাতুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল পুরকাইত এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘শ্যামপুর ১ নং ব্লকের বালুচাতুরি, নবগ্রাম, বেলাড়ি ও ধান্দালি এই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অবস্থান দামোদর নদের পুরানো কাঠের সেতুর উত্তর দিকে। সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের জন্য ছুটতে হয় শ্যামপুরে। কারণ শ্যামপুর বিডিও অফিস, শ্যামপুর বি এল এল আর ও অফিস সহ ব্লক পর্যায়ের সমস্ত সরকারি অফিস রয়েছে দক্ষিণ দিকে। এছাড়াও এই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে ৬৩ টি ইটভাটা । তাদের ও ব্যবসায়িক কাজের সুবিধা হবে, সেতুটি নির্মাণ হয়ে চালু হলে । তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পুলক রায় এই সেতুটি নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন ’। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, ‘এই সেতুটি নির্মাণের ফলে, শ্যামপুর এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর চেহারার আমূল পরিবর্তন হবে ’।

সন্তোষপুর স্টেশন চত্বরে ভয়াবহ আগুন, পুড়ল অন্তত ২৫ টি দোকান

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ৬ এপ্রিল ঃ দক্ষিন ২৪ পরগনার শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার বজবজ লাইনের সন্তোষপুর স্টেশান চত্বরে বৃহস্পতিবার বিকেলে আচমকা আগুন লেগে যায়। দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া দোকানগুলিতে আগুন লাগে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানগুলিতে। এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে রেল পুলিশ ও দমকলের আটটা ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। তবে আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসে নি। কিভাবে আগুন লাগলো তাও পরিস্কার নয়। এলাকায় যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই ঘটনার জেরে এই শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অন্যান্যদিনের মতোই যাত্রীদের ভিড় ছিল শিয়ালদহ-বজবজ শাখার সন্তোষপুর স্টেশনে। আচমকাই ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে থাকা দোকানে আগুন ধরে যায়। ঘিঞ্জি এলাকা, পাশাপাশি দোকান, ফলে দ্রুত ছড়াতে থাকে আগুন। মুহূর্তের মধ্যে প্ল্যাটফর্মের উপরে থাকা কমপক্ষে ১০ টি দোকান দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। এদিকে আতঙ্কিত যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তবে স্টেশন সংলগ্ন বসতির বাসিন্দারা প্রাথমিকভাবে আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। প্রথমেই ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ৩ টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন আয়ত্তে আনার কাজ। এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে বিকেল সাড়ে ৫ টা থেকে শিয়ালদহ- বজবজ শাখায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও এখনও আগুন আয়ত্তে আসেনি। সূত্রের খবর, আগুনকে আয়ত্তে আনতে বাড়ানো হচ্ছে ইঞ্জিন। এ বিষয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, আগুনের কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে যত দ্রুত সম্ভব আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিএফও টি কে দত্ত বলেন, আগুন লাগার কারণ বোঝা যাচ্ছে না। তবে ৮ টি ইঞ্জিন আনা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এদিনই বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সাঁকরাইল থানা এলাকার রানীহাটি মোড়ে জাতীয় স।কের ধারে বসা বাজারের প্রায় ৭০ থেকে ৮০ টি গুমটি দোকান। যাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। অবশেষে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

দেশের সেরা রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ বাংলার মুকুটে নয়া পালক। উৎপাদনে নিরিখে দেশের সেরা পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম। ‘রাজ্যের জন্য খুবই গর্বের বিষয়’, টুইট করলেন মুখ্যমন্ত্রী। দেশের মধ্যে সেরার তালিকায় রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। তালিকায় শীর্ষে বক্রেশ্বর। দ্বিতীয় স্থানে পুরুলিয়া সাঁওতালডিহি, আর পঞ্চম স্থানে সাগরদিঘি। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের অধীনস্থ সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি জানিয়েছে, হাই প্ল্যাঃট লোড ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে এই র‍্যাঙ্কিং করা হয়ে থাকে। তার বিচারেই রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সেরার তালিকায় উঠে এসেছে। এর আগে, মার্চে সর্বভারতীর স্তরে পুরস্কৃত হয়েছিল রাজ্যের ৪ টি ই-গর্ভনেন্স পরিষেবা। সেবার টুইট ওই ৮ পরিষেবার সঙ্গে যুক্তঃ কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্প্রীতির বার্তা দিলেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আজ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সম্প্রীতির বার্তা দিলেন। সকালে তিনি লেকটাউনে হনুমান মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর তিনি যান একবালপুরে। সেখানে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলেন স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে, স্থানীয় ফল বিক্রেতা দের সঙ্গে। সকলের সঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কুশল বিনিময় করেন। রাজ্যপাল বলেন এই মানুষগুলির জন্যই তিনি রাজ্যপাল হয়েছেন কাজেই তাদের প্রতি তার দায়বদ্ধতা রয়েছে। সকলে মিলে শান্তি বজায় থাকুক একথা বলে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন রাজ্যপাল।

প্রসূতি মহিলাকে রক্ত দিলেন সিভিক ভলেন্টিয়ার

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৬ এপ্রিল ঃ প্রসূতি মহিলাকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন ক্যানিং থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। বৃহস্পতিবার অপারেশানের মাধ্যমে প্রসবের সময় অতিরিক্তঃ রক্তক্ষরণের ফলে প্রাণনাশের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল ওই মহিলার। বিষয়টি জানতে পেরে ইন্দ্রজিত অধিকারী নামে ঐ সিভিক ভলেন্টিয়ার দ্রুত ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এসে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচান ঐ মহিলার। গোসাবার এক মহিলার অপারেশানের মাধ্যমে প্রসব হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার সকালে সেই অপারেশানের সময় প্রচন্ড্র রক্তক্ষরণ হয় তাঁর। দ্রুত রক্তের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে বি পজিটিভ রক্তের ভাঁড়ার একেবারেই শূন্য। বিষয়টি জানতে পারেন ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস। সাথে সাথেই তিনি বিষয়টা আইসি ক্যানিং সৌগত ঘোষকে জানান। দ্রুত রক্তের জোগাড় করতে বাইরে না গিয়ে নিজের থানার পুলিশ কর্মীদের কাছে বিষয়টি জানান আইসি। সাথে সাথেই ক্যানিং থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার ইন্দ্রজিত রাজি হয়ে যান রক্ত দিতে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে এসে রক্তঃ দেন তিনি। ফলে বিপদমুক্ত হয় ঐ মহিলা। রক্ত দিয়ে একজনের প্রাণ বাঁচাতে পাড়ায় খুশি ইংদ্রজি। তিনি বলেন, আমি মাঝে মধ্যেই রক্তদান করে থাকি। আজ বড়বাবুর কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পেরেই অন্য কিছু আর ভাবিনি। আমার রক্তে একজনের প্রাণ বেঁচেছে এটাই অনেক। উনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। এসডিপিও বলেন, বি পজিটিভ রক্তের জন্য একটি ফোন আসে আমার কাছে। একজন প্রসূতি মায়ের অপারেশানের জন্য দ্রুত রক্তের প্রয়োজন। বিষয়টি আইসি ক্যানিংকে জানালে উনিই ব্যবস্থা করেন। ইন্দ্রজিতকে অসংখ্য ধন্যবাদ এভাবে মানুষের বিপদে এগিয়ে আসার জন্য।

শুকনো গরমের অস্বস্তি কলকাতায়, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুকনো গরমের অস্বস্তি কলকাতায়। দক্ষিণবঙ্গে আগামী চার পাঁচ দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে জুড়ে রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা আরো বাড়বে। আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা চার ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। আপাতত কোথাও তাপ ও প্রবাহের সম্ভাবনাও নেই। পশ্চিমের জেলাগুলিতে বেশ গরম বেশি অনুভূত হবে। তবে শহর কলকাতায় সকালে আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও পরে পরিস্কার আকাশ থাকবে। তবে কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা আরও একটু বাড়বে। জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বেলা বাড়লে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, কলকাতায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৩৬ থেকে ৮৪ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টি হয়নি। দার্জিলিং ও কালিম্পংজেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ -সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য এলাকার জেলায় বৃষ্টি আরও ৪৮ ঘন্টা জারি থাকবে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। মালদা ও দুই দিনাজপুরে মূলত পরিস্কার আকাশ দেখা যাবে। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা বাড়বে। শুক্রবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গেও। শনিবার নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঢুকবে। উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখা রয়েছে ঝাড়খন্ড থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত। ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তরপূর্ব বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আসামে। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে বৃষ্টি আগামী ২৪ ঘন্টা তারপর থেকে শুষ্ক আবহাওয়া। আগামী পাঁচ দিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং কেরালা সংলগ্ন এলাকায়। পশ্চিম ভারতের রাজ্য এবং মধ্য ভারতের রাজ্যে বিশেষ করে বিদর্ভ ছত্রিশগড়, মারাঠাওয়াড়া, মধ্য মহারাষ্ট্রে বৃহস্পতিবার থেকে শনিবারের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরাখন্ড ও হিমাচল প্রদেশ সহ উত্তর পশ্চিমের ভারতের রাজ্যগুলিতে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকার কিছু অংশে আরো ৪৮ ঘন্টা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

চলতি দুয়ারে সরকার শিবিরে রাজ্যে ৬৩ হাজার ৪৩১ টি শিবিরের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ চলতি দুয়ারে সরকার শিবিরের এদিন ষষ্ঠ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৬৩ হাজার ৪৩১ টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা নিতে শিবির গুলিতে ৩৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৭৬ জন মানুষ এসেছেন বলে এদিন নবান্ন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে সব থেকে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সাত লক্ষ তিন হাজার মানুষ নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। এরপরেই রয়েছে মুর্শিদাবাদ। গতকাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পে ১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৩৮ টি আবেদন জমা পড়েছে বলে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে।

নিখোঁজ মানসিক ভারসাম্যহীন স্বামী, ফিরে পাওয়ার আর্জি স্ত্রীর

আগরতলা, ৬ এপ্রিল ঃ আগরতলায় বাঁশ বিক্রি করতে এসে নিখোঁজ এক ব্যক্তি। পরিবারের সদস্যদের দাবি, মানসিকভাবে অসুস্থ তিনি। দিশেহারা হয়ে প্রশাসনের কাছে নিখোঁজ স্বামীকে খুঁজে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন স্ত্রী। গোলাঘাটি বিধানসভার আমতলী থানাধীন কাঞ্চনমালার ১নং ওর্য়াডের ঋষি কলোনির বাসিন্দা নিখিল ঋষি দাস(৬২) দীর্ঘদিন জটিল রোগে আক্রান্ত থেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। পেশায় তিনি বাঁশ বিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু মানসিকভাবে অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আগরতলায় বাঁশ বিক্রি বন্ধ করে সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকতেন। কিন্তু বুধবার সকালে পুনরায় তিনি আগরতলায় বাঁশ বিক্রির উদ্দেশ্য বের হয়েছিলেন। সারাদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তিনি বাড়ি ফিরে না যাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা গভীর চিন্তায় পরে যান। অনেক খোঁজাখুঁজি করলেও তাঁর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। অবশেষে রাতে আমতলী থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে নিখিল ঋষি দাসের স্ত্রী শিল্পী ঋষি দাস সংবাদ মাধ্যমের দারস্থ হয়ে জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। গতকাল থেকে তিনি নিখোঁজ। নিখোঁজ স্বামীকে ফিরে পেতে প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নাহরলগুন ও মাদুরাই-এর মধ্যে

মালিগাঁও, ৬ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নাহরলগুন ও মাদুরাই জং. স্টেশন-এর মধ্যে একটি ওয়ান ওয়ে আনরিজার্ভ স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রেন নং. ০৫৮৫২ (নাহরলগুন - মাদুরাই জং.) ওয়ান ওয়ে আনরিজার্ভ স্পেশাল ট্রেনটি নাহরলগুন থেকে ৭ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের ২৩.৫০

ঘন্টায় রওনা দিয়ে ১০ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় মাদুরাই জং. পৌঁছাবে। এই আনরিজার্ভ স্পেশাল ট্রেনটিতে ২০টি কামরা থাকবে। এই স্পেশাল ট্রেনটির একমুখী যাত্রায়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীক্ষেত্রের অধীনে হারমতি, বিশ্বনাথ চারিআলি, রাঙাপাড়া নর্থ, ওদালগুড়ি, টংলা, রঙিয়া, বরপেটা রোড, নিউ বঙাইগাঁও, কোকরাঝার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি ও কিষানগঞ্জ স্টেশনে স্টপেজ থাকবে। ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর পার এবং অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী শহর এলাকার বাসিন্দা, যারা দক্ষিণ ভারতের দিকে যাত্রা করার পরিকল্পনা করছেন তারা এই পরিষেবার সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। এই রুটের অন্যান্য ট্রেনের অপেক্ষারত তালিকায় নাম থাকা যাত্রীরাও এই ট্রেনে যাত্রা করার সুযোগ নিতে পারেন।

রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে দেখা করলেন নভজ্যোৎ সিং সিধু

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ জেল মুক্তির পরেই রাহুল গান্ধীর পাশে দাঁড়ালেন নভজ্যোৎ সিং সিধু। পাশে থাকার বার্তা দিতে বৃহস্পতিবার প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে দেখা করেন পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু। রাহুলের পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কার সঙ্গেও দেখা করেছেন প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার। ওই সাক্ষাতের পরেই টুইট করে সিধু বলেছেন, ‘যতই চাপ দেওয়া হোক না কেন, রাহুল গান্ধীর প্রতি তাঁর বিশ্বাস এক ইঞ্চিও টলানো যাবে না।’ প্রসঙ্গত, সাড়ে তিন দশক আগে গাড়ি পার্ক করা নিয়ে বচসার জেরেই গুরুনাম সিং নামে এক প্রবীণকে ধাক্কা মেরেছিলেন সিধু। পরে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। সিধুর ঘুষিতেই ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। এক বছরের জন্য সিধুকে জেলের সাজা শুনিয়েছিল শীর্ষ আদালত। গত বছরের মে মাসে আত্মসমর্পণ করেন প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার। দীর্ঘ ১০ মাস পাতিয়ালা জেলে কাটানোর পরে গত শনিবার মুক্তি পান তিনি।

ত্রিপুরায় চার বাংলাদেশী নাগরিক আটক

ধর্মনগর, ৬ এপ্রিল ঃ অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে চারজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে ধমর্নগর জিআরপি পুলিশ। তবে, তাদের মধ্যে তিনজনের বাংলাদেশী পরিচয়পত্র এবং অপর জনের কাছে ভারতীয় আধার কার্ড পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ওই আধার কার্ড ভুয়ো না কি আসল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধর্মনগর জিআরপি থানার ওসি উত্তম কুমার কলই জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ ধর্মনগর রেল স্টেশনে ৪ সন্দেহভাজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১২৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৩ চৈত্র ১৪২৯

বাদ পড়বে মোঘল ইতিহাস?

সম্পাদকীয় ১

ভারতের ইতিহাসের পাতা থেকে এবারে কি সত্যই মোঘল ইতিহাস বাদ পড়তে শুরু করে দিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন ভারতের ইতিহাসবিদেরা। তাঁরা বলতে শুরু করেছেন মোঘল ইতিহাস যদি ভারতের ইতিহাস থেকে সতিই সত্যি বাদ পড়তে শুরু করে তাহলে কিন্তু ভারতের ইতিহাসে সম্পূর্ণতা একেবারে নষ্ট হতে থাকবে। ভারতের ইতিহাসে মোঘল ইতিহাস কিন্তু ইসলামিক ইতিহাস নয়। মোঘল ইতিহাস ভারতের ইতিহাসের একটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ অংশ। মধ্য যুগ ধরে ভারতের ইতিহাসে মোঘলরা রাজত্ব করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেটা ইতিহাসের পাতা থেকে কোনও সময়ে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ইতিহাস পড়ানো হয়। আবার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে মোঘলদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণাও হয়ে থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইতিহাসের বিভাগ রয়েছে তার নাম ইসলামিক ইতিহাস বিভাগ। সেখানে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা এবং গবেষণা করার সুযোগ পায় ছাত্রছাত্রীরা। ভারতের ইতিহাস থেকে যদি মোঘল ইতিহাসকে বাদ পড়ে তাহলে কিন্তু বাদ দিতে হবে তাজমহল থেকে শুরু করে লালকেল্লার মতো ঐতিহ্যকে। যেভাবে নতুন করে ইতিহাস চর্চার করার দিকে অগ্রসর হয়ে শুরু করেছে তাতে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে কোনও সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, জৈন ধর্মের ইতিহাস এমনকী শিখ ধর্মের ইতিহাসও বাদ পড়তে পারে। নেপাল তো এক সময়ে ভারতের মধ্যে ছিল। গৌতম বুদ্ধ তখন নেপালের রাজপুত্র। তিনি সংসার ত্যাগ করে এস বিহারের গয়াতে উপস্থিত হয়ে ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন মানব মুক্তির উপায়ের সন্ধান করতে। জৈন ধর্ম তো ভারতের এর একটি ধর্ম, শিখ ধর্মও ভারতের আর একটি গুরত্বপূর্ণ ধর্ম। গুরু নানক এই ধর্মের ইষ্ট ধর্মগুরু বলা যেতে পারে। ভারতের ইতিহাসে বহু বৈচিত্র্য রয়েছে তা অন্য কোনও দেশে নেই বলতে গেলে চলে। ভারতের ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে নানান ধারা প্রবাহিত। কোনও একটি ধারা নিয়ে ভারতবর্ষটা তৈরি হয়নি। সব ধর্মের ধারা একসঙ্গে প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছিল একটি সময়ে। তখন ধর্ম নিয়ে রাজনৈতিক দরকষাকষি হয়নি। ধর্মকে রাজনৈতিক ভাবে দরকষাকষি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। সেই কারণে তাঁকে মোঘল সম্রাজ্যের পতনের কারণ বলা হয়ে থাকে। তিনি তাঁর নিজের ধর্মকে সামনে রেখে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। পিতা সাজাহানকে আগ্রার দূর্গে বন্দি করে রাখেন। এবং তাঁর ভাইদের হত্যা করেছিলেন যাতে সিংহাসনের কেউ দাবিদার বলে কথা বলতে না পারে। ভারতের ইতিহাসে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার রয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষকে জয় করতে সুদূর গ্রীস দেশ থেকে। গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন সভ্য দেশগুলিকে অধিকার করে গ্রীস দেশের অধীনে নিয়ে আসা। সেই কারণে তিনি গ্রীস দেশ থেকে উপস্থিত হয়ে ব্যাবিলন দখল করেছিলেন। সেই পথ ধরে তিনি পাঞ্জাবের সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়ে পুরুর সঙ্গে বীর বিক্রমে লড়াই করে তাঁকে পরাস্ত করেছিলেন। আসলে গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ইচ্ছাই ছিল প্রাচীন সভ্য দেশ ভারতকে দখল করে গ্রীস দেশের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করিয়ে দেওয়া। ভারতের দুটি মহাকাব্য রয়েছে গ্রীস দেশের মতো সেই কথাও তিনি জানতে পেরেছিলেন। গ্রীস দেশের মহাকাব্যের নাম হচ্ছে ইলিয়াড এবং ওডেসি। আর ভারতের মহাকাব্যের নাম হচ্ছে রামায়ণ এবং মহাভারত।

পাকিস্তানের বিদেশ নীতি ছিল কাশ্মীর

সম্পাদকীয় ২

পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক বা বিদেশ নীতি ছিল কাশ্মীর। এছাড়া পাকিস্তানের আর কোনও বিদেশ নীতি ছিল না। সেই বিদেশ নীতিকে একেবারে ভোঁতা করে দিয়েছে ভারত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে তাদের প্রথম কাজই হবে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার অবলুপ্ত করে দেওয়া। সেটা করেছে এবং কাশ্মীরকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। একটি ভাগে রয়েছে কাশ্মীর এবং দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে লাদাখ। লাদাখ আগে কাশ্মীরের সঙ্গে ছিল। কিন্তু এখন লাদাখ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। সেখানে তৈরি হচ্ছে প্রশাসনিক ভবন। সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন গর্ভনর জেনারেল। কাশ্মীরেও এসেছে গর্ভনর জেনারেল। সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকার গঠন করা হবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুখ আব্দুল্লা বলেছেন, চিনের সাহায্য নিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করবেন। কিন্তু চিন ভারতের অভ্যন্তরীন বিষয়ে মাথা গলাতে নারাজ। ফারুখ আব্দুল্লার কথা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে পাকিস্তানের উস্কানি রয়েছে। এতকাল ধরে পাকিস্তান যেরূপ পরোক্ষভাবে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে সমর্থন ছিল কাশ্মীরের ভারত বিরোধীদের। ফারুখ আব্দুল্লা মনে করেন কাশ্মীরটা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি। নিজস্ব সম্পত্তি কাশ্মীর কারোর হতে পারে না এই চিন্তা থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সবাইকে মুক্তি দিয়েছিল। যার ফলে মোদি সরকার এখন প্রতিটি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের কাছে প্রধান শত্রু হয়ে দেখা দিয়েছে। কাশ্মীরে গণভোট হবে কি হবে না সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ভারত সরকার। সেখানে পাকিস্তানের নজর দেওয়ার কোনও দরকার নেই এটা ভারত বারবার বলে আসছে। কিন্তু ভারতের প্রতি প্রতিহিংসামূলক আচরণ করতে যেভাবে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান তার ফলে সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিন অসংযত ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, পুজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পুজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। দিনের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারাপীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পুজো সারতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধনা করতে শুরু করে দিলেন মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। তারাপীঠ তন্ত্র সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হলো । দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা। তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিধারিনী। তিনি ধ্যান। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই।

নেতাজির সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের যোগাযোগ

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে সুভাষচন্দ্র বোস প্রথম দিকে কংগ্রেস রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তারপরে ধীরে ধীরে কংগ্রেস রাজনীতি ত্যাগ করে তিনি বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করলেন। সেই মানসিকতার মধ্যে দিয়ে তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এবং 'বেঙ্গল ভ্যালেন্টিয়ার্স' তৈরি করেছিলেন। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সামিল হয়ে পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতারিত করতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। এ ব্যাপারে তিনি পরবর্তীকালে বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের পথকে অনুসরণ করে আজাদ হিন্দ বাহিনী নেতৃত্ব দেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সশস্ত্র সংগ্রামের পথটাকে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও তিনি একটি সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের পথ ধরে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করার পথটা তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের পথটাকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পূর্ণ স্বরাজের ডাকটাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে দেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে কোনও আপোষ নয় সেটা পরিস্কার করে দেন তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে কংগ্রেসের পথটা ছিল অহিংসার পথ ধরে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা। মহাত্মা গান্ধির পথটাকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করে। সেই কারণে যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেসের মতভেদ দেখা দিতে শুরু করে। বিপ্লবীদের যুগান্তর পার্টি বা অনুশীলন দলের সদস্যদের কংগ্রেসীদের বিস্তর মতপার্থক্য দেখা দিতে শুরু করে। বাংলা তথা ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামীরা অস্ত্র দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্জন করার পক্ষে ছিল। তারা মনে করতেন ইংরেজ সরকার অতি সহজেই ভারত ত্যাগ করবে না। অহিংসা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারত কখন স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। সেই কারণে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েই ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধী করার পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন ছাত্র ছিলেন নেতাজি সেই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক ই এফ ওটেন ১৯১৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের দ্বারা হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন হেনরি রোশার জেমস্। তিনি তদন্ত করে দেখতে পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস এবং আনন্দ মোহন দাম এই হেনস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ সালে এই দুই ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র বোস পরে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় থেকে তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের ওপরে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের পথটা ধরে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পরে মাস্টারদা সূর্য সেন এবং বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এর বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বাধীনতা চিন্তাধারা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বহুবার তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে দেশবন্ধুর কথা উল্লেখ করেছেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে বিপ্লবী অরবিন্দের পরিচয় হয়েছিল বিলেতে। সেখানে ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠিত সভাতে আলোচনা করতে অংশ গ্রহণ করতেন অরবিন্দ এবং দেশবন্ধু। তবে ভারতে এসে অরবিন্দ (১৯০৬) বিপ্লবী পথকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলতে শুরু করে দেন। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ভগিনী নিবেদিতার অবদান বলতে গেলে খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি সেই সময়ে অরবিন্দের বিপ্লবী আস্তানায় এসে বিপ্লবী মন্ত্রের শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বোস বিপ্লবী বাঘা যতীনের

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি পরিস্কার করে বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার থেকে ইংরেজদের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করে হটানো একেবারে মুশকিল। ভারতের বাইরে থেকে ইংরেজদের আক্রমণ করতে হবে। তবে সেটা হবে শক্তিশালী ভারতীয় সেনা বাহিনী প্রস্তুত করে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুন্ঠন বিপ্লবীদের উৎসাহিত করে বটে। কিন্তু এই ধরনের ছোটখাটো বিপ্লবী সংগ্রাম ঘটনা ঘটিয়ে ইংরেজদের শক্ত ভিতটাকে নাড়িতে দেওয়া একেবারে অসম্ভব। ইংরেজ সরকার তখন ইউরোপে অন্যতম সেরা শক্তিশালী দেশ। নৌ বাহিনীতে ইংরেজ সেনারা খুবই পারদর্শি পাশাপাশি স্থল যুদ্ধের তারা করিকর্মা। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলন করে জেতা একেবারে অসম্ভব। ইংজেদের ভারত থেকে বিতারিত করতে গেলে বিদেশি শক্তির সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন। জার্মান, ফ্রান্স ব্রিটিশ সরকার বিরোধী শক্তি ছিল। তারা বারবার বাংলার বিপ্লবীদের অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতার করার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। ফ্রান্স সরকার বিপ্লবীদের গোপনে সহযোগিতা করতো। কিন্তু সেটা নিজেদের গা বাঁচিয়ে। ইংরেজ সরকার ইংরেজদের বেশি চটাতে চেষ্টা করতো না। বিপ্লবীরা চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু পারেনি। বিপ্লবী অরবিন্দই চেষ্টা করেছিলেন চন্দননগরের মেয়র বিপ্লবী কাজকর্মে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে। তাই তাঁকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। বিপ্লবীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে বোমা ছোঁড়ে। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন মেযর। তিনি পরে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে স্বদেশি ফিরে যান। বিপ্লবী অরবিন্দ পণ্ডিচেরি চলে গিয়েছেন। ইংরেজ সরকার অরবিন্দের বিপ্লবী আন্দোলনকে একেবারে দমন করে দিয়েছে। সব বিপ্লবীদের কারাগারে পুরে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ইংরেজ সরকার। এর ফলে আন্দামান সেলুলার জেল কায়েদিতে ভর্তি। বিপ্লবী বারীন ঘোষ উল্লাসকর দত্ত এর মতো বিপ্লবীরা আন্দামান জেলে বন্দি দশায় দিন কাটাতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন একেবারে থমকে গিয়েছে। মানিকতলা বোমা মামলায় জর্জরিত সব বিপ্লবীরা। তার মধ্যে থেকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছেন বাঘা যতীন। তিনি জার্মান দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখান থেকে অস্ত্র নিয়ে এসে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সেই বুড়িবালামের তীরে বালেশ্বর যুদ্ধে ইংরেজরা বিপ্লবী বাঘা যতীনের লড়াইকে একেবারে থামিয়ে দিতে পেরেছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ইংরেজের সুশিক্ষিত সেনা বাহিনীর সঙ্গে অল্প সংখ্যক বিপ্লবীদের নিয়ে যুদ্ধে জয় করাটা একেবারে অসম্ভব ছিল। ১৯১৫ সালে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। আবার ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ২২ এপ্রিল জালালাবাদে ইংরেজ সরকার বিপ্লবী সূর্য সেনের দলকে পরাস্ত করে। ১৯৩৪ সালে ১২ জানুয়ারি সূর্য্য সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়। ইংরেজরা কৌশল অবলবম্বন করে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করে দিতে পেরেছিল। তারপরে বিপ্লবীদের পত্রপত্রিকাগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ইংরেজ সরকার বিরোধী কোনও লেখা প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব ছিল। 'বন্দেমাতরম' এবং 'যুগান্তর' পত্রিকা আগেই ইংরেজ সরকার প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিল। অরবিন্দ গ্রেফতার হওয়ার পরে যদিও বিপ্লবীদের 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ হতো। তবে সেখানে পরে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা এবং ইংরেজ বিরোধী কোনও কথা লেখা থাকতো না। নেতাজি সুভাষচংদ্র বোস সব কিছু খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কেন বারবার বাংলার বিপ্লবীরা ইংরেজদের কাছে পরাস্ত হচ্ছে তাও খতিয়ে দেখতে শুরু করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে গেলে সামরিক প্রশিক্ষণ বাহিনী তৈরি করার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক (১৯৩৯) তৈরি করেন। বাংলার যুবকদের শৃঙ্খলিত করতে হবে। সামরিক জ্ঞান দিতে হবে। মানসিক শক্তি সঞ্চয় করার পথটা তৈরি করে দিতে হবে। তবেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব। তবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে জয়ী হতে গেলে সেটা দেশের ভিতর থেকে করা একেবারে অসম্ভব। ভারতের বাইরে থেকে ইংরেজদের আক্রমণ করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত সামরিক সেনা। সেটা করা সম্ভব জাপান বা জার্মানে গিয়ে। জার্মানরা ভারতের বিপ্লবীদের সেখানে আস্তানা দিতে চাইলো না। তারা পরামর্শ দিল জাপানের গিয়ে সেখানে সশস্ত্র বাহিনী নির্মাণ করতে। বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামীদের মধ্যে রাসবিহারী বোস গোপনে জাপানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে বঙিদ ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিঃদ বাহিনী তৈরি করে ফেললেন। সেই খবর এসে উপস্থিত হল নেতাজির কাছে। তাকে জাপান আসার ডাক পাঠালেন রাসবিহারী বোস স্বয়ং।

সুভাষচন্দ্র বোস যখন কলকাতা করপোরেশনে মেয়র ছিলেন সেই সময়ে কবি নজরুল এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়। কবিগুরুকে দিয়ে তিনি মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়ে দিয়েছেন। মহাজাতি সদন তৈরি করা হয়েছিল এই স্থানে সব জাতির লোক একত্রিত হয়ে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতরি কথা ব্যক্ত করবে। স্বদেশি চেতনাকে জাগ্রত করার পীঠস্থান হলো মহাজাতি সদন। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন গান দ্বারা আকৃষ্ঠ হতে থাকেন। কবিগুরুর 'ও আমার দেশের মাটি', 'একলা চলো রে', 'আগুনের পরশমণি', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'স্বার্থক জনম জন্মেছি এই দেশে' ইত্যাদি গানগুলি নেতাজিকে আকৃষ্ট করেছিল। তারপরে তিনি আবার বিদ্রোহী কবি নজরুলের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাঁর সঙ্গে তিনি বহুবার মিলিত হয়েছেন। ব্রিটিশ সেনার বাঙলা রেজিমেন্টে কাজ করতেন নজরুল। সেই কারণে তাঁর সামরিক শক্তি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। সেই সামরিক জ্ঞান নিয়ে কথা বলতেন নজরুল নেতাজির সঙ্গে। কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার (১৯২১) গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন নেতাজি। নজরুলের 'কারার ওই লৌহ কপাট', 'চল চল উর্দ্ধ গগণে বাজে মাদল' গানগুলি নেতাজির স্বয়ং নিজের কণ্ঠে গাইতেন। তিনি যখন মন্দালয়ের জেলে ছিলেন সেই সময়ে দুর্গাপুজোর উপলক্ষ্যে সেখানকার বন্দিদের নিয়ে স্বদেশি গানের আসর বসাতেন। সেখানে কবিগুরুর এবং নজরুলের স্বদেশি গান গাওয়া হতো। তারপরে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে নেতাজি কবি নজরুলের 'চল চল উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল' মার্চ পাস্ট হিসাবে এবং কবিগুরুর বেশ কয়েকটি স্বদেশি গান আজাদ হিন্দ বাহিনীর ব্যাণ্ডে বাজানো হতো। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কংগ্রেস সভাপতি থাকলেও তিনি কিন্তু কংগ্রেসী সংগ্রামের দ্বারা আকৃষ্ট হননি। তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদটা গ্রহণ করেছিলেন শুধুমাত্র নিজের পরিচিতির জন্য। তিনি যে দেশকে স্বাধীন করতে চান সেটা যাতে সবার কাছে পরিচিতি লাভ করতে পারে তার জন্য কংগ্রেস মঞ্চটা তিনি ব্যবহার করেছেন মাত্র। তিনি যখন নিজেকে দেশপ্রেমিক সকলের কাছে হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন তখনই তিনি দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দেশকে ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে মুক্ত করতে গেলে তাদের বিরুদ্ধে সুশিক্ষিত সেনা বাহিনী দিয়ে লড়াই করতে হবে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় বিকল্প পথ নেই। সেই কারণে আত্মগোপন করে তিনি জার্মান দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর সঙ্গে ভারত স্বাধীন করা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল। জার্মান দেশে চ্যান্সেলর হিটলার পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে জার্মান থেকে ভারতের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা একেবারে অসম্ভব। জাপানে রাসবিহারী বোস সেনা বাহিনী নির্মাণ করছেন। সেই আদাজ হিন্দ বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য নেতাজির খুবই প্রয়োজন। তার ফলে তিনি জাপানে এসে উপস্থিত হয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

'সরকারের নিন্দা করলেই দেশ বিরোধীতা নয়'

বিশেষ প্রতিনিধি

স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব রয়েছে দেশে। তাকে একেবারে অবহেলা করা যায় না বা অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম দেশের মেরুদণ্ডও বলা যেতে পারে। সরকারের বিরোধিতা করা মানেই দেশদ্রোহীতা নয়। নিষিদ্ধ মলয়ালম টিভি চ্যানেলকে চালু করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এই কারণ দেখিয়ে মলয়ালম টিভি চ্যানেলটি সম্প্রচারের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। প্রধানমন্ত্রী মোদি সরকারের কড়া সমালোচনা এবং কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল চ্যানেলটি। ফলে তার লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা যাবে না বলে জানানো হয়েছিল সরকার থেকে এবং পুনর্নবীকরণ করতে দেওয়াও হয়নি। সেই মামলায় কেন্দ্রের পক্ষে রায় দিয়েছিল কেরল হাইকোর্ট। কেরল হাইকোর্টের সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন চ্যানেলের কর্তৃপক্ষ। আবার পৃথকভাবে মামলা করেছিল চ্যানেলের সম্পাদক এবং কেরলের সাংবাদিকদের একটি সংগঠন। সব কটি মামলার শুনানি হয়েছে। মামলায় রায় দিতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলেছেন, সরকারের বিরোধিতা করা মানেই দেশবিরোধিতা নয়। সরকারের নীতির সমালোচনা করলে কাউকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী বলা যাবে না বা সরকার বিরোধী বলা যাবে না। শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বাধীন সংবাদপত্রের খুবই প্রয়োজন। জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করাটাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উদ্ধত এবং শিষ্টাচার বিরোধী আচরণ বলে অভিহিত করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। শীর্ষ আদালত আরও বলেছে যে জনগণের অধিকারকে অস্বীকার করে জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তোলা ঠিক নয়। চ্যানেলটিতে যা বলা হয়েছে তা তাদের সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক যেভাবে লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করতে দেয়নি তা বাক স্বাধীনতা ও বিশেষ করে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করার একটি ভীতিমূলক পন্থা। জাতীয় নিরাপত্তা দোহাই দিয়ে মলয়লম টিভি চ্যানেলটির লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করতে দেওয়া হয়নি। তার ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল চ্যানেলটি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে কেরলের হাইকোর্টে। সেই মামলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি মুখবন্ধ করা একটি খাম জমা দিয়েছিল। সেই মুখ বন্ধ করা খামের তথ্যের ওপরে ভিত্তিতে রায় দিয়েছিল উচ্চ আদালত। কেন্দ্রীয় সরকার কী তথ্য পেশ করেছিল তা প্রকাশ করা হয়নি। মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারপতিরা বলেছেন তদন্তের রিপোর্ট এইভাবে গোপন রাখার স্বাধীনতা সরকারকে দেওয়া যায় না। এর ফলে দেশের নাগরিকদের অধিকার এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে সবার অধিকার রয়েছে সরকারের সমালোচনা করার। তার জন্য সরকার কারোর মুখকে বন্ধ করে দিতে পারে না। সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কথা বলার এবং লেখার অধিকার দিয়েছে। সেখানে কারোর হস্তক্ষেপ করা মানেই হল সাংবাদিকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। কারোর কোনও লেখা বা সম্প্রচার পছন্দ না হতে পারে। তারা সেই সম্প্রচার বা লেখা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মত প্রকাশ করতে পারে। সম্প্রচার পছন্দ না হলে সমালোচনা করতে পারে যে কেউ। কিন্তু তা বলে সরকার থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করে লাইন্সেস পুনর্নবীকরণ করতে দেওয়া হবে না এটা কিন্তু একেবারে সরাসরি সাংবাদিকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। এদিকে শীর্ষ আদালত থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে সেব নথি পেশ করা হয়েছ তাতে সন্ত্রাস যোগের কোনও তথ্য দেখতে পাওয়া যায়নি। জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক কোনও দাবি এ রকম হওয়া সম্ভব নয়। জাতীয় নিরাপত্তার অভিযোগ এনে তার অধিকারকে খর্ব করা যাবে না বা বঞ্চিত করা যাবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বেশ উদ্বতভাবে উপস্থাপিত করেছে। সরকারের এই ধারনা পোষন করা উচিত নয় যে সংবাদ মাধ্যম সবসময়ে সরকারকে সমর্থন করে চলবে। গণতন্ত্রকে সঠিকভবে পরিচালনা করার জন্য স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের প্রয়োজন রয়েছে। তদন্তের সব রিপোর্ট গোপন রাখা উচিত নয়। তা নাগরিকদের অধিকার এবং স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করে। সরকারকে গোপন রাখা পুরোদস্তুর ছাড় দেওয়া একেবারে অসম্ভব। বাক স্বাধীনতা বা সাংবাদিকদের স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ করা মানেই হল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে হস্তক্ষেপ করা। যে কোন সংবাদ মাধ্যমের অধিকার রয়েছে সরকারের সমলোচনা করার। সেই অধিকারকে স্তব্ধ করে দেওয়ার কোনও অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়নি সরকারের হাতে। সরকার ইচ্ছা করলেই কারোর স্বাধীনতার ওপরে কড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ আইনজীবীর আত্মহত্যার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক তথা মৃতার দিদি শিখা চট্টোপাধ্যায়। গত শনিবার জলপাইগুড়ি শহরের পাণ্ডাপাড়া রোডে আত্মহত্যা করেন আইনজীবী তথা সমাজকর্মী সুবোধ ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী অপর্না ভট্টাচার্য। পুলিশ উদ্ধার করে একটি সুইসাইড নোটও। সেখান আত্মহত্যার জন্য জেলা যুব সভাপতি তথা পুরসভার ভাইরাস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও আরও তিনজনের নাম পাওয়া যায়। ওই সুইসাইড নোট প্রকাশ্যে আসার পরই নয়া মোড় ঘটনায়। এরপরেই আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিজেপি বিধায়ক শিখা। অভিযোগ দায়ের করার পরেও এখন কেন অভিযুক্তরা গ্রেফতার হল না, এ বিষয় জানার জন্য বৃহস্পতিবার কোতয়ালি থানায় আসেন শিখা। তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। শিখার দাবি, ভাইস চেয়ারম্যান স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবশালী। তাই ঘটনার তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন। তাঁকে ওই পদে রেখে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব নয়। যে কারণে তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরাতে এবং সিবিআই তদন্তের জন্য এবার মুখ্যমন্ত্রীর দারস্থ বিজেপি বিধায়ক।

আগুনে ভস্মীভূত

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ এপ্রিল ঃ মধ্যরাতে কোচবিহারে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল বক্সিরহাট বাজারের একাংশ। সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে প্রধান সড়ক সংলগ্ন বাজারের ১৬টি দোকান। ব্যবসায়ীদের দাবি ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকার কাছাকাছি। জানা গিয়েছে, বুধবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ বাজার সংলগ্ন রাস্তার ধারে একটি দোকান থেকে আগুনের শিখা বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে বক্সিরহাট দমকল কেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। প্রথমে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে আরও ইঞ্জিন এসে দেড়ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। তবে ততক্ষণে পুড়ে যায় মোট ১৬টি দোকান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন তুফানগঞ্জ ২-এর বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হন বক্সিরহাট থানার ওসি শুভজিৎ ঝা, তুফানগঞ্জ ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি স্বপন কুমার সাহা প্রমুখ। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান সামনে ঈদ ও নববর্ষ থাকায় বেশি করে মালপত্র তুলেছিলেন। আগুনের ভয়াবহতা বেশি থাকায় তাঁরা কেউ মালপত্র বাইরে বের করতে পারেননি। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

হনুমান জয়ন্তী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৬ এপ্রিল ঃ বাঁকুড়ায় সাড়ম্বরে পালিত হল হনুমান জয়ন্তী। শহরের দোলতলা, সতীঘাট কেশিয়াকোল সহ সমস্ত হনুমান মন্দিরে বিশেষ পূজা পাঠ, হোম অখন্ড হনুমান চলিসা পাঠের আয়োজন করা হয়। সতীঘাট শহরের প্রাচীন হনুমান মন্দিরে বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে উৎসব। বুধবার সন্ধ্যায় ষ্টেশন মোড় থেকে এক বিশাল শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। কেশিয়াকোল হনুমান মন্দিরে বহু ভক্তের সমাগমে উৎসবের পরিবেশ। এলাকার বাসিন্দারা সপরিবারে অংশ নিয়েছেন মন্দিরের পূজাপাঠে। দুপুরে আয়োজন করা হয় পঙতি ভোজনের। রাসতলা মোড়ে নবনির্মিত হনুমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিরাট পূজা পাঠের আয়োজন করা হয় আয়োজকদের তরফে। সকালে মঙ্গলঘট নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। এদিকে কোনরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এই শোভাযাত্রা ঘিরে পুলিশী বন্দোবস্ত ছিল চোখে পড়ার মত।

কুড়মি সম্প্রদায়ের অবরোধের জের

বিপর্যস্ত হচ্ছে পঠন-পাঠন

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর, ৬ এপ্রিল ঃ কুড়মিদের অবরোধে ক'দিন ধরে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পঠনপাঠন বিপর্যস্ত হচ্ছে। এর মাশুল দিতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়গ্রামের নয়া ভবনে কিছুদিন আগেই শুরু হয়েছে নয়া শিক্ষাবর্ষের পড়াশোনা। উপাচার্য ডঃ অমিয় পাণ্ডা-সহ কিছু আধিকারিক কলকাতায় থাকেন। বিক্ষোভ-অবরোধে এঁরা প্রতিষ্ঠানে আসতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদেরও একই অবস্থা। ফলে মার খাচ্ছে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় ১১টি বিভাগ ছাড়াও সার্টিফিকেট পাঠ্যক্রম। প্রতিষ্ঠান প্রায় বন্ধ। শুক্রবার গুড ফ্রাইডে, এর পর দু'দিন সপ্তাহান্তের ছুটি। সোমবারের কার্যক্রম নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। যাতায়তে কিছু অসুবিধা হচ্ছে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, রাজা নরেন্দ্রনাথ গার্লস কলেজ, লালগড় গভর্নমেন্ট কলেজের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও। সমস্যা হচ্ছে সংলগ্ন পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দাদের অনেকের। মেদিনীপুর শহরের সৌমেন্দু দে বৃহস্পতিবার সকাল সওয়া আটটায় এই প্রতিবেদককে বলেন, আমি বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যাচ্ছি। এই লাইনে ট্রেন চলছে। তবে কম। স্টেশনে অপেক্ষা করছি। টাটানগর-খড়্গাপুর শাখার ট্রেন বন্ধ। তবে, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ার মত অবস্থা হয়নি পশ্চিম মেদিনীপুরের। এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে। কুড়মি সম্প্রদায়ের আন্দোলনে জাতীয় সড়ক অবরোধের পাশাপাশি বুধবার থেকে খড়গপুর-টাটানগর শাখার খেমাশুলি স্টেশনে অনির্দিষ্টকালের রেল অবরোধের ফলে রেল যাত্রীদের দুর্ভোগ বেড়েছে। আদ্রা ডিভিশনের কুস্তাউর স্টেশনেও অবরোধ হচ্ছে। এর ফলে খড়্গাপুর ও আদ্রা ডিভিশনে ট্রেন চলাচলের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। কুড়মি জাতিকে তপশিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত করা, সারনা ধর্মের স্বীকৃতি দেওয়া ও কুড়মালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলির অন্তর্ভুক্ত করা সহ রাজ্য সরকারের সিআরআই রিপোর্ট ও জাস্টিফিকেশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর দাবিতে গত ১ এপ্রিল থেকে জঙ্গলমহলে 'যাথর ঘেরা' নামে অবরোধ শুরু হয়েছে। বুধবার থেকে তাদের অনির্দিষ্টকালের রেল অবরোধে জঙ্গলমহলের রেল যোগাযোগ প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। খড়গপুর-টাটানগর শাখার খেমাগুলি ও আনা-চাণ্ডিল শাখার কুস্তাউর স্টেশনে অবরোধের কারণে রেলের এই ২ শাখায় ৪৭টি ট্রেন বাতিল করেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। ৮টি ট্রেন ঘুর পথে চালানো হয়েছে, ও যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পক্তাপুর ডিভিশন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার প্রায় ৮৪টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ৪টি ট্রেনকে ঘুরপথে ও ৭টি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত যাত্রাপথের ট্রেনগুলিকে মূলত আদ্রা স্টেশন থেকে চালানো হবে। বাতিল ট্রেনগুলির মধ্যে খড়্গাপুর-হাটিয়া (আপ ও ডাউন) এক্সপ্রেস, হাওড়া-আদ্রা-সিকেপি এক্সপ্রেস, খড়্গাপুর-টাটানগর মেমু স্পেশাল, হাওড়া-ঘাটশিলা মেমু হাওড়া-টিটিলাগড় ইস্পাত এক্সপ্রেস, টাটানগর হাওড়া স্টিল এক্সপ্রেস, হাওড়া ভুবনেশ্বর জনশতাব্দী এক্সপ্রেস রয়েছে। হাওড়া-সিএসটিএম দুরন্ত এক্সপ্রেস, গীতাগুলি এক্সপ্রেসকে ঘুরপথে চালানো হচ্ছে। রেলের আঞ্চলিক সিনিয়র ডিসিএম রাজেশ কুমার বলেন, অবরোধের কারণে ট্রেন চলাচলে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। তাই রেল কর্তৃপক্ষ সব ধরনের আগাম ব্যবস্থা নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম সাময়িক বন্ধ রাখার কথা জানালেন কর্তৃপক্ষ। জানানো হয়, সাময়িকভাবে ক্লাস স্থগিত রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিয়মিত ক্লাস শুরু হবে।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৬ এপ্রিল ঃ দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে দেখা নেই সরকারি আধিকারিকদের। ওদিকে ফর্ম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক বন্দুকধারী দুস্কৃতী। এই অভিযোগে ক্যাম্পে ভাঙচুর চালালেন তৃণমূলেরই অঞ্চল সভাপতি। বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ব্লকের আগডিমটি খুন্তি অঞ্চলের দিঘলবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দিঘলবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সরকারি সুবিধা পেতে আগে থেকেই সেখানে জমা হতে শুরু করে সাধারণ মানুষ। তার মধ্যে ছিলেন বহু রোজাদার। বেলা সাড়ে এগারোটার নাগাদ সরকারি কর্মীরা দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে হাজির হন। ক্যাম্প চালু হলেও সরকারি প্রকল্পের আবেদনপত্র অপ্রতুল থাকায় দূরদূরান্ত থেকে আসা গ্রামবাসিরা ফর্ম না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দিঘলবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই বাড়ি তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আকবর আলির। সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতেই সকাল সকাল তিনি ক্যাম্পে হাজির হয়েছিল। দেরিতে ক্যাম্প চালুর পরেও সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্পের ফর্ম না পাওয়ায় ক্যাম্পের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর শুরু করেন তিনি। এর জেরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইসলামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আগডিমটি খুন্তি অঞ্চলের সরকারি আধিকারিক সাগরাম সোরেন জানিয়েছেন, ক্যাম্পে পর্যাপ্ত ফর্ম আছে। তবে কোন টেবিলে কী সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে তা লিখে দেওয়া হয়নি। যার জেরে অনেকে সমস্যায় পড়ছেন। আমরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। এই নিয়ে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বলেন, একে তো মানুষ রোজা রেখে সরকারি সুবিধা পেতে রোদের মধ্যে অপেক্ষা করছেন। যাও বা ক্যাম্প চালু হল দেখি সরকারি ফর্ম বিলি করছে এক বন্দুকধারী দুস্কৃতী। তখনও বেশ কয়েকটি টেবিলে সরকারি কর্মচারীরা এসে পৌঁছননি। আমি সেই টেবিল গুলি ফেলে দিয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, নিজের দলের সরকারের কর্মীদের অর্কমণ্যতার প্রতিবাদ করতে স্কুলের টেবিল ভাঙচুর করে কার ক্ষতি করলেন আকবর আলি? যদিও বিষয়টি নিয়ে বিরোধীরা প্রকাশ্যে সমালোচনা করলেও দলের তরফে সরকারি ভাবে কোন মন্তব্য করা হয়।

রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ৬ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি কোন প্রকল্প থেকে বাদ না যায় তার জন্য তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছেন রাজ্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। বৃহস্পতিবার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়ে স্বয়ং হাজির হলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে গিয়ে মন্ত্রী সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তারা যাতে কোন প্রকল্প থেকে বাদ না যান সে বিষয়ে আধিকারিকদের সঙ্গেও পরামর্শ করেন মন্ত্রী। এই পর্যায়ে দুয়ারে সরকারে আরও চারটি প্রকল্প নিয়ে এসেছে রাজ্য সরকার। সেই সমস্ত প্রকল্প থেকে যাতে কোনোভাবেই মানুষ বাদ না পড়ে এমনই নির্দেশ রাজ্য সরকারের। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকে কাছে পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আবদার করে বসে সেলফি তোলার জন্য, মন্ত্রী হাসিমুখে রাজি হয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে সেলফিও তোলেন।

রাস্তায় এসএফআই

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ স্কুল ছুটদের স্কুলে ফেরাও, কোন অজুহাতেই সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করা চলবে না, এই দাবি তুলে পথে নামলো এসএফআই। সরকারি প্রায় ৮২০৭ টি স্কুল বন্ধের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানানো হয় দার্জিলিং জেলা ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। অবিলম্বে সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করার পরিকল্পনা বানচাল করা হোক এই দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশন দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। তারা বলেন কোভিড পরিস্থিতির পর থেকে বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমরত শিক্ষার্থীর মান কমেছে পয়সার জন্য অনেক গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা সুযোগ পাচ্ছে না তারি প্রতিবছরও আমাদের এই বিক্ষোভ বলে জানান এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে। ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। যদিও রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে সরকারি কোন স্কুল বন্ধ করার বিষয়ে সরকারের তরফে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

আদালতে প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা যখন ডিএ নিয়ে আন্দোলন করছে ঠিক সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের চোর ডাকাত এবং ডাকাতের সরদারের দল বলে চলেছেন। সেই কারণে কোচবিহার আদালত কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আদালতের সামনে ধরনা মঞ্চে বসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন মন্তব্যকে ধিক্কার জানিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হয়েছে আদালত কর্মচারী সংগঠন। সেই সাথে তাদের ডিএ পাওনা নিয়ে আদালত কর্মচারী সংগঠনের সদস্য দেব কুমার সিংহ বলেন, সংবিধানে ধারাকে মান্যতা দিয়ে সরকারি অনুশাসন মেনে আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। যতদিন আমাদের পাওনা না পাচ্ছি ততদিন আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

সন্তানকে নিয়ে ঘর ছাড়লেন গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৬ এপ্রিল ঃ দু'জনের আগে একবার করে বিয়ে হয়েছিল। তবে টেকেনি। অগত্যা, পারিবারিকভাবে দেখাশোনা করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। মোটের ওপর দাম্পত্য জীবনও বেশ ভালই চলছিল। আচমকা বাপের বাড়ি যাওয়ার অছিলায় সন্তানকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেলেন বধূ। নদীয়ার শান্তিপুরের সুত্রাগড় অঞ্চলের চুনুড়ি পড়ালেনের ঘটনা। স্ত্রীকে ফিরে পেতে ইতিমধ্যে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন বধূর আইনত স্বামী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২৩ বছর বয়সী জয়িতা দেবনাথের সঙ্গে বিবাহ হয় পূর্বস্থলী থানা এলাকার পারুলিয়া এলাকার লক্ষ্মণ দেবনাথের। দুজনেরই আগে বিবাহ হয়েছিল। পরবর্তীতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার কারণে জয়িতা দেবনাথের পরিবার এবং লক্ষ্মণ দেবনাথের পরিবার দেখাশোনা করে বিয়ে দেন দু'জনের।

জয়িতা দেবনাথের আগের পক্ষের একটি পাঁচ বছর বয়সী পুত্র সন্তান রয়েছে। স্বামী লক্ষ্মণ দেবনাথের দাবি, জয়িতার আগের পক্ষের পুত্র সন্তানকে নিয়ে বর্তমানে তিনি সংসার করছিলেন। তিনি কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। গত কয়েকদিন আগে তিনি কাজ থেকে বাসায় ফিরেছেন। গত মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ হঠাৎই বাপের বাড়ি যাব বলে পুত্র সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন জয়িতা। স্ত্রী পৌঁছেছে কি না, শ্বশুরবাড়িতে ফোন করে জানতে চান লক্ষ্মণ। এরপরই জানতে পারেন, জয়িতা সেখানে যাননি। তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণ ছুটে যান শান্তিপুরের শ্বশুরবাড়িতে। গত মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত গৃহবধূ জয়িতাকে হন্যে হয়ে খোঁজে স্বামী ও জয়িতার বাবা। অবশেষে গৃহবধূর কোনরকম সন্ধান না পাওয়ায় দ্বারস্থ হয় শান্তিপুর থানার। দায়ের করেন নিখোঁজের ডায়েরি। স্বামী লক্ষ্মণ দেবনাথ বলেন, বেশিরভাগ সময় ফোনে ব্যস্ত থাকতো। অন্য কোথাও কোনো সম্পর্কের সাথে জড়িত কিনা তা কখনো জানার চেষ্টা করিনি! তবে বাপের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে এভাবে স্ত্রীর পালিয়ে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না সদ্য বউ হারানো লক্ষ্মণ। পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে তাঁর কাতর আর্জি, যে কোনও উপায়ে আমার স্ত্রীকে খুঁজে দিন! না হলে কাকে নিয়ে বাঁচবো! বধূর খোঁজে তল্লাশি শুরু পুলিশের।

ভোটের মুখে রাস্তার কাজের সূচনা ঘিরে বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ ভোটের আগেই কোথাও রাস্তার কাজের সূচনা হচ্ছে আবার কোথাও দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বেহাল রাস্তা। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের উত্তর ধুপঝোড়া বাজার থেকে দক্ষিণ ধুপঝোরা হয়ে বাতাবারি ফার্ম পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার রাস্তার কাজের শুরু হল। এদিন ফিতে কেটে রাস্তার কাজের সূচনা করা হয়। এতদিন ধরে রাস্তার বেহাল দশার ফলে বিরোধীরাও পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই রাস্তাকেই হাতিয়ার করে প্রচার শুরু করেছিল। অবশেষে রাস্তার কাজের শুরু হওয়ায় ওই এলাকায় অনেকটাই এগিয়ে থাকলো তৃণমূল বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। জানা গিয়েছে, প্রায় ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯১৭ টাকা ব্যয়ে ওই রাস্তার কাজ করা হবে। এতদিন রাস্তার বেহাল দশার ফলে দক্ষিণ ধুপঝোরা এলাকার জনগণের যাতায়াতের ক্ষেত্রে চরম সমস্যায় পড়তে হতো। অবশেষে পঞ্চায়েত ভোটের আগেই এই সমস্যার সমাধান হওয়ায় খুশি জনগণ। এ দিনের রাস্তার কাজে সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভাপতি জোসেফ মুন্ডা। তিনি বলেন, 'বিরোধীরা শুধু সমালোচনা করতে পারে। উন্নয়ন শুধুমাত্র তৃণমূল সরকারই করছে। এটা তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। এদিনের এই রাস্তার কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেটেলির বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিক্রম রুন্ডা, প্রধান শেলী বেগম। অন্যদিকে 'নো রোড, নো ভোট' স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখালো মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের ৪ নম্বর লাইন ও প্রজা লাইনের শ্রমিক ও জনগণ। মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের ৪ নম্বর লাইনে জমায়েত করে ওই বিক্ষোভ দেখানো হয়। জানা গিয়েছে, কিলকোট চা বাগানের শিবমন্দির থেকে ৪ নম্বর লাইন হয়ে প্রজা লাইন পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি এলাকার নিকাশি নালারও বেহাল দশা। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের তরফে রিজার্ভার করা হলেও জনগণ ঠিকথাক পানীয় জল পরিষেবাও পাচ্ছে না। দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর আগে ওই রাস্তায় বালি পাথর পড়লেও তার পর থেকে আর রাস্তা সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে ওই রাস্তাটি কাঁচা অবস্থায় পড়ে আছে। বড়ো বড়ো বোল্ডার পড়ে আছে রাস্তায়। এলাকার একমাত্র ওই রাস্তাটি দিয়ে রোজ কয়েক হাজার জনগণ সহ স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া যাতায়াত করে। রাস্তার বেহাল দশার ফলে সকলেরই যাতায়াতের সমস্যা হয়। বর্ষায় কাদার জন্য রাস্তা দিয়ে চলা সমস্যা হয়ে পড়ে। ভোটের আগে ওই এলাকায় গিয়ে নেতারা রাস্তা পাকা করার আশ্বাস দিলেও ভোট পার হলেই আর কারোর দেখা পাওয়া যায়না। এলাকায় আসেনা প্রশাসনিক কর্তারাও বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের। পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাস্তাটি পাকা করা সহ যাবতীয় সমস্যার সমাধান না করা হলে এলাকার জনগণ এবার ভোট বয়কট করবে বলে হুমকি দেন। মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা যায়, বেহাল রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে পরিকল্পনা নেওয়া আছে।

আরডিএসএস প্রকল্পে কাজ চেয়ে আন্দোলনে বিদ্যুৎ ঠিকাদাররা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ এপ্রিলঃ বিদ্যুৎ পরিষেবার মান উন্নয়নে আরডিএসএস প্রোজেক্টের কাজ বিদ্যুৎ দফতরের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের দিয়ে করানোর দাবিতে কোচবিহারে আন্দোলনে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিক্যাল কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন। আজ ওই ঠিকাদার সংগঠনের সদস্যরা জমায়েত হয়ে বিদ্যুৎ দফতরের কোচবিহার ডিভিশনাল ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দিয়ে আরডিএসএস প্রকল্পের কাজ তাঁদের হাতে দেওয়ার দাবি জানায়। ওই সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়েছে, তাঁরা ঝড় জল বৃষ্টির মধ্যে সারা বছর ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা দিয়ে থাকেন। কিন্তু আরডিএসএস প্রোজেক্টের কাজ বড় কোন কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। এটা কোন ভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। এই প্রকল্পের কাজ বিদ্যুৎ দফতরের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদেরকেই দিতে হবে। জানা গিয়েছে, বিদ্যুৎ পরিষেবার মান উন্নয়নে রাজ্য ও কেন্দ্র যৌথভাবে ওই প্রকল্পের কাজ করছে। এতে কেন্দ্র ৬৫ শতাংশ এবং রাজ্য ৩৫ শতাংশ আর্থিক বরাদ্দ দিয়ে ওই প্রকল্পের কাজ করবে। ওই প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিদ্যুতের লাইনে কেবিল তার ব্যবহার করা হবে। প্রত্যেক পাওয়ার স্টেশনকে আধুনিক করা সহ বেশ কিছু কাজ করা হবে। শুধুমাত্র কোচবিহার জেলাই ১৯০ কোটি টাকার কাজ হবে বলে সূত্রের খবর। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিক্যাল কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, তাঁদের সাথে সারা বছর জেলায় মোট পাঁচ হাজারেরও বেশী শ্রমিক কাজ করেন। ওই শ্রমিক তাঁদের পরিবারগুলো উপকৃত হবে। অন্যদিকে ওই কাজ কোন বহুজাতিক সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হলে এই শ্রমিকরা যেমন কাজ হারাবে, তেমনি বিদ্যুৎ পরিষেবাও দীর্ঘ সময় ধরে বিঘ্নিত হবে।

খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ এপ্রিল ঃ কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগানে বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় বৃহস্পতিবার সকালে খাঁচাবন্দি হলো একটি চিতাবাঘ। সম্প্রতি মেচপাড়া চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় জখম হন এক শ্রমিক। এরপর থেকে আতঙ্কে ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। বনদপ্তরের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের পক্ষ থেকে মেচপাড়া চা বাগানে খাঁচা বসানো হয়। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে খাঁচাবন্দি হয় চিতাবাঘটি। এদিন সকালে বাগানের শ্রমিকরা খাঁচার মধ্যে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান। বনদপ্তরে খবর দেওয়া বনকর্মীরা পৌছে খাঁচাবন্দি চিতাটিকে উদ্ধার করে রাজাভাতখাওয়া নিয়ে যায়।

বিজেপিতে যোগ

দুরন্ত বার্তা, বীরপাড়া, ৬ এপ্রিল ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন পঞ্চায়েত সদস্যা। বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তীর দিন বীরপাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরবিটি এলাকার তৃণমূল সদস্যা গঙ্গা তামাং যোগ দিলেন বিজেপিতে। তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মাদারিহাটের বিধায়ক মনোজ টিগ্গা। উপস্থিত ছিলেন দলের ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রাহুল লোহার, সাধারণ সম্পাদক সুরেশ শা প্রমুখ। গঙ্গার অভিযোগ, দলে গুরুত্ব পাচ্ছিলেন না তিনি। সরকারি কাজে তাঁকে এড়িয়ে তৃণমূলের নেতারা নাক গলাচ্ছিলেন। সম্মানের অভাব বোধ করায় তিনি দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এদিকে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালটা বক্তব্য, একাধিকবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ওই পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে। তাঁকে সাবধানও করা হয়েছিল। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর টিকিট পাওয়া কোনওমতেই সম্ভব ছিল না। তাই তিনি দল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গঙ্গা। উল্লেখ্য, এর আগে রাম নবমীর আগের রাতে বীরপাড়ারই তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা উমা দেবী শা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।

Office of the Kapasharia Gram Panchayat
Notice Inviting Tender

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following NITs: **(1) NIT No. 2441/E-NIT/KGP/2023-24, (ii) 2442/E-NIT/KGP/2023-24, (ii) 2443/E-NIT/KGP/2023-24, (iv) 2444/E-NIT/KGP/2023-24, (iv) 2445/E-NIT/KGP/2023-24, (v) 2446/E-NIT/KGP/2023-24 & (vi) 2370/E-NIT/KGP/2022-23.** Last date of uploading of asking documents as per NIT(online) on or before **13/04/2023 up to 6 PM.** Date of Opening of Tender (online)for Technical on **17/04/2023 at 11 A.M.** & Financial **at 3 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

Office of The Pradhan Manguria-Lalpur Gram Panchayat
Notice Inviting e-Tender

From Manguria-Lalpur Gram Panchayat Office published the following NIT on **06/04/2023 NIT No-01/MLGP/2023-24.** More details visit- **https://etender.wb.nic.in**

Sd/- Pradhan
M-Lalpur G.P.

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
& Office of the Block Dev. Officer
Sankrail Dev. Block, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No	Tender ID	Tender Sl. No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1	EO/SNK/eNIT-74/ 2022-23 (2nd Call)	2023_ZPHD_504839	01	13/04/2023	17/04/2023
2	EO/SNK/eNIT-75/ 2022-23 (2nd Call)	2023_ZPHD_504877	01	13/04/2023	17/04/2023
3	EO/SNK/eNIT-80/ 2022-23 (2nd Call)	2023_ZPHD_504919	01	13/04/2023	17/04/2023
4	EO/SNK/eNIT-01/ 2023-24	2023_ZPHD_504790	01 to 14	13/04/2023	17/04/2023

Intending bidders are requested to visit the website http://wbtenders.gov.in for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
& Office of the Block Dev. Officer
Sankrail Dev. Block, Howrah

Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 01-PS/Ch1/2023-24 dt: 06/04/2023.** Last Date of Bid Submission: **14/04/2023, 18.00 Hrs.** Date of Opening: **17/04/2023, 11.00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH,
P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/002/eNIT/23-24, Dated: 06/04/2023

Document download/sale date from **08.04.2023 10:00 am to 15.04.2023 10:00 am.** Bid submission date from **08.04.2023 10:00 am to 15.04.2023 10:00 am.** Last Date of submitting Tender Cost: **15.04.2023 at 10:00 am.** Bid Opening date: **17.04.2023 at 10:00 am.** For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ এডিএসএস-১৫এসটিএন-০১ আর-২৩, তারিখ ০৫.০৪.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেন্ড/সিপিএসইউ/এসইবি/এমইএস বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইন নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীন বর্ধমান, রামপুরহাট, বোলপুর, পাকুড়, নবদ্বীপধাম, খাগরাঘাট রোড, শেওড়াফুলি, বালী, আজিমগঞ্জ, ডানকুনি, সাঁইথিয়া, কাটোয়া, তারকেশ্বর, চন্দননগর, অম্বিকা কালনা রেল স্টেশনের ডেভেলপমেন্ট এবং আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কাজে মডিফিকেশন এবং ৫০ হার্জ সিঙ্গল ফেজ ২৫কেভি এসি ওএইচই-এর নকশা তৈরি, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪,৪৩,৬১,০১৭.৩০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৭১,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ০৯ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৪.২০২৩-এ দুপুর ৩টা। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না যেহেতু অফিসার ইপিএস ওয়েবসাইটে আসেনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টেন্ডার পেমেন্ট-ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য জমা, কেবলমাত্র পেমেন্ট গেটওয়ের নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** অফিসার ইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না।

(HWH-06/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

D.W.O., B.C.W. & T.D., Purba Medinipur invites e-tender vide **NIT No. WB/BCWTD/NIT-05(e)/2022-23 & Tender Id: 2023_DMPM_505138_1.** Online Bid submission end date on **10/04/2023** up to **6:00 P.M.** Details may be seen on **website- http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
D.W.O., B.C.W. & T.D.
Purba Medinipur

NOTICE FOR INVITING E-TENDER No:-JAMALPUR II/e-Tender/22-23/01, Dt.- 05.04.2023

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for : Construction of Pucca Drain at different places. NAME OF FUND: 15th CFC. Work completion period: 10 Days. Document download/sale start date: **06.04.2023 from 11.00 A.M. up to 18.04.2023 up to 04.00 P.M.** Bid submission start date: **06.04.2023 from 11.00 A.M. up to 18.04.2023 up to 04.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical): **20.04.2023 at 04.00 P.M.** Visit the website **https://wbtender.gov.in** or G.P. Office.

Sd/- Prodhan
Jamalpur II Gram Panchayat

NOTICE FOR INVITING E-TENDER No:-JAMALPUR II/e Tender/22-23/02, Dt.- 05.04.2023

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for: Construction of Pcc Road at 4(Four)Nos. different places. NAME OF FUND: 15th CFC. Work completion period: 7 Days. Document download/sale start date: **06.04.2023 from 11.00 A.M. up to 18.04.2023 up to 04.00 P.M.** Bid submission start date: **06.04.2023 from 11.00 A.M. up to 18.04.2023 up to 04.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical): **20.04.2023 at 04.00 P.M.** Visit the website **https://wbtender.gov.in** or G.P. Office.

Sd/- Prodhan
Jamalpur II Gram Panchayat

NOTICE FOR INVITING E-TENDER No:-JAMALPUR II/e-Tender/22-23/03, Dt.-05.04.2023

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for: Sinking of New (80 mm X 40 mm dia) cylinder tubewell at 6(Six) Nos. different places. NAME OF FUND: 15 th CFC. Work completion period: 7 Days. Document download/sale start date: **06.04.2023 from 11.00 A.M. up to 18.04.2023 up to 04.00 P.M.** Bid submission start date: **06.04.2023 from 11.00 A.M. up to 18.04.2023 up to 04.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical): **20.04.2023 at 04.00 P.M.** Visit the website **https://wbtender.gov.in** or G.P. Office.

Sd/- Prodhan
Jamalpur II Gram Panchayat

OFFICE OF THE
Harit GRAM PANCHAYAT
VILL-Panjipukur & P.O-Sinhet, P.S-DADPUR, DIST-HOOGHLY, (W.B) PIN-712305 (03213)248-090,
mail id:- prodhanharitgp@gmail.com

Date:-6/4/2023

E-tender is invited by Prodhan Harit Gram Panchayat, Panjipukur, Sinhet, Hooghly for the below mentioned work. Intending Bonafide resourceful contractor having 50% credential for for NIT in similar nature of single work within last 3 years from the date of NIT as per Govt. rule against the NIT. All other information may be seen in the WB E-Tendering portal. 1. Fund –C.F.C.G. 15TH F.C., **NIT No.-18/HGP/2023-24 ,Dt.-6/4/2023 (2ND CALL).** Publish Date- **6/4/2023**, Document Download Date- **6/4/2023 to 14/4/2023 Upto 3 P.M.** Date of submission of tender paper:- **6/4//2023 to 14/4/2023 upto 3P.M.** Bid opening Date-**17/4/2023 at 11 AM.** TENDER ID :- **2023_ZPHD_504257_1.**

Sd/- Prodhan
Harit Gram Panchayat

OFFICE OF THE
Harit GRAM PANCHAYAT
VILL-Panjipukur & P.O-Sinhet, P.S-DADPUR, DIST-HOOGHLY, (W.B) PIN-712305 (03213)248-090,
mail id:- prodhanharitgp@gmail.com

Date:-6/4/2023

E-tender is invited by Prodhan Harit Gram Panchayat, Panjipukur, Sinhet, Hooghly for the below mentioned work . Intending Bonafide resourceful contractor having 50% credential for for NIT in similar nature of single work within last 3 years from the date of NIT as per Govt. rule against the NIT . All other information may be seen in the WB E-Tendering portal. 1. Fund – C.F.C.G. 15 TH F.C. , **NIT No.-1/HGP/2023-24, Dt.-6/4/2023.** Publish Date- **6/4/2023**, Document Download Date - **6/4/2023 to 14/4/2023 Upto 3 P.M.** Date of submission of tender paper :- **6/4//2023 to 14/4/2023 upto 3P.M.** Bid opening Date-**17/4/2023 at 11 AM. TENDER ID :- 2023_ZPHD_504260_1.**

Sd/- Prodhan
Harit Gram Panchayat

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

নং. ঃ জেএইচএস-ডে.সিইই-ডব্লুএস-টি-০১-২০২৩-২৪ **তারিখ ঃ** ০৫.০৪.২০২৩

টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডে. সিইই / ওয়ার্কশপ, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন ওপেন টেন্ডার অনলাইন মাধ্যমে (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য ঃ-

টেন্ডার নং.	জেএইচএস-ডে.সিইই-ডব্লুএস-টি-০১-২০২৩-২৪
বিস্তারিত বিবরণ	ঝাঁসি ওয়ার্কশপ ঃ- ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ঃ- **পার্ট-এ ঃ** ''রাস্তা নির্মান পকেট ইয়ার্ড এবং নাগরা ইয়ার্ড সাইডিং কার্টিং ইয়ার্ড ঝাঁসি ওয়াগন মেরামতি ওয়ার্কশপের মধ্যে।'' **পার্ট-বি ঃ** ''মেরামতি অ্যালুমিনিয়াম দরজা, জানালা, ফলস সিলিং এসটিসি তে এবং অ্যালুমিনিয়াম পার্টিশনে, ফলস সিলিং এসএসই প্রোগ্রেস ফিল্ড অফিসে ঝাঁসি ওয়ার্কশপে।''
টেন্ডারের মূল্য	₹ ৪০,৯৯,৬৬২ /- মাত্র
বায়না মূল্য	₹ ৮২,০০০ /- মাত্র
সম্পাদনের মেয়াদ	০৬ মাস
টেন্ডার বন্ধের তারিখ	০১.০৫.২০২৩ (১৫.০০ ঘটিকা)

টেন্ডার জমা করা যাবে অনলাইনে **০১.০৫.২০২৩ (১৫.০০ ঘটিকা)** পর্যন্ত। বিস্তারিত তথ্যাবলী ও টেন্ডার জমা করতে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট-**https://www.ireps.gov.in**।

501/23(A)

টলি-বলির টুকরো খবর

জন্মদিনে সুচিত্রা সেনের জীবনের কিছু অজানা কথা...

তিনি বরাবরের রহস্য, চিরকালের আকর্ষণ। নিছক নায়িকা হয়েই থেকে যাননি। তাঁর কাজ ও কাজের সঙ্গে বিজড়িত তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বের নানা পরত, নানা ইতিহাস আজও মুগ্ধ করে মানুষকে। তিনি মহানায়িকা সুচিত্রা সেন। ৬ এপ্রিল তাঁর জন্মদিন। ১৯৩১ সালের এই দিনে অধুনা বাংলাদেশের পাবনায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এই শিল্পী। **প্রথম ছবি 'শেষ কোথায়'** - মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৯৫২ সালে চলচ্চিত্রজগতে পা রাখেন তিনি। তাঁর প্রথম ছবির নাম ছিল 'শেষ কোথায়'। যদিও ছবিটি মুক্তি পায়নি। **প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'সাত নম্বর কয়েদি'**- তাঁর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'সাত নম্বর কয়েদি'। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল এর পরের বছর ১৯৫৩ সালে। দেখতে গেলে এটিই তাঁর প্রথম ছবি। **'সাত পাকে বাঁধা'**- ১৯৬৩ সালে 'সাত পাকে বাঁধা' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সুচিত্রা 'শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী'র শিরোপা জেতেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি কোনও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। 'দেবদাস' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার ১৯৫৫ সালের 'দেবদাস' ছবির জন্য সুচিত্রা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছিলেন, যা ছিল তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি। শোনা যায়, দিলীপকুমার সুচিত্রার সঙ্গে 'দেবদাস' ছবিতে কাজ করতে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন। দিলীপকুমার নাকি সুচিত্রার বাংলা অ্যাকসেন্টে হিন্দি উচ্চারণও খুব পছন্দ করতেন! সুচিত্রার ব্যক্তিত্ব যে অসাধারণ ছিল তা একটি ঘটনাতেই বোঝা যায়। তিনি রাজ কাপুরের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রাজ কাপুর সুচিত্রাকে লিড রোল অফার করে তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন ফুলের স্তবক। সুচিত্রা ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতেই রাজ কাপুর মাটিতে সুচিত্রার পায়ের কাছে বসে তাঁকে পুস্পস্তবক দেন এবং তাঁর ছবিতে কাজের প্রস্তাব দেন। বিষয়টি আগাগোড়া ভালো লাগেনি সুচিত্রার। তিনি চাননি, কোনও পুরুষের ব্যক্তিত্ব এত ঠুনকো হোক। তিনি নাকি পত্রপাঠ বিদায় করে দিয়েছিলেন রাজ কাপুরকে। উত্তম কুমারের সঙ্গে সুচিত্রার জুড়ি বাংলা তথা ভারতীয় ছবিতে কিংবদন্তিতে পরিণত হলেও ঘটনাচক্রে সুচিত্রার জীবনের শেষ ছবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। 'প্রণয় পাশা'। মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৮ সালে। এর তিন বছর আগেই তিনি উত্তমের সঙ্গে তাঁর শেষ ছবিটি করে ফেলেছিলেন -- 'প্রিয় বান্ধবী'। ১৯৮০ সালে উত্তমের মৃত্যু। এর মধ্যে আর এঁদের একসঙ্গে কাজ করা হয়ে ওঠেনি!

নতুন 'কাবুলিওয়ালা' মিঠুন চক্রবর্তী এবার তালিবানদের খপ্পরে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম জনপ্রিয় ছোটগল্প 'কাবুলিওয়ালা'। এমনকী এই ছোটগল্প সিনেমার পরিচালকদেরও অন্যতম পছন্দ। তাই তো বারংবার এই ছোটগল্প নিয়ে সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা করেন পরিচালকেরা। বাংলাতে কিংবদন্তি ছবি বিশ্বাস এবং হিন্দিতে আইকনিক বলরাজ সাহানিকে বহু বছর আগে দেখা গিয়েছিল কাবুলিওয়ালার চরিত্রে। এরপর এই ক্লাসিক চরিত্রে দেখা গিয়েছিল ড্যানি ডেনজংপাকেও। আর এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম কালজয়ী ছোটগল্প কাবুলিওয়ালার রহমত খানের চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী।

তপন সিনহার বাংলার অন্যতম ক্লাসিকে ছবি বিশ্বাসকে দেখা গিয়েছিল কাবুলিওয়ালার চরিত্রে। অন্যদিকে হিন্দিতে ১৯৬১ সালে বলরাজ সাহনি এবং হেমেন গুপ্তার ছবিতে দেখা যায় ড্যানি ডেনজংপাকে। এবার সেই ছবি তৈরি করছেন পরিচালক সুমন ঘোষ। সূত্রের খবর, পরিচালক সুমন ঘোষের আগামী ছবিতে কাবুলিওয়ালার চরিত্রে দেখা যাবে মিঠুন চক্রবর্তীকে। ২০১২ সালে 'নোবেল চোর' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেন এই পরিচালক- অভিনেতা জুটি। সম্প্রতি দেব অভিনীত ও প্রযোজিত 'প্রজাপতি'তে শেষবার দেখা যায় বর্ষীয়ান এই অভিনেতাকে। অনেক দিন পর এই ছবির হাত ধরেই বাংলা ছবিতে ফিরেছেন মিঠুন চক্রবর্তী। প্রথম দিন থেকেই বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছে এই ছবি। সম্প্রতি ১০০ দিন কমপ্লিট করল এই ছবি। কাবুলিওয়ালা মিঠুন হলে, কাকে দেখা যাবে মিনির চরিত্রে? ছবির বাকি কাস্ট নিয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। সূত্রের খবর, শুধু কলকাতায় নয়, লাদাখ ও আফগানিস্তানেও ছবিটির শ্যুটিং হবে। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে যাতে কোনও সমস্যা তৈরি না হয়, তাই নির্মাতারা ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প শুধু বড়দেরই নয়, ছোটদেরও খুব পছন্দের। এমনকী স্কুলের পাঠ্যবইয়েও রয়েছে এই ছোটগল্প। এক বন্ধুবসল আফগান রহমত খান তৎকালীন কলকাতার রাস্তায় আফগানিস্তান থেকে শুকনো ফল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে, আর সেই সূত্রেই পাঁচ বছরের একটি মেয়ে মিনির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। বাবা-মেয়ের বয়সী সেই অসম বন্ধুত্ব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা'। প্রায় ১৩১ বছর আগে ১৮৯২ সালে লেখা হয়েছিল এই গল্প। দশকের পর দশক ধরে কাবুলিওয়ালা গল্পটি অনেক পরিচালক ও গল্পকারকেই অনুপ্রাণিত করেছে। এবার সেই গল্প নিয়েই ছবি বানাবেন সুমন ঘোষ।

মেয়ে দেবীকে ক্যামেরার সামনে আনলেন বিপাশা

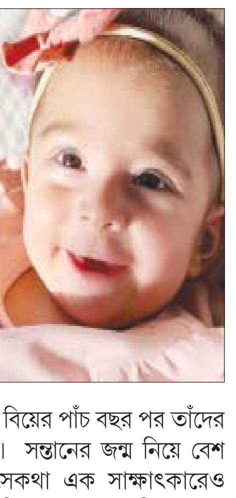

মা হওয়ার পর মাঝে মধ্যেই মেয়ে দেবীকে নিয়ে ছবি দিয়েছেন বিপাশা। তবে কখনই প্রকাশ্যে আনেননি মেয়ের মুখ। সেলেবরা ইদানিং এমনটাই করে থাকেন। অনুরাগীদের হাজার আবদারের পরেও প্রকাশ্যে আনেন না তাঁদের সন্তানদের মুখ। ঠিক যেমন অনুস্কা-বিরাটের ভামিকা, রণবীর-আলিয়ার রাহা। তবে বিপাশা আর গোপন রাখলেন না। বরং সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করলেন ছোট্ট মেয়ে দেবীর ছবি। মেয়ে দেবীর ছবি পোস্ট করে বিপাশা লিখলেন, 'হ্যালো ওয়ার্ল্ড আই অ্যাম দেবী।' ছোট্ট দেবীকে দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় আদরে ভরিয়ে দিলেন অভিষেক বচ্চন ও মালাইকা অরোরা। মডেল হিসেবে মুম্বইয়ে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন বিপাশা। শোনা যায়, সেই সময় ডিনো মোরিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। পরে সিনেমার জগতে প্রবেশ করেন অভিনেত্রী। সেই সময় জন আব্রাহামের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান। জনের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেশ কিছুদিন পর করণের প্রেমে পড়েন বিপাশা। ২০১৫ সালে 'অ্যালোন' সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করার সময়ই নাকি দু'জনের সম্পর্কের সূত্রপাত। ২০১৬ সালে বিয়ে করেন করণ-বিপাশা। বিয়ের পাঁচ বছর পর তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়েছে। সন্তানের জন্ম নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন বিপাশা। সেকথা এক সাক্ষাৎকারেও তিনি বলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, প্রেগন্যান্সির প্রথম ক'টা মাস খুব শক্ত ছিল। সামান্য খাবারও খেতে পারতেন না। ওজনও কমে গিয়েছিল। তবে ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নেন বিপাশা। তাতে করণও সাহায্য করেন।

টিআরপি- তে সিংহাসন হারাল 'অনুরাগের ছোঁয়া'

৩১ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে আইপিএল। এই সিজনে প্রথম সপ্তাহেই সটান ধাক্কা টিআরপি তালিকায়। বৃহস্পতিবার হাজির টিআরপির ফলাফল। শেষ কয়েক সপ্তাহে ধরে প্রথম স্থানে ছিল 'অনুরাগের ছোঁয়া'। এই সপ্তাহে নম্বর অনেকটাই কমল। সঙ্গে আবার যুগ্ম প্রথম। এত দিন টানা দ্বিতীয় স্থানে দেখা গিয়েছে জগদ্ধাত্রীকে। তবে এ সপ্তাহে ঘটল অনেকটাই অদলবদল। যুগ্ম প্রথম আগে দেখা যায়নি। ৮.০ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থানে দুই সিরিয়াল। 'জগদ্ধাত্রী' এবং 'অনুরাগের ছোঁয়া'। দ্বিতীয় স্থানেও রয়েছে দুই সিরিয়াল। এত দিন তাদের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখেছেন দর্শক। এ বার তারা একই স্থানে। 'গৌরী এল', 'নিম ফুলের মধু' দুই সিরিয়ালই পেয়েছে ৭.২। 'খেলনা বাড়ি' সিরিয়ালে নাটকীয় মোড়। মা হয়েছে মিতুল আর বাবা হয়েছে ইন্দ্র। সন্তান আসার পর আরও এক ঝড় আসতে চলেছে তাঁদের জীবনে। আইপিএল ঝড়ে যখন সারা শহর ব্যস্ত, তখনও দর্শকমনে মিতুলকে নিয়ে দর্শকের কৌতূহলের শেষ নেই। ৬.৭ পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে 'খেলনা বাড়ি'। চতুর্থ নম্বরে উঠে এসেছে 'রাঙা বউ'। তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর ৬.২। আর পঞ্চম স্থানে রয়েছে 'পঞ্চমী'। তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর ৬.১।

রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত ট্রেন বন্ধ শিয়ালদহে

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ আগামী শনিবার রাত ১০টা ২০ মিনিট থেকে পরদিন সকাল ৮টা ২০ মিনিট পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। রক্ষণাবেক্ষণের জরুরি কাজের জন্যই বন্ধ থাকবে ট্রেন চলাচল। ওই সময়ের মধ্যে শনিবার রাতে শিয়ালদহ থেকে একটি করে নৈহাটি, বনগাঁ, হাবড়া, ডানকুনি, কল্যাণী সীমান্ত এবং ব্যারাকপুর লোকাল বাতিল করা হচ্ছে। পরদিন, রবিবার সকালে শিয়ালদহ থেকে তিন জোড়া রানাঘাট লোকাল ছাড়াও বনগাঁ, হাবড়া, ডানকুনি, কল্যাণী সীমান্ত এবং ব্যারাকপুরের মধ্যে দু'জোড়া করে লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকবে। এছাড়াও, শিয়ালদহ থেকে দত্তপুকুর, হাসনাবাদ, নৈহাটি, শান্তিপুর ও গেদের মধ্যে এক জোড়া করে লোকাল ট্রেন এবং একটি কৃষ্ণনগর লোকাল বন্ধ থাকবে। দূরপাল্লার ট্রেনের ক্ষেত্রে শিয়ালদহমুখী পদাতিক এবং অজমের এক্সপ্রেস শনিবার কলকাতা স্টেশনে আসবে। ওই দু'টি ট্রেন শনিবার কলকাতা টার্মিনাল থেকেই ছাড়বে। এ ছাড়া, ওই দু'দিনের মধ্যে শিয়ালদহ অভিমুখে আসা গৌড়, দার্জিলিং মেল, পদাতিক, কাঞ্চনজঙ্ঘা, বালুরঘাট-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার-সহ একাধিক ট্রেন তাদের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কয়েক ঘণ্টা পরে শিয়ালদহ অভিমুখে রওনা হবে। যাত্রীদের হয়রানির জন্য রেলের পক্ষ থেকে আগাম দুঃখপ্রকাশ করেছেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র।

জিএম, মেট্রো রেলওয়ে দ্বিতীয় আন্তঃ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সভা উদ্বোধন করেছে

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মেট্রো রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, মেট্রো রেলওয়ে কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, পূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং

পূর্ব রেলের দ্বারা যৌথভাবে আয়োজিত দ্বিতীয় আন্তঃ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সভা উদ্বোধন করেছেন কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন এদিন ০৬.০৪.২০২৩ তারিখে বেলভেডের পার্ক ক্লাবে মশাল জ্বালিয়ে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরা, মেট্রো রেল ও ইস্টার্ন রেলের প্রধান বিভাগীয় প্রধান, অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে শ্রী রেড্ডি বলেছেন যে এই ধরনের খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক সভাগুলি শরীর ও মনকে চাঙ্গা করতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। তিনি খেলাধুলাকে দৈনন্দিন রুটিনের একটি অংশ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উভয় মহাব্যবস্থাপক দিবসটি উপলক্ষ্যে কেক কাটেন। স্পোর্টস মিটে স্নুকার, ব্যাডমিন্টন, ব্রিজ, ভলিবল, দাবা, ক্যারাম, সাঁতার, লন টেনিস, টেবিল টেনিস, কিউ স্পোর্টস, টাগ অফ ওয়ার, বক্স ক্রিকেট, থ্রো বল (মহিলাদের জন্য) ইত্যাদি খেলা হবে। মেট্রো ও পূর্ব রেলের কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, নিজেই আজ স্নুকারে অংশ নিয়েছিলেন। দোলা ব্যানার্জি, আর্চার এবং অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত, সোমা বিশ্বাস, অলিম্পিয়ান, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত, সরস্বতী সাহা, এশিয়ান স্বর্ণপদক বিজয়ী, অলিম্পিয়ান, অপর্ণা ঘোষ, বাস্কেটবল খেলোয়াড় ও ধ্যানচাঁদ পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং অর্ঘ্যদীপ দাস, আন্তর্জাতিক মাস্টার (দাবা) এই ক্রীড়া সভায় অংশ নেন। এই ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মিলন চলবে ৮ এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত।

জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস শেষ হয়নি, কিন্তু কমছে দ্রুত ঃ ডিজিপি

জম্মু, ৬ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গিবাদ শেষ হয়নি, কিন্তু কমছে দ্রুত। নিরাপত্তা বাহিনী আগামী মাসগুলিতে অবশিষ্ট সন্ত্রাসীদের নির্মূল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। বৃহস্পতিবার সোনওয়ারি বান্দিপোরায় একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এমনই জানালেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) দিলবাগ সিং। তিনি বলেন, শ্রীনগর এবং কাশ্মীরের অন্যান্য অংশ থেকে কোনও আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নেই, তবে ঈদের নামাজের অনুমতি দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিভাগীয় প্রশাসন গ্রহণ করবে। ডিজিপি সিং বলেন, কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়নি, তবে এটি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী অবশিষ্ট সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে কঠোর পরিশ্রম করছে। তিনি আরও বলেন, মিথ্যা অপপ্রচারের শিকার হয়ে সন্ত্রাসের প্রতি আকৃষ্ট যুবকরা এখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও খেলাধুলায় নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ছে। সন্ত্রাসে ইন্ধন জোগাতে যে মিথ্যা আখ্যান চালানো হচ্ছে তা তরুণ ও জনগণ বুঝতে পেরেছে। কাশ্মীরের মানুষ এখন শান্তিতে অবদান রাখছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ প্রধান বলেন, ড্রোনের মাধ্যমে নগদ অর্থ, আইইডি, অস্ত্র এবং মাদকদ্রব্য ফেলে দেওয়ার শত্রুদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পুলিশ দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছে। যদিও এই কার্যকলাপগুলি অতীতের তুলনায় কম, তবুও ড্রোনের মাধ্যমে অস্ত্রের পাচার এখনও কুভপাদা, বারামুল্লা, রাজৌরি এবং পুঞ্চ এলাকায় হয়। আমরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, টাকা ও মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছি এবং এ ধরনের অপচেষ্টা প্রতিনিয়ত নস্যাৎ করা হচ্ছে।

Name Change

I, Km. Meena Devi @ Meena Devi @ Meena Debi Biswas, D/o of Narayan Lal, residing at Chaugachha, P.O. Chaugachha, P.S. Chakdah, Dist Nadia, Pin – 741222 (W.B) declare that I have changed my name to Meena Devi Biswas and shall henceforth be known as Meena Devi Biswas vide affidavit dated 06.04.23 sworn before the Notary Public at Kolkata. Thus Km. Meena Devi @ Meena Devi @ Meena Debi Biswas, and Meena Devi Biswas is the same and one identical person i.e., myself.

Name Change

I, SHAMPA KAR CHOWDHURY (old name) D/O SUDHIR KUMAR CHOWDHURY resident of 7, Sarat Ghosh Garden Road, Dhakuria, Kolkata-700031 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)SHAMPA CHOWDHURY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/04/2023. SHAMPA KAR CHOWDHURY and SHAMPA CHOWDHURY both are same and one identical person.

Name Change

I, SAMIRAN BAGCHI (old name) S/O SUKANTA BAKCHI resident of Chikrand, Jalapara, PS- Chanditala, Dist- Hooghly, Pin- 712304 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAMIRAN BAKCHI, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate Serampore at Hooghly on 01/02/2023. SAMIRAN BAGCHI and SAMIRAN BAKCHI both are same and one identical person.

Name Change

I, BHARAT KUMAR KHEMKA (old name) S/O NARAYAN PRASAD JINDAL resident of 187, Rabindra Sarani, 2nd Floor, Kolkata-700007 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BHARAT JINDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/04/2023. BHARAT KUMAR KHEMKA and BHARAT JINDAL both are same and one identical person.

নবনিযুক্ত কনস্টেবলদের সতর্কবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

অসম, ৬ এপ্রিল ঃ নিরপরাধী নাগরিকদের কোনও অবস্থায় হয়রানি না করতে আসাম পুলিশের নবনিযুক্ত নিরস্ত্র কনস্টেবলদের সতর্কবার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ গোলাঘাট জেলার দেড়গাঁওয়ে লাচিত বরফুকন পুলিশ অ্যাকাডেমির পাসিং আউট অনুষ্ঠানে এই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং রাজ্যের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি) জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং গোলাঘাট জেলার দেড়গাঁওয়ে অ্যাকাডেমির ক্যাম্পাসে পাসিং আউট প্যারেডে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের কাছ থেকে অভিবাদন গ্রহণ করেছেন। পাসিং আউট উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আসাম পুলিশের শূন্যপদ পূরণ করতে ১,৭০০-এর বেশি নিরস্ত্র কনস্টেবল নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার। এঁদের মধ্যে ৫৩৫ জন যুবতী রয়েছেন। এছাড়া আগামী ১১ মে আরও প্রায় ৬,৫০০ জন পুলিশ কর্মী নিয়োগ করা হবে।

ভাগবত কথক অনিরুদ্ধাচার্য মহারাজের মথুরার আশ্রমে বোমা হামলার হুমকি

ইন্দোর, ৬ এপ্রিল ঃ বৃন্দাবনের শ্রী গৌরী-গোপাল বৃদ্ধাশ্রমের সভাপতি আচার্য অনিরুদ্ধাচার্য মহারাজের মথুরার আশ্রম উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে একটি চিঠি পাওয়া গেছে, যিনি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ভাগবত কথা করছেন। বৃহস্পতিবার প্রাপ্ত এই চিঠিতে তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে এক কোটি টাকা দাবিও করা হয়েছে। অনিরুদ্ধাচার্য মহারাজ বর্তমানে ইন্দোরের পরদেশীপুরায় আয়োজিত সাত দিনের ভাগবত কথার জন্য শহরে এসেছেন। কনকেশ্বরী গরবা কমপ্লেক্সে কথা চলাকালীন, মহারাজ বৃহস্পতিবার মঞ্চ থেকেই হুমকিমূলক চিঠিটি দেখান। চিঠিতে লেখা আছে আমরা বৃন্দাবনে তোমার আশ্রমে বোমা মেরে তোমাকে ধ্বংস করব। পাশাপাশি এক কোটি টাকা দাবি করা হয়েছে। চিঠিতে ব্যক্তির পরিবর্তে ভারতের একটি সন্ত্রাসী সংগঠন লেখা হয়েছে। চিঠিতে আরও লেখা হয়েছে, অনিরুদ্ধাচার্যের পরিবারের সদস্যদের ওপর সন্ত্রাসীবাদিরা প্রতিনিয়ত নজর রাখছে। ইন্দোরে কথকতা চলার সময় তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার তথ্য পেতে পারেন বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। চিঠিতে লেখা আছে তোমাকে হত্যা করা আমাদের জন্য বড় কথা নয়। আমরা জানি আপনি কখন ঘুম থেকে উঠবেন, কখন ঘুমাবেন, কোথায় যাবেন। অনিরুদ্ধাচার্য মহারাজ যে চিঠি পেয়েছিলেন তা একটি খামে ছিল। এতে প্রেরকের নাম লেখা আছে সঞ্জয় প্যাটেল (পরিবারের সঙ্গে)। এছাড়াও, ঠিকানাটি হল কৃষ্ণ নগর মান্ডি, হাউস নং ৫৮৫, সেক্টর ১০ ডিএলএফ, মুম্বই, মহারাষ্ট্রের পানভেল এলাকা। সম্পূর্ণ চিঠি এবং খাম হাতে লেখা। অনিরুদ্ধাচার্য মহারাজ বলেছেন তিনি মথুরায় তাঁর আশ্রম উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে একটি চিঠি পেয়েছেন। যে আশ্রমে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে সেখানে হাজার হাজার মা থাকেন। এর আগেও এই ধরনের হুমকি পাওয়া গেছে। পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকিও পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর জীবনের কোনও বিপদ আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, থাকতে পারে। সরকার এই বিষয়ে যা পদক্ষেপ নিতে পারে, তা করবে।

'দেশের জনবিন্যাস বদলে গেলে সংবিধানের অস্তিত্বই থাকবে না', আশঙ্কা মাদ্রাজ হাই কোর্টের বিচারপতির

মাদ্রাজ, ৬ এপ্রিল ঃ দেশের জনবিন্যাস যদি বদলে দেওয়া হয়, তাহলে ভারতীয় সংবিধানও তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফলবে। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মাদ্রাজ হাই কোর্টের বিচারপতি জি আর স্বামীনাথন। যদিও নিজের বক্তব্যকে তিনি বিশদে ব্যাখ্যা করেননি। তবে একথাও তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, সংবিধান ততক্ষণ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে যতক্ষণ দেশের ঐতিহ্য ও ধর্মের অধীনে থাকা মানুষরা এক থাকেন। ঠিক কী বলেছেন তিনি? বিচারপতি স্বামীনাথন চেন্নাইয়ে একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে এসে এই মন্তব্য করেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, বি আর আম্বেদকরের লেখা সংবিধান সকলের জন্য। কিন্তু সংবিধানকে যদি একই রকম থাকতে হয়, তাহলে তা রচনার সময় দেশের জনবিন্যাস যা ছিল সেটাকে বজায় রাখতে হবে। যদি জনবিন্যাস বদলে যায়, তাহলে সংবিধানও অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং সংবিধানকে একই রকম রাখতে গেলে দেশের জনবিন্যাসের প্রকৃতিকে অপরিবর্তিত রাখতে হবে। আর সেটা করতে গেলে ভারতের ধর্ম ও ঐতিহ্যকে যাঁরা অনুসরণ করেন তাঁদের সেই ধারা বজায় রাখতে হবে। একজন বিচারপতি হিসেবে আমি এর বেশি বলতে পারব না। তবে এদিন বক্তব্য রাখার সময় তাঁকে বলতে শোনা যায়, এই কথাগুলো হয়তো একটু বিতর্কিত মনে হতে পারে। কিন্তু আমি তেমন কিছু বলতে চাইছি না।

যৌনতা ঈশ্বরের অপরূপ দান, বললেন মহামান্য পোপ

রোম, ৬ এপ্রিল ঃ ইতিহাস বলছে, খ্রিস্টীয় ধর্মীয় সংস্কৃতিতে যৌনতাকে বরাবরই একটু তির্যকতার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ঠিক পাপ বলে দাগিয়ে না দিলেও, তা যে মোটেই ভালো জিনিস নয়, এমন একটা বক্তব্য মোটামুটি ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই প্রেক্ষিতে পোপ ফ্রান্সিসের সাম্প্রতিক বক্তব্য রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। নিজের বক্তব্যে যৌনতার বিপুল স্তুতি করেছেন পোপ। যদিও যৌনতা নিয়ে আগেও প্রকাশ্যে আলোচনা করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। এবারও করলেন এবং একটু গভীরে গিয়েই করলেন। সম্প্রতি ডিজনি প্রযোজনা সংস্থার তরফে 'দ্য পোপ আনসার্স' নামে একটি তথ্যচিত্র মুক্তি পেয়েছে। এই তথ্যচিত্রে পোপ ফ্রান্সিসকে যৌনতা এবং গর্ভপাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। গত বছর রোমে কয়েকজনের সঙ্গে এই আলোচনাটি করেছিলেন পোপ। সেই আলোচনারই কিছু অংশ এই তথ্যচিত্রে রাখা হয়েছে। পোপের মতে, যৌনতার মতো অপূর্ব জিনিস খুব কমই আছে! পোপ বলেছেন, যৌনতা দারুণ বিষয়। মানবজীবনে কোনও অপূর্ব জিনিস যদি ভগবান দিয়ে থাকেন, তবে সেটা হল যৌনতা। স্বমেহন নিয়েও মন্তব্য করেছেন পোপ। বলেছেন, নিজেকে যৌনতার বৈভবের মাধ্যমে প্রকাশ করার মধ্যে এক ধরনের গৌরব রয়েছে। কিন্তু সেই পথ থেকে সরে এসে কেউ যদি এর বিপরীত ভাব প্রকাশ করে, তা হলে যৌনতার মাধুর্য ও বৈভবকে খাটো করা হয়। পাশাপাশি পর্ন ইন্ডাস্ট্রি, যৌন হেনস্থা, রূপান্তরকামী সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়েও সরব তিনি। রূপান্তরকামীদের প্রতি খ্রিস্টীয় ছুঁতমার্গ নিয়ে পোপ বলেন, সকলেই ভগবানের সন্তান। ভগবান তাঁর দরজা থেকে কাউকে ফিরিয়ে দেন না। তিনি সকলের রক্ষাকর্তা। আমারও অধিকার নেই, আমি কাউকে চার্চে প্রবেশ করা থেকে আটকাই। পর্ন ইন্ডাস্ট্রি যে কতখানি ক্ষতিকর, সেই বিষয়েও আলোকপাত করেছেন পোপ। এর আগে পর্ন ইন্ডাস্ট্রিকে শয়তানের প্রবেশদ্বার হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন পোপ। বলেছিলেন, পর্নোগ্রাফি নারী- পুরুষের সম্মানের উপর স্থায়ী আঘাত। শুধু সাধারণ মানুষ নন, ধর্মযাজকদের মধ্যেও পর্ন দেখার প্রবণতা রয়েছে তা-ও বলেছেন পোপ। তাই, তাঁর নিদান, হাতের কাছে যাতে এই ধরনের কামনার উপাদান মজুত না থাকে, সেজন্য ফোন থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তৈরি ছবি এবং অ্যাপ মুছে ফেলারও পরামর্শ দেন তিনি।

বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ কে অ্যান্টনির ছেলে অনিল অ্যান্টনি

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ কে অ্যান্টনির ছেলে অনিল অ্যান্টনি। ২০০২ সালের গোধরা দাঙ্গার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকা নিয়ে 'বিবিসি'র তথ্যচিত্র নিয়ে আগেই বেসুরো গেয়েছিলেন। গত জানুয়ারিতেই কংগ্রেস ছেড়েছিলেন। তার পরেই তাঁর পদ্মযোগ নিয়ে শুরু হয়েছিল জল্পনা। বৃহস্পতিবার সেই জল্পনাকে সত্যি করে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে নাম লেখালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা এ কে অ্যান্টনির ছেলে অনিল অ্যান্টনি। এদিন বিজেপির সদর দফতরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, ভি মুরলীধরন ও কেরল বিজেপির সভাপতি কে সুরেন্দ্রন। দলবদল করেই অন্যান্য দলত্যাগী নেতাদের মতোই গান্ধী পরিবারকে নিশানা করেছেন অ্যান্টনি পুত্র। তাঁর কথায়, 'সব কংগ্রেস কর্মীরা মনে করেন, তাঁরা কোনও একটি পরিবারের জন্যই রাজনীতি করেন। কিন্তু আমি শুধু দলের জন্যই রাজনীতি করতাম।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রসংশা করে অনিল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর দূর দৃষ্টির কারণেই আজ বিশ্ব দরবারে এক অন্য জায়গায় পৌঁছেছে ভারত।' উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিবিসির তৈরি তথ্যচিত্র এবং গোধরা দাঙ্গার বিষয়ে সরাসরি মুখ খুলেছিলেন তিনি। এমনকী বিবিসির তথ্যচিত্রকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যাও দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দলের অন্দরে সমালোচনার মুখে পড়ে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন অনিল।

তীব্র সংঘর্ষে বিধ্বংসী আগুন ৩ ট্রাকে, দগ্ধ হয়ে মৃত ৩ চালক

ওড়িশা, ৬ এপ্রিল ঃ ওড়িশায় ভয়াবহ ট্রাক দুর্ঘটনা ঝাড়সুগুড়ায়। তিনটি ট্রাক একে-অপরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তাতে বিধ্বংসী আগুন লেগে যায়। এই ঘটনায় প্রাণ গেল তিন চালকের। আহত তিনজন। এ দিন তিনটি ট্রাকে আগুন ধরে যায় এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তিন চালকের। জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে ৪৯ নং জাতীয় সড়কে একই দিকে যাওয়ার সময় ২ টি ট্রাক একে-অপরকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছিল। এই সময় তাদের পেছন থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসছিল আরও একটি ট্রাক। একই দিকে যাওয়া দুটি ট্রাক ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একে-অপরের সঙ্গে ধাক্কা মারে। তখন পেছন থেকে দ্রুত গতিতে আসা অপর ট্রাকটি এসে দুর্ঘটনার কবলে পড়া ট্রাক দুটিকে ধাক্কা মারে। তিনটি ট্রাকেই বিধ্বংসী আগুন ধরে যায়। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, চালকরা ট্রাক থেকে নামতে পারেননি। ফলে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ যায় তিন ট্রাক চালকের।

রাষ্ট্রসংঘের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে ভারত

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ রাষ্ট্রসংঘের শীর্ষ স্ট্যাটিসটক্যাল কমিটিতে জায়গা পেয়েছে ভারত। সদস্য দেশগুলির বিপুল ভোট পেয়ে এই কমিটিতে নির্বাচিত হওয়ার পরেই টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। চার বছরের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য থাকবে ভারত। প্রসঙ্গত, এশিয়া- প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে বিপুল ভোটে জয় পেয়ে ভারত এই কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ৫৩টি ভোটের মধ্যে ৪৬ টি গেছে ভারতের ঝুলিতে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে দু'টি দেশকে এই স্ট্যাটিসটিক্যাল কমিটিতে জায়গা দেওয়া হবে। প্রথম দেশ হিসাবে ইতিমধ্যেই এই কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছে ভারত। দ্বিতীয় স্থানের জন্য আবার নির্বাচনে লড়বে চিন ও দক্ষিণ কোরিয়া। যেকোনও একটি দেশ জায়গা পাবে এই কমিটিতে। ভারত ছাড়াও আর্জেন্টিনা, সিয়েরা লিওন, স্লোভেনিয়া, ইউক্রেন, তানজানিয়া ও আমেরিকা এই কমিটিতে রয়েছে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরেই টুইট করে শুভেচ্ছা জানান বিদেশমন্ত্রী।

দুই গোষ্ঠীর বিবাদে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে তালা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ এপ্রিলঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ হতে পারে যে কোন মুহূর্তে। আগামী মে মাসেই সম্ভবত পঞ্চায়েত নির্বাচন শুরু করতে চায় রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশন। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই ঘর গোছাতে শুরু করেছে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলগুলি। কিন্তু এরই মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যেন নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বৃহস্পতিবার বর্ধমান শহরে বিজেপির এই গোষ্ঠীকোন্দল চরম আকার ধারন করল। এদিন বিজেপির সদর জেলা কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করলো বিজেপিরই অপর এক গোষ্ঠী। বিজেপি থেকে সদ্য বহিস্কৃত নেতা শ্যামল রায়ের নেতৃত্বে ও আদেশেই তার অনুগামীরা এদিন সকালে বিজেপি সদর জেলা কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং বহিস্কৃত শ্যামল রায় কে অবিলম্বে দলে ফেরাতে হবে এই দাবী জানানোর পাশাপাশি জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা ও যুব সভাপতি পিন্টু সামকে অযোগ্য বলে অভিহিত করে তাদের অপসারণের দাবী জানায়। এরপর যুব সভাপতি পিন্টু সাম সহ তার ঘনিষ্ঠ

বিজেপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে কার্যালয়ের তালা ভাঙতে উদ্যত হলেই বাধা দেয় অপর গোষ্ঠী অর্থাৎ বিক্ষোভকারীরা। উভয়পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বচসা। বচসা গড়ায় ধাক্কাধাক্কিতে। শেষে হাতুড়ি দিয়ে তালা ভাঙা হলে দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আসেন বিজেপি কর্মীরা। এবার ধাক্কাধাক্কি পরিণত হয় হাতাহাতিতে। পিন্টু সামের নেতৃত্বে তার অনুগামী বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মীদের উপর চড়াও হয়। তারা বিক্ষোভকারীদের তাড়া করে, মারধোর করে। ঘোড়দৌড় চটির কাছে জিটি রোডের উপরে তাদের একটি অস্থায়ী ঠেক ভাঙচুর করা হয়। বিজেপি নেতা খোকন সেনকেও বিক্ষোভকারীদের তাড়া করতে এবং মারধোর করতে দেখা যায়। পরে পুলিশ এসে তারা উভয় পক্ষকে শান্ত করে। বিজেপির সদর জেলা যুব সভাপতি পিন্টু সামের অভিযোগ, তারা দলের নির্দেশে এবং বিজেপির আদর্শে দল করেন। তাদের কাছে দল বড়, ব্যক্তি নয়। কিছুদিন আগে বিভিন্ন অভিযোগ থাকার কারনে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি শ্যামল রায়কে বহিস্কার করে রাজ্য নেতৃত্ব। সেই আক্রোশেই মদ ও মাংস খাইয়ে বহিস্কৃত শ্যামল রায় তার ছত্রছায়ায় থাকা ছেলেদের নিয়ে এসে তালা লাগিয়ে দেয়। বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনে এই ধরনের কার্যকলাপ প্রমান করে এরা কোন দিনই বিজেপির নিঃস্বার্থ কর্মী ছিল না, থাকলে অন্তত এই দিনে বিজেপি অফিসে তালা লাগাতে পারতো না। যুব সভাপতির দাবী, বিক্ষোভকারীরা তৃণমূলের লোক। তৃণমূলই টাকা খাইয়ে তাদের পাঠিয়েছে। আর এই সবের পিছনে রয়েছে শ্যামল রায়। তাকে দল থেকে বার করে দেবার রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে তারা স্বাগত জানাচ্ছেন। এদিকে বিজেপি কর্মী রাজু পাত্র জানিয়েছেন, অযোগ্য জেলা সভাপতি ও যুব সভাপতিকে সরানোর দাবী জানানোর পাশাপাশি বহিস্কৃত শ্যামল রায়কে দলে ফেরানোর দাবী জানিয়ে তারা দলীয় কার্যালয়ে তালা দিয়েছেন। রাজ্য নেতৃত্ব বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের সাথে বসে বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপের দাবী জানাচ্ছেন তারা। যদিও পরে দুই পক্ষের মধ্যে ধুন্ধুমার কান্ড বেঁধে যায় এবং বিক্ষোভকারীদের পিছু হটতে দেখা যায়। এই বিষয়ে শ্যামল রায় জানিয়েছেন, তিনি বর্ধমানের বাইরে আছেন। সুতরাং তার নেতৃত্বে বা উস্কানিতে বিজেপি জেলা অফিসে অশান্তি হয়েছে এটা মিথ্যা কথা। তবে সংবাদমাধ্যমে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনা তিনি দেখেছেন। শ্যামলবাবুর দাবী, যারা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে ছিল তারা সবাই ২০১৯ এর পরে বিজেপি করতে এসেছেন। কিন্তু যারা দলীয় কার্যালয়ের বাইরে ছিলেন তারাই কিন্তু প্রথম থেকে বিজেপি করে আসছেন। মাঠে থেকেছেন, মার খেয়েছেন, ঘরছাড়া হয়েছেন, কেউ কেউ বিজেপি করার জন্য মিথ্যা কেসে জেলে খেটেছেন। বিজেপির আজকের বাড়বাড়ন্তে তারাই কিন্তু মূল কারিগর ছিলেন। কিন্তু খুবই আক্ষেপের বিষয় সিপিএম থেকে যারা ধান্দা নিয়ে বিজেপিতে এসেছেন তারাই আজ ছড়ি ঘোরাচ্ছেন আদি কর্মীদের উপর। এটা মানা যায় না। এদিন তারা বিজেপি কার্যালয়ে অশান্তি পাকাতে যায় নি। তারা দলের কর্মী হিসাবে কার্যালয়ে হনুমান জয়ন্তী পালন করতে গিয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে ঢুকতে না দিয়ে বিজেপির মুখোশ পরা সিপিএমের ক্যাডাররা নিজেরাই ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে হনুমান জয়ন্তী পালন করছিল। কার্যালয়ে ঢুকতে না পেরে স্বভাবিকভাবেই বিক্ষোভ জানিয়েছে বিজেপির আসল এবং আদি কর্মীরা বলে এদিন দাবী করেন বিজেপি থেকে সম্প্রতি বহিস্কৃত শ্যামল রায়। বিজেপির এই গোষ্ঠীকোন্দলে স্বভাবিকভাবেই উচ্ছসিত শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি দেবু টুডু কটাক্ষ করে জানিয়েছেন, বিজেপির দুই গোষ্ঠীর এই কোন্দলে আতঙ্কিত বর্ধমানের মানুষ। যেভাবে বিজেপির একদলের পিছনে আর একদল খোলা রাস্তায় মারমুখি হয়ে লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে চলেছে, মারধর করছে, ভাঙচুর চালাচ্ছে, তা থেকেই এই দলটির নীতি আদর্শ বলে কিছু নেই তা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। মস্তান রাজ কায়েম করতে চাইছে বিজেপি। জনগণ এদের থেকে আগেও মুখ ফিরিয়েছে, ভবিষ্যতেও ফিরিয়ে নেবে। এদিকে প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন বর্ধমানে জেলা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে স্বভাবতই অস্বস্তিতে রয়েছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। আগামি কালই বর্ধমানে আসছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার আসার আগের দিন এই ঘটনায় অস্বস্তিতে জেলা বিজেপিও।

সমবায়ে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, দাসপুর, ৬ এপ্রিল ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে সেবা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস। জয়ের আনন্দে এলাকায় বিজয় মিছিল ও আবির খেলায় মাতল তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। একদা সিপিএমের গড় হিসাবে পরিচিত ছিল জেলার দাসপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। দাসপুর-১ ব্লকের সেকেন্দারি এলাকায় সেকেন্দারি সেবা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। সমবায় সমিতিতে রয়েছে মোট ৫০টি আসন। শাসকদল তৃণমূলের পক্ষ থেকে সবকটি আসনেই মনোনয়ন জমা দেওয়া হলেও সিপিএম ১৫টি আসেন মনোনয়ন পত্র তুলেও তা জমা করেনি। বিজেপির তরফে কোনো মনোনয়ন তোলাই হয়নি বলে জানা যায়। সমবায় সমিতি সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র তোলার তারিখ ছিল ২৭ ও ২৮ মার্চ এবং মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার তারিখ ছিল ২৯ ও ৩০ মার্চ, মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের তারিখ ছিল ২ এপ্রিল। কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় ৫০টি আসনেই তৃণমূল জয়ী হয়েছে বলে জানান সমবায় সমিতির ম্যানেজার গৌতম কুমার ঘোষ। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভের ফলে উচ্ছ্বসিত তৃণমূল নেতা কর্মীরা। বৃহস্পতিবার এলাকায় জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় মিছিল থেকে আবির খেলায় মাতে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

ধিক্কার প্রদর্শন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই গোটা জেলায় শুরু হয়েছে সরকারি কর্মীদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর কুরুচিকর ও অপমান জনক মন্তব্যের প্রতিবাদে ধিক্কার ব্যাচ পরে প্রতিবাদ দিবস পালন। প্রতিবাদী ব্যাচ পরে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হচ্ছে জেলার বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে। এরপর বিকেলে জেলার সমস্ত সার্কেল অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি শহরের কদম তলায় যৌথ মঞ্চের আহ্বানে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সভা। এর সাথে উৎসবের আগেই উৎসব বোনাস এবং উৎসব অগ্রিম দেবার দাবিতে ও জেলায় হয়ে যাওয়া বিভিন্ন স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সরকারি অর্থ বরাদ্দের দাবিতে এসআই-দের মাধ্যমে চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন প্রদান। একই সাথে ডিপিএসসি চেয়ারম্যান ও ডিআই তথা সেক্রেটারি ডিপিএসসি এবং এবং অর্থ আধিকারিকের কাছে উপরিউক্ত দাবী দুটিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন দেওয়া হয় এদিন দুপুরে।

নিরাপত্তায় জোর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জোর। গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিরাপত্তার চাদরে মুড়লো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বসানো হলো ২৬০টি সিসিটিভি ক্যামেরা। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি ক্যামেরা ও বিনামূল্যে ওয়াইফাই ব্যবস্থার উদ্বোধন করলেন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র। এতদিন হোস্টেল ও প্রশাসনিক ভবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সিসিটিভি থাকলেও এবার গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে-কানাচে সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থেকে অধ্যাপকদের সুবিধার্থে ওয়াইফাই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এই দুই পরিষেবা চালু করা হয়। এই বিষয়ে উপাচার্য জানান, বিশ্ববিদ্যালয়কে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে এই পদক্ষেপ। আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানন্নোয়ন সহ সবরকম ব্যবস্থা করা হবে।

ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ কারখানায়

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৬ মার্চ ঃ মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবির পাশাপাশি আরও বেশ কিছু দাবিকে সামনে রেখে শিল্পতালুকের এক বেসরকারি ইস্পাত কারখানার গেট আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। আন্দোলনলরীদের বোঝাতে এলে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতিকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন পুলিশকে ঘিরে। প্রায় এগারো মাস আগে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের কাঁকসার গোপালপুর শিল্পতালুকে একটি কারখানা থেকে তারেশ মন্ডল নামে এক শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কথা ছিল মৃতের পরিবারকে নির্দিষ্ট অংকের একটা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিছু টাকা দেওয়া হলেও ক্ষতিপূরনের বাকি বেশ কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রশ্নে বারবার ঘোরাচ্ছিল কর্তৃপক্ষ। প্রতিশ্রুতি ছিল পরিবারের একজনের চাকরি মিলবে। অভিযোগ সেই প্রতিশ্রুতিও রক্ষা হয়নি। এছাড়াও এই কারখানা এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে এবং রাস্তার দুই ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখছে। এমনকি স্থানীয়দের বঞ্চিত করে বাইরে থেকে লোকজন এনে চাকরি দিচ্ছে এমনও অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় মানুষের। অভিযোগ করা হয়েছে পুরো ঘটনার পিছনে রয়েছে শিবদাস মন্ডল নামে এক এক ব্যক্তি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাসাজোশ করে এই শিবদাস মন্ডল মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে বেআইনি ভাবে নিয়োগ করছে এই অভিযোগ করেছেন গ্রামবাসীরা। প্রতিবাদে মৃত শ্রমিকের স্ত্রী এবং পরিবারকে নিয়ে গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ একজোট হয়ে কারখানার দরজা বন্ধ করে বসে পড়ে। হাতে প্রতিবাদের প্ল্যাকার্ড নিয়ে আন্দোলনে সামিল হয় গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দারা। এই শিবদাস মন্ডল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে কারখানার গেট বন্ধ হওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য। কিন্তু উত্তেজিত গ্রামবাসীরা তৃণমূললের ব্লক সভাপতিকে ঘিরে ধরে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করে দেয়। পুলিশকে ঘিরে ধরেও বিক্ষোভে সামিল হয় গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দারা। এদিকে কারখানার গেট দীর্ঘক্ষন বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু হওয়াতে বিপত্তি বাধে। অভিযোগ ওঠে কারখানায় সাবমার্সিবেল পাম্প চলছে, বেআইনি নিয়োগ চলছে। পাশাপাশি অবিলম্বে স্থানীয় ব্যাক্তি শিবদাস মন্ডলকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানায় আন্দোলনকারীরা। অভিযোগ ওঠে এই শিবদাস মন্ডলই হচ্ছেন সব সমস্যার মূল। যতক্ষণ ক্ষতিপূরণ না পাচ্ছেন আর দাবিগুলির মীমাংসা না হচ্ছে ততক্ষন কারখানার গেট আটকে রেখেই বিক্ষোভ চলবে বলে হুঁশিয়ারী দেন আন্দোলনকারীরা। শিবদাস মন্ডল তাদের কেউ নয় বলার পরেও আবার বিড়ম্বনা বাড়িয়ে কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের দাবি, দল ব্যবস্থা নেবে শিবদাস মন্ডলের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন উঠেছে, যদি কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের দাবি মাফিক শিবদাস মন্ডল দলের যদি কেউ নাই হয়ে থাকেন, তাহলে দলীয় স্তরে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন আসছে কি করে। যদিও এই ইস্যুতে তৃণমূলকে তোপ দেগেছে বিজেপি নেতৃত্ব। দলের নেতা ইন্দ্রজিত ঢালির মন্তব্য, এই দলের সব শেষ। জানা গিয়েছে এই শিবদাস মন্ডল বেসরকারি এই কারখানার নিরাপত্তা কর্মী। অভিযোগ তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের স্থানীয় নেতা এই শিবদাস মন্ডল।

দুয়ারে সরকারে আবেদন জানিয়েও প্রকল্পের সুবিধা না মেলায় ক্ষোভ

এজাজ আহম্মেদ, বড়ঞা, ৬ এপ্রিল ঃ বড়ঞা ব্লকে কুলি এবং খোরজুন গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হল দুয়ারে সরকার। বৃহস্পতিবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এসে অনেক সাধারন মানুষ অভিযোগ করে বলেন, দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে একাধিক বার সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের আবেদন জানিয়েও কোনো সুবিধা পাওয়া যায়নি। লক্ষীর ভান্ডার থেকে শুরু করে বিধবাভাতা, স্বাস্থ্য সাথীসহ একাধিক বিষয়ে কেউ ৫ বার, কেউ বা ৬ বার আবেদন জানিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো সুবিধা পাওয়া যায়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বড়ঞা ব্লকের খোরজিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুয়ারের সরকার ক্যাম্পে। প্রশাসনের তরফে দ্রুত পরিষেবা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী হয়ে রয়েছেন বগটুইয়ের বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৬ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দলীয় কার্যালয়ে এসে জড়ো হন বগটুই ও চামড়াগুদাম পাড়ার বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী। গ্রামবাসীর তরফে বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি সহ বেশ কয়েকজন নেতৃত্বর সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। গ্রামের মিঠু সেখ, সবুর সেখ ও এলাহি সেখরা বলেন, একটি বাড়ির জন্য গোটা বগটুই গ্রাম বেইমান হতে পারে না। ওই স্বজনহারা পরিবারের পাশে সকলের মতো আমরা ছিলাম ও আছি। কিন্তু একুশে মার্চ শহিদ দিবসের দিন যেভাবে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে সভা করে মিথ্যাচার বা বেইমানি করলো আমরা লজ্জিত ও দুঃখিত। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে প্রথম দিন থেকে স্বজনহারা পরিবারের পাশে থেকেছেন, চাকরি, আর্থিক সাহায্য এবং সামাজিক সুরক্ষার আওতায় তাঁদের সাহায্য করেছেন, তার জন্য সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ ছিল। শুধু তাই নয়, যারা দোষী তাদের দলীয় রঙ পদ কিছু না দেখে নিজেই গ্রেফতারের আদেশ দিয়েছেন। এরপরও যারা বেইমানি করলো, তারা স্বার্থ পূরণের পর আরও লোভী হয়ে এই কাজ করেছে। এটা মানুষের কাজ হয় নি। যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছেন, উন্নয়ন করেছেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর পাশে আছি। আমরা বলতে চাই, মুখ্যমন্ত্রী অনুমতি দিলে তাঁর যেকোন সভায় কুড়ি-তিরিশ যত বাস লাগুক, আমরা চাঁদা তুলে বাস ভাড়া করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলতে চাই, দিদি একটি পরিবার বেইমানি করলেও, আমরা বেইমান নই। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। রামপুরহাট এক ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি বলেন, বগটুইবাসী আমাদের সাথে দেখা করে জানাতে আসেন যে তাঁরা দিদির কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্প

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ এপ্রিল ঃ সারা রাজ্যের সঙ্গে জামালপুর ব্লকেও চলছে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প। বৃহস্পতিবার বেরুগ্রাম ও জারগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হয় ষষ্ঠদফায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। এদিন জামালপুরের বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের সাদিপুর হাইস্কুলের ক্যাম্প থেকে তপশিলি বন্ধু ও জয় জোহার শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। জামালপুরের বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার জানান, সাদিপুর হাই স্কুলের ক্যাম্প থেকে ঝাপানডাঙ্গা নিবাসী নির্মল মন্ডলের হাতে তপশিলি বন্ধু ও ধূলুক নিবাসী সুবল হাঁসদার হাতে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা পত্র তুলে দেন জয়েন্ট বিডিও গৌতম কুমার দত্ত। এমাস থেকেই তাদের ব্যাংকের একাউন্টে ভাতা হিসাবে ১০০০ টাকা করে ভাতা তারা পাবেন। যার মধ্যে এমাসের তাদের ভাতা ইতিমধ্যেই তারা পেয়েছেন। এই পরিষেবা পেয়ে তারা অত্যন্ত খুশি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তারা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আরো বলেন দুটি পঞ্চায়েতে এদিন মাইক্রোলেবেল মিলিয়ে মোট ৬১টি ক্যাম্প হচ্ছে। দুটি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন ক্যাম্পে পরিদর্শনে যান বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক, মহিলা নেত্রী তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মিঠু মাঝি, সাহাবুদ্দিন শেখ, সুভাষ কোলে, শেখ আলাউদ্দিন, ওয়াসিম সরকার সহ প্রধান ও উপ প্রধানরা। বিধায়ক নিজে সমস্ত ক্যাম্পে ঘুরে দেখেন সকল জায়গায় সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা। তিনি বলেন ১১ তারিখ থেকেই মানুষ এই দুয়ারে সরকারে যে সমস্ত আবেদন করেছেন তার পরিষেবা পেতে শুরু করবেন। মেহেমুদ খান বলেন, দুয়ারে সরকারে জমা দেওয়া আবেদনের সুবিধা বা পরিষেবা পেতে শুরু করেছে মানুষ। এদিনই সাদিপুর হাই স্কুলের ক্যাম্প থেকে দুজনের হাতে তপশিলি বন্ধু ও জয় জোহার ভাতা তুলে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, সকলেই পরিষেবা পাবেন। বেরুগ্রাম আচার্য্য গিরিশ চন্দ্র বসু বিদ্যাপীঠে যে ক্যাম্প হয়েছিল সেখানে স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের কন্যারা ক্যাম্পে সাধারণ মানুষদের ফর্ম ফিলাপ করে দিয়ে সাহায্য করে।

আবেদনে সহায়তা তৃণমূল কর্মীদের

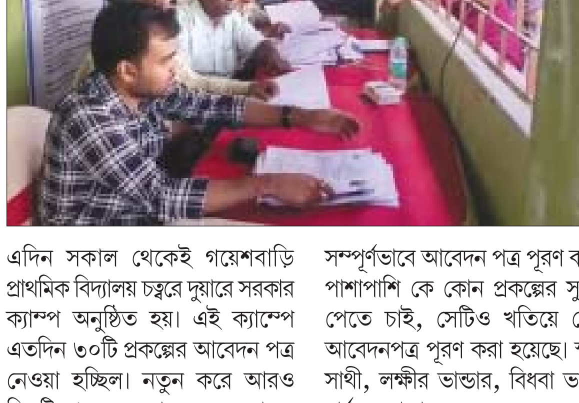

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ এপ্রিল ঃ তৃণমূল কর্মীরা দিনভর বসে থেকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের আবেদন পত্র পূরণ করলেন দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে। আর সেই নির্ভুল আবেদন পত্র জমা দেওয়া হলো প্রশাসনের উপস্থিত কর্তাদের কাছে। ঠিক এভাবেই বৃহস্পতিবার দুপুরে একের পর এক বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে আসা সাধারণ নাগরিকদের জন্য উপস্থিত তৃণমূল কর্মীরা একটানা কয়েক ঘন্টা ধরে কাজ করে গিয়েছেন। এদিন সকাল থেকে কালিয়াচক ১ ব্লকের গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুয়ারে সরকার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সেই কর্মসূচিতেই গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি মিরাজুল বসনির নেতৃত্বে দলের শিক্ষিত কর্মীরা বসে থেকে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রকল্পের আবেদন পত্র পূরণ করেন। আর এই প্রকল্পে দিনমজুরেরা ঠিকঠাক ভাবে আবেদন করতে পারছেন কিনা তারও তদারকি করেন গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রেমিকা বিবি, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কমিটির সভাপতি মিরাজুল বসনি, জেলা যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম সহ স্থানীয় দলীয় নেতৃত্বরা। এদিন সকাল থেকেই গয়েশবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পে এতদিন ৩০টি প্রকল্পের আবেদন পত্র নেওয়া হচ্ছিল। নতুন করে আরও তিনটি প্রকল্পের আবেদন সংযোজন করা হয়েছে বলেও জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। জেলা যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সফিকুল আলম জানিয়েছেন, এদিন এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চলাকালীন দলের অন্তত ২০ জন কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। যারা প্রত্যেকেই এই প্রকল্পে আবেদন করতে আসা সাধারণ নাগরিকদের সহযোগিতা করেছেন। সম্পূর্ণভাবে আবেদন পত্র পূরণ করার পাশাপাশি কে কোন প্রকল্পের সুবিধা পেতে চাই, সেটিও খতিয়ে দেখে আবেদনপত্র পূরণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সাথী, লক্ষীর ভান্ডার, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা সহ এরকম বহু প্রকল্প রয়েছে যারা সঠিকভাবে পূরণ করতে পারেন না। সেই আবেদন পত্র এদিন সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে আবেদন করা হয়েছে। যাতে পরবর্তীতে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলে আবেদনকারীদের পুনরায় সমস্যায় না পড়তে হয়। সারাদিন দলের উপস্থিত কর্মীরা সাধারণ মানুষের জন্য এই পরিষেবা দিয়ে গিয়েছেন।

সংশোধনী নম্বর ইএল/এলএম/ ২৩-২৪/০১ তারিখঃ ০৬-০৪-২০২৩

টেন্ডার নং. (১) ইএল/এলএম/২২-২৩/৩৫ (২) ইএল/এলএম/২২-২৩/৩৬ (৩) ইএল/এলএম/২২-২৩/৩৭ ও (৪) ইএল/এলএম/২২-২৩/৩৮-এর জন্য টেন্ডার নোটিশ নম্বর এলআর. ডিইই/এলএমজি/৩৬ অব ২০২২-২৩ তারিখ ৩১-০৩-২০২৩-এর সংশোধনী সংশোধন করা হয়েছে। এখন উপরের টেন্ডারের বন্ধের তারিখ এবং সময় ২৪-০৪-২০২৩ তারিখ ১৫.০০ ঘন্টার পরিবর্তে ০৫-০৫-২০২৩ তারিখ ১৫.০০ ঘন্টা। বিক্রি শুরু ২১-০৪-২০২৩। অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

সিনিয়র ডিইই/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

NIQ, Govt. of West Bengal

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporay high speed internet service during the programme to be attend by the VVIP's at location adjacent to Nabanna, Howrah on 10.04.2023" **[Job No. KIT/RW/002 of 23-24]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-001/KIT/Q of 23-24).** Bid Submission Closing : **08.04.2023 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

Office of the Baragram Gram Panchayat
At+PO – Baragram, PS-Joypur, Dist-Purulia
Notice Inviting e-Tender

Pradhan, Baragram GP has invited an e-Tender of 3 nos. of schemes on **05/04/23.** For details contact Baragram GP Officer or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Baragram GP

Cancellation of E-Tender Notice

Due to some technical error, **E-NIT-01/CDGP/PRL-II/2023-24, dated 06/04/2023** of Chharra Dumdumi Gram Panchayat has been cancelled.

Sd/- Pradhan
Chharra Dumdumi G.P.
Purulia-II Block

Government of West Bengal
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148
e-mail id: ladhurkagp@gmail.com
NIT No. E-NIT-01/LGP/2023-24, Date: 05/04/2023

Ladhurka GP, Hura Dev. Block, Purulia invites e-tender from the bonafide contractors/suppliers for various schemes in IBRD. Bid submission date from **05.04.2023 at 10 AM up to 11.04.2023 at 06 PM.** Opening of Bid on **13.04.2023 at 06 PM.** For details contact at GP Office or visit website **http://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C)/Br-VI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/046/001/2023-2024
Name of the work : **Replacement of damaged/broken/ missing PIT covers to avoid accidents in Ward No.46.**

2. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/051/001/2023-2024
Name of the work : **Replacement of damaged/broken/ missing PIT covers to avoid accidents in Ward No.51.**

3. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/052/001/2023-2024
Name of the work : **Replacement of damaged/broken/ missing PIT covers to avoid accidents in Ward No.52.**

4. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/053/001/2023-2024
Name of the work : **Replacement of damaged/broken/ missing PIT covers to avoid accidents in Ward No.53.**

5. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/047/003/2023-2024
Name of the work : **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No.47.**

6. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/052/003/2023-2024
Name of the work : **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No.52.**

7. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/053/003/2023-2024
Name of the work : **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No.53.**

8. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/055/003/2023-2024
Name of the work : **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No.55.**

9. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/062/003/2023-2024
Name of the work : **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No.62.**

10. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/046/002/2023-2024
Name of the work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No.46.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00 (for Sl.No. 1 to 10).** Earnest Money : **Rs.4,000.00 (for Sl.No. 1 to 10).**

11. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/054/001/2023-2024
Name of the work : **Replacement of damaged/broken/ missing PIT covers to avoid accidents in Ward No.54.**

12. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/060/001/2023-2024
Name of the work : **Replacement of damaged/broken/ missing PIT covers to avoid accidents in Ward No.60.**

13. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/061/001/2023-2024
Name of the work : **Replacement of damaged/broken/ missing PIT covers to avoid accidents in Ward No.61.**

14. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/062/001/2023-2024
Name of the work : **Replacement of damaged/broken/ missing PIT covers to avoid accidents in Ward No.62.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00 (for Sl.No. 11 to 14).** Earnest Money : **Rs.5,000.00 (for Sl.No. 11 to 14).**

15. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/055/001/2023-2024
Name of the work : **Replacement of damaged/broken/ missing PIT covers to avoid accidents in Ward No.55.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,75,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.**

16. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/046/003/2023-2024
Name of the work : **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No.46.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,75,000.00.** Earnest Money : **Rs.7,500.00.**

17. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/051/003/2023-2024
Name of the work : **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No.51.**

18. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/060/003/2023-2024
Name of the work : **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No.60.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,30,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,600.00. (for Sl.No. 17 & 18).**

19. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/054/003/2023-2024
Name of the work : **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No.54.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,80,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,600.00.**

20. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/061/003/2023-2024
Name of the work : **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No.61.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**

21. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/047/002/2023-2024
Name of the work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No.47.**

22. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/051/002/2023-2024
Name of the work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No.51.**

23. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/052/002/2023-2024
Name of the work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No.52.**

24. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/053/002/2023-2024
Name of the work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No.53.**

25. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/054/002/2023-2024
Name of the work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No.54.**

26. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/055/002/2023-2024
Name of the work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No.55.**

27. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/060/002/2023-2024
Name of the work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No.60.**

28. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/061/002/2023-2024
Name of the work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No.61.**

29. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/062/002/2023-2024
Name of the work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No.62.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,50,000.00 (for Sl.No. 21 to 29).** Earnest Money : **Rs.3,000.00 (for Sl.No.21 to 29).**

30. NIT NO. : KMC/DG(C)/BR-VI/047/001/2023-2024
Name of the work : **Replacement of damaged/broken/ missing PIT covers to avoid accidents in Ward No.47.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,75,000.00.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **365 Days (for Sl.No. 1 to 30).** Last Date and Time of submission of Bid : **20.04.2023 at 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 30).** Tender opened on : **24.04.2023 at 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 30).** The bid forms and other details are available on and from **10.04.2023 at 6 p.m. (for Sl. No. 1 to 30)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 30).**

The Executive Engineer (Civil)/Borough-X, KMC invites online percentage rate tenders in two bid systems for the following works :-

1. NIT NO. : EE(C)/BX/91/42/2022-23/R
Name of work : **Rest. of Asph. Road near Prem. No. 189, 187/9, B.B. Chatterjee Road & IPS Passages at 19/7, 19/4, Jahura Bazar Lane disturbed by W/S Deptt. in Ward No.91, Br.-X.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,60,898.26.** Earnest Money : **Rs.7,220.00.** Period of Completion : **90 Days.**

2. NIT NO. : EE(C)/BX/97/28/2022-23/R
Name of work : **Rest. of Asphaltum Road Dist. by Water Supply near 131/4, 131/1, 131/15, N.S.C. Bose Road etc. in Ward-97, Br.-X.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,41,873.77.** Earnest Money : **Rs.2,840.00.** Period of Completion : **45 Days.**

3. NIT NO. : EE(C)/BX/98/37/2022-23/R
Name of work : **Upgradation of Health Centre for implementation of Polyclinics at 180 NSC Bose Road in Ward-98, Br.-X.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,92,360.31.** Earnest Money : **Rs.3,850.00.** Period of Completion : **90 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **25.04.2023 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 3).** Date and Time of submission of Bid : **27.04.2023 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **11.04.2023 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

The Ex. Engineer (Civil)/Borough-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-

1. NIT NO. : KMC/EE-III/014/29/22-23
Name of work : **Restoration of passage at 248/26, Bagmari Road, 43/1, 43/4 Muraripukur Road and its surrounding areas in Ward No.14 disturbed by W.S. Deptt.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,07,265.80.** Earnest Money : **Rs.4,200.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **17.04.2023 at 12 noon.** Date and Time of opening of Bid : **19.04.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **10.04.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

19/23-24

ব্রাজিলকে হটিয়ে বিশ্বের এক নম্বর ফুটবল দল আর্জেন্টিনা

জুরিখ, ৬ এপ্রিলঃ কাতারে ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ের পরও ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে ছিল না আর্জেন্টিনা। পয়লা নম্বর স্থান ধরে রেখেছিল পাঁচ বারের বিশ্বকাপ জয়ী টিম ব্রাজিল। মাস তিনেকের মধ্যে ব্রাজিলের কাছ থেকে সেই সুখটুকু কেড়ে নিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা। ফিফার সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্রমতালিকার এক নম্বর স্থানে উঠে এসেছে লিওনেল মেসির দেশ। বিশ্বকাপজয়ীরাই এখন বিশ্বের সেরা ফুটবল টিম। ছয় বছর পর ক্রমতালিকায় শীর্ষে উঠেছে আলবিসেলেস্তেরা। শীর্ষে থাকা আর্জেন্টিনার পয়েন্ট এখন ১৮৪০.৯৩। সেখানে ব্রাজিলের পয়েন্ট ১৮৩৪.২১। র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্রাজিল পিছলে গিয়েছে তৃতীয় নম্বরে। দ্বিতীয় নম্বরে ঢুকে পড়েছে ফ্রান্স। কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট টিমের পয়েন্ট ১৮৩৮.৪৫। এরপর জুলাই মাসে প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় র‍্যাঙ্কিং। গত বছরের ফুটবল বিশ্বকাপের পর মার্চ মাসে ফের একবার মাঠে নেমেছিল আর্জেন্টিনা।

খান দুয়েক প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা। ঘরের মাঠে লাখো দর্শকদের সামনে পানামার বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছেন লিওনেল মেসিরা। এরপর কুরাসাওয়ের বিরুদ্ধে আরও একটি ম্যাচ খেলেন। আর্জেন্টিনার দুটি ম্যাচ জয়ের পাশাপাশি ব্রাজিল ফ্রেন্ডলি ম্যাচে হেরে যায় মরক্কোর বিরুদ্ধে। এই ফলাফলে ফিফা ক্রমতালিকায় ওলটফের ঘটল। আর্জেন্টিনা চলে গিয়েছে শীর্ষস্থানে। হারের জেরে ব্রাজিল নেমে গিয়েছে তৃতীয় স্থানে। অন্যদিকে ইউরো বাছাইপর্বের ওপেনিং রাউন্ডে নেদারল্যান্ডস এবং রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে ব্রাজিলকে টপকে গিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় স্থানে ঢুকে পড়েছে ফ্রান্স। তালিকার প্রথম পাঁচের মধ্যে শেষ দুই দল হল বেলজিয়াম এবং ইংল্যান্ড। তাদের পয়েন্ট যথাক্রমে ১৭৯২.৫৩ এবং ১৭৯২.৪৩। আফ্রিকার দলগুলির মধ্যে সবার উপরে ১১ নম্বরে রয়েছে মরক্কো। ষষ্ঠ থেকে দশম স্থান পর্যন্ত রয়েছে যথাক্রমে নেদারল্যান্ডস, ক্রোয়েশিয়া, ইতালি, পর্তুগাল এবং স্পেন। ফিফা ক্রমতালিকায় উন্নতি হয়েছে ভারতেরও। সুনীল ছেত্রীরা র‍্যাঙ্কিংয়ে পাঁচ ধাপ উপরে উঠে এসেছেন। ভারতের বর্তমান র‍্যাঙ্ক ১০১। ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে মায়ানমার এবং কিরঘিজস্থানের বিরুদ্ধে জয়ের ফল এটাই। ভারতের রেটিং পয়েন্ট ৮.৫৭।

আইএসএলের ব্যর্থতা ভুলে লক্ষ্যে সুপার কাপ

দল ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর থেকে এখনও উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স নেই ইস্টবেঙ্গলের। ২০২২-২৩ আইএসএলের ব্যর্থতার পর ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল। সামনে সুপার কাপ। এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা না হলেও লাল-হলুদের নতুন কোচ হিসেবে ৯৯ শতাংশ নিশ্চিত সের্জিও লোবেরা। নয়া কোচ নিয়ে জল্পনার মাঝেই ২০২৩ সুপার কাপের জন্য দল ঘোষণা করল লাল হলুদ। বৃহস্পতিবার ২৪ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। কেরলেয় অনুষ্ঠিত হতে চলা সুপার কাপের ২০২৩ সালের সংস্করণ শুরু হচ্ছে ৯ এপ্রিল অর্থাৎ রবিবার। প্রথমদিনই মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে লাল হলুদের প্রতিপক্ষ ওড়িশা এফসি। রবিবারের ম্যাচে নামার আগে শুক্রবার এবং শনিবার কেরলের মঞ্জেরি স্টেডিয়ামে অনুশীলন করবে ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপ বি-এর পরের দুটি ম্যাচ রয়েছে হায়দরাবাদ এফসি এবং আইজল এফসি ও ট্রাউ এফসির মধ্যে বাছাইপর্ব থেকে উঠে আসা জয়ী দলের সঙ্গে। দুটি ম্যাচ রয়েছে যথাক্রমে ১৩ ও ১৭ এপ্রিল। গ্রুপ বি-এর সবকটি ম্যাচ মঞ্জেরি স্টেডিয়ামে খেলা হবে। শোনা যাচ্ছে, এখনই নতুন কোচের নাম ঘোষণা করতে চায় না ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপ পর্যন্ত স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের চুক্তি রয়েছে। তাই টুর্নামেন্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকারিভাবে নতুন কোচের ঘোষণা থেকে বিরত থাকবে ইস্টবেঙ্গল। নতুবা টুর্নামেন্টের আগে দলের মনোবল ভেঙে যেতে পারে। কোচ হিসেবে ভারতীয় ফুটবলে লোবেরার ব্যাপক সাফল্য রয়েছে। সুপার কাপ, আইএসএল লিগ শিল্ড এবং ট্রফি সবই জিতেছেন।

পুরো স্কোয়াড । গোলকিপার-কমলজিৎ সিং, পবন কুমার এবং শুভম সেন

ডিফেন্ডার-মহম্মদ রাকিপ, সার্থক গোলুই, ইভান গঞ্জালেজ, প্রীতমকুমার সিং, জেরি লালরিনজুয়ালা, লালচুংনুঙ্গা, কিরিয়াকু, তুহিন দাস, অতুল উন্নিকৃষ্ণণ

মিডফিল্ডার-মোবাশির রহমান, সৌভিক চক্রবর্তী, সুমিত পাসি, অ্যালেক্স লিমা, নওরেম মহেশ সিং, জর্ডন ড'হার্তি, এমরজিৎ সিং কিয়াম, হিমাংশু জাংরা

ফরোয়ার্ড-ক্লেটন সিলভা, জেক জার্ভিস, সিম্বোই হাওকিপ, ভিপি সুহের

ইডেনে বহুদিন বাদে মেজাজে কিং খান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ তিনি যে আসতে পারেন, সে খবর আগে থেকেই ছিল। মরশুমের প্রথম ম্যাচ ইডেনে খেলতে নেমেছে কেকেআর। আর গ্যালারিতে শাহরুখ খান। কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের ম্যাচ দেখতে ইডেনে হাজির কিং খান। মেয়ে সুহানা খান এবং মেয়ের বান্ধবী শানয়া কপূরকে নিয়ে ইডেনে কেকেআরের ম্যাচ দেখতে আসেন শাহরুখ। ইডেনের দর্শকদের কাছে বাড়তি পাওনা কিং খানের উপস্থিতি। শাহরুখকে এদিন দেখা গেল সেই চেনা মেজাজে। কেকেআরের আরেক কর্ণধার জুহি চাওলা আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি বৃহস্পতিবার ইডেনে থাকবেন। শাহরুখও চলে এলেন। ইডেনে যেন চাঁদের হাট।

আইপিএল খেলতে গিয়ে বিপত্তি

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাচ্ছেন উইলিয়ামসন!

গুজরাট, ৬ এপ্রিলঃ ওডিআই বিশ্বকাপের বছরে আইপিএল খেলতে গিয়ে হাঁটুতে চোট পেয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। চোটের গভীরতা এতটাই যে ২০২৩ আইপিএলের মরসুমটাই শেষ হয়ে গিয়েছে কিউয়ি অধিনায়কের। অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ছিটকে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় গুজরাট জায়ান্টস। তবে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। উইলিয়ামসনের হাঁটুর স্ক্যান রিপোর্ট দেখার পর তিন সপ্তাহের মধ্যে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। অস্ত্রোপচার হওয়ার পর সেরে উঠতে সময় লাগবে অনেকগুলো দিন। ভারতের মাটিতে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ওডিআই বিশ্বকাপ। ততদিনেও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখছেন না চিকিৎসকরা। অতএব ওডিআই বিশ্বকাপে দলের এক তারকা ব্যাটারের সার্ভিস পাবে না কিউয়ি টিম। উইলিয়ামসনের চোট নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটে টিমকে বিপাকে ফেলে দিয়েছে। শুধুমাত্র একজন ভালো মানের ব্যাটারই নন, উইলিয়ামসন নিউজিল্যান্ড টিমে অধিনায়ক। নিউজিল্যান্ডের হেড কোচ হ্যারি স্টিড বলেছেন, ''উইলিয়ামসনের চোট বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে। তবে আশা ছাড়ছি না। আমরা শুধু এর কথা ভাবছি। এই সময়টা কতটা কঠিন।'' বিশ্বকাপে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মাঠে নামার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে আশাহত না হয়ে অন্যভাবে দলকে সাহায্য করার কথা এখনও ভেবে রেখেছেন কেন। বলেছেন, ''কীভাবে গ্যারি এবং টিমকে সাহায্য করতে পারি দেখছি।'' তাঁর অনুপস্থিতিতে ভারতের মাটিতে কিউয়িদের নেতৃত্ব দেওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন টম ল্যাথাম। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ২০২৩ আইপিএলের প্রথম ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন কেন। ইনিংসের ১৩তম ওভারে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাঁকানো নিশ্চিত ছয় বাঁচাতে গিয়ে পড়ে যান। দুটি রান বাঁচালেও হাঁটুতে গুরুতর চোট পান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে দৌড়ে আসেন ফিজিও। তাঁকে দ্রুত মাঠ থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। নিউজিল্যান্ড ফিরে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে ক্রাচ হাতে হাঁটতে দেখা গিয়েছে উইলিয়াসনকে।

আঙুলে একধিক সেলাই

রাজস্থানের চাপ বাড়িয়ে ছিটকে গেলেন বাটলার!

গুয়াগাটি, ৬ এপ্রিলঃ গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মাত্র ৫ রানে হারতে হয়েছে রাজস্থান রয়্যালসকে। চলতি আইপিএলে প্রথম হোম ম্যাচে পরাজয় ছাড়াও চোট সমস্যায় পড়েছে সঞ্জু স্যামসনের টিম। ফিল্ডিংয়ের সময় ক্যাচ নিতে আঙুলে চোট পান রাজস্থানের বিধ্বংসী ওপেনার জস বাটলার। তাঁর পরিবর্তে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করতে নেমেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। পাওয়ার প্লে ওভারে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ব্যাটিংয়ের জন্য প্রসিদ্ধ বাটলার। প্রথম ম্যাচে ঝোড়ো অর্ধশতরানের ইনিংস খেলেছিলেন। তাই বাটলার ওপেন করতে না নামায় অবাক হয়ে যান ক্রিকেট সমর্থকরা। ম্যাচের পর আসল কারণ খোলসা করেন ক্যাপ্টেন সঞ্জু স্যামসন। বটলারের চোটে বিপাকে পড়ে গিয়েছে রয়্যালসরা। পাঞ্জাব কিংসের ইনিংসের শেষ ওভারে জস বাটলার শাহরুখ খানকে আউট করতে গিয়ে দারুণ ক্যাচ নেন। মনে করা হচ্ছে, সেইসময়ই আঙুলে চোট পান তিনি। পরে যশস্বীর সঙ্গে রান তাড়া করতে নামতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে রাজস্থানের ইনিংসের সূচনায় নামেন অশ্বিন। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ৫ রানে ম্যাচ হারের ক্যাপ্টেন সঞ্জু বলেন, ''জস বাটলার ফিট নন। ক্যাচ ধরতে গিয়ে আঙুলে চোট পেয়ে সেলাই হয়েছে। পাডিকলকে ওপেন করতে পাঠানো হয়নি কারণ পাঞ্জাবের কাছে দু'জন স্পিনার ছিল। একজন লেফ্ট আর্ম স্পিনার এবং লেগ স্পিনার।'' চোটের কারণে পরের ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছেন বাটলার। ৮ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালস খেলবে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচ। নড়বড়ে দিল্লির বিরুদ্ধে রাজস্থানের জয়ের সরণীতে ফেরার লড়াই। ডেভিড ওয়ার্নারদের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচও খেলা হবে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে। দ্বিতীয় হোম ম্যাচে দলের বিধ্বংসী ওপেনারকে ছাড়াই খেলতে হবে রাজস্থানকে।

চেলসির অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ল্যাম্পার্ড

লন্ডন, ৬ এপ্রিলঃ প্রিমিয়ার লিগের দলটি বৃহস্পতিবার ক্লাবের ওয়েবসাইটে বিবৃতি দিয়ে জানায় বিষয়টি। চেলসি থেকে বরখাস্ত হওয়ার দুই বছরের একটু বেশি সময় পর ফের স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ফিরলেন ৪৪ বছর বয়সী ল্যাম্পার্ড। গ্রাহাম পটারের স্থলাভিষিক্ত হলেন ক্লাবটির সাবেক এই মিডফিল্ডার। দলের টানা ব্যর্থতার দায়ে গত রবিবার বরখাস্ত করা হয় পটারকে। প্রথম দফায় ১৯ মাস চেলসির কোচের দায়িত্ব পালন করেন ল্যাম্পার্ড। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে তাকে ছাঁটাই করে দলটি। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে আরেক ইংলিশ ক্লাব এভারটনের কোচ হন তিনি। এরপর গত জানুয়ারিতে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। চেলসিতে এবারের সাময়িক দায়িত্বে ল্যাম্পার্ডের মূল লক্ষ্য হবে লিগে দলটিকে কক্ষপথে ফেরানো। ২৯ ম্যাচে ১০ জয় ও ৯ ড্রয়ে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে ১১তম স্থানে আছে তারা। গত জানুয়ারিতে প্রায় ৩০ কোটি পাউন্ডের বিনিময়ে নতুন খেলোয়াড়দের দলে টানলেও ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি তাদের। চেলসির পরবর্তী ম্যাচ লিগে আগামী রবিবার, প্রতিপক্ষ উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্স। এরপর চেলসির পরীক্ষা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে। প্রথম লেগের লড়াই হবে আগামী ১২ এপ্রিল, সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে।

টেস্টের ১৪৬ বছরের ইতিহাসে আশ্চর্য রেকর্ড বাংলাদেশের স্পিনারের, যা কারও নেই!

মীরপুর, ৬ এপ্রিলঃ ক্রিকেটে অবিশ্বাস্য রেকর্ড কিছু কম নেই। ডন ব্র্যাডম্যানের দুরন্ত ব্যাটিং রেকর্ড, ব্রায়ান লারার অবাক করা ৪০০ কিংবা সচিন তেন্ডুলকরের ১০০টা সেঞ্চুরি ফিরে ফিরে আসে আলোচনায়। বাইশ গজে আকছার তৈরি হচ্ছে রেকর্ড। তবু কিছু কিছু রেকর্ড বিস্ময় তৈরি করে। এমনই এক অবিশ্বাস্য রেকর্ড হয়ে গেল মীরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টে স্পিনার তাইজুল ইসলাম এমন এক রেকর্ড করে বসলেন, যা টেস্টের ১৪৬ বছরের ইতিহাসে কখনও হয়নি। এই রেকর্ড আগামী দিনে কেউ ভাঙতে পারবেন কিনা, তাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক ফুটবলে দুটো দেশের হয়ে খেলা ফুটবলারের সংখ্যা কিছু কম নয়। দিয়েগো কোস্তার মতো অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, এক দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে যাঁদের অভিষেক খেলা প্লেয়াররা পরবর্তী সময়ে অন্য দেশের হয়েও খেলেছেন। সাফল্যও পেয়েছেন। ফুটবল এই উদাহরণ বেশি হওয়ার কারণ, ক্লাব ফুটবল খেলতে অন্য দেশে গিয়ে সেই দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু ক্রিকেটে এমন উদাহরণ খুব বেশি নয়। বিলি মিডউইন্টার ছিলেন প্রথম ক্রিকেটার, যিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৮টা টেস্ট খেলার পর ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেছিলেন ৪টে টেস্ট। ওই সময় অর্থাৎ, ১৮৭০ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বহু ক্রিকেটার পরে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেছিলেন। পরের শতাব্দীতে এমন উদাহরণ খোদ ভারতেরই। মহম্মদ ইফতিকার আলি খান ইংল্যান্ডের হয়ে ৩টে টেস্ট খেলেছিলেন। ১টা সেঞ্চুরিও ছিল। পতৌদির নবাব ইফতিকার আবার ভারতের হয়ে খেলেছিলেন ৩টে টেস্ট। তিনি একমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটার, যাঁর এমন কৃতিত্ব রয়েছে। ভারতের হয়ে টেস্ট খেলা তিন ক্রিকেটার আবার পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের হয়েও খেলেছেন। গুল মহম্মদ, আব্দুল হাফিজ কার্দার, আমির ইলাহিরা ভারতের হয়ে ক্রিকেট কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। দেশ ভাগের পর পাকিস্তানে চলে যান। মীরপুর টেস্টের নায়ক অবশ্য পিটার জোসেফ মুর। ২০১৪-২০১৯ সাল পর্যন্ত তিনি খেলেছিলেন জিম্বাবোয়ের হয়ে। সেখান থেকে আয়ারল্যান্ড চলে যান। এ বার আয়ারল্যান্ডের হয়ে খেলছেন তিনি। যদিও তেমন পারফর্ম করতে পারেননি অলরাউন্ডার। দুই ইনিংসে ১ ও ১৬ করেছেন। এই পিটার মুরকে নিয়ে আশ্চর্যের টেস্ট রেকর্ড কী? তিনি টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার যিনি দুই দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সময় একই বোলারের শিকার হলেন। ২০১৮ সালে জিম্বাবোয়ের হয়ে খেলার সময় তাইজুলের বলেই আউট হয়েছিলেন তিনি। এ বারও তাই হলেন। ঘটনাচক্রে, ৫ বছর আগে মীরপুরেই উইকেট দিয়েছিলেন তাইজুলকে। এ বারও তাই দিলেন। এমন সমাপতন খুব একটা দেখা যায় না।

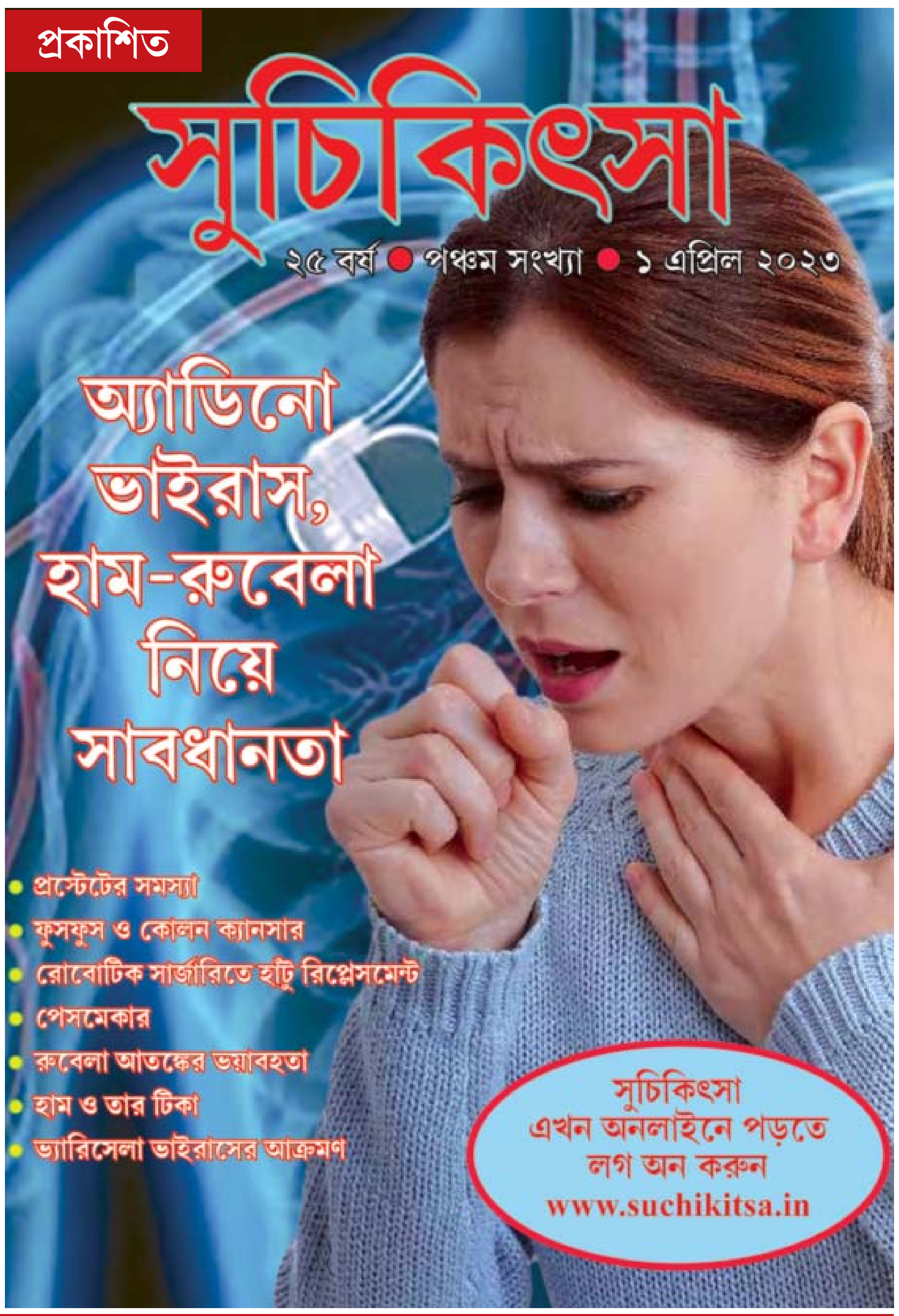

ফের বেনজেমার হ্যাটট্রিক, বার্সাকে উড়িয়ে কোপা দেল রে'র ফাইনালে রিয়াল

'এবার আমাদের জয়ের পালা'- ম্যাচের আগে বলেছিলেন কার্লো আনচেলত্তি। টানা তিন ক্লাসিকো হারের হতাশা ভুলে কোচের কথায় জ্বলে উঠলেন বেনজেমা-ভিনিসিউসরা। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হ্যাটট্রিকের আনন্দে মাতলেন ফরাসি তারকা। বার্সেলোনাকে তাদের মাঠেই গুঁড়িয়ে কোপা দেল রের ফাইনালে উঠল রিয়াল মাদ্রিদ।

কাম্প ন্যুও, ৬ এপ্রিলঃ কাম্প ন্যুওতে বুধবার রাতে সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে ৪-০ গোলে জিতেছে মাদ্রিদের দলটি। ভিনিসিউস জুনিয়র দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে তিন গোল করেন করিম বেনজেমা। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ গোলের অগ্রগামিতায় ২০১৪ সালের পর প্রথমবার প্রতিযোগিতাটির ফাইনালে উঠল রিয়াল। আগামী ৬ মে'র ফাইনালে আনচেলত্তির দল খেলবে ওসাসুনার বিপক্ষে। শেষ চারে দুই লেগ মিলিয়ে আথলেতিক বিলবাওকে ২-১ গোলে হারিয়ে ২০05 সালের পর প্রতিযোগিতাটির ফাইনালে উঠেছে ওসাসুনা। প্রথম লেগে ১-০ গোলে জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘরের মাঠে শুরুটা ভালো করে বার্সেলোনা। দ্বিতীয় মিনিটে এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার দৃঢ়তায় বেঁচে যায় রিয়াল। গাভি দূরের পোস্টে চমৎকার ক্রস দেন সের্হি রবের্তোর উদ্দেশ্যে, দারুণ ক্ষিপ্রতায় বল ক্লিয়ার করেন ফরাসি মিডফিল্ডার। চতুর্থ মিনিটে রিয়ালের বক্সের ডান দিকে বাইলাইনের কাছাকাছি থেকে গাভির শট ডিফেন্ডার ডাভিড আলাবার হাতে লাগলে পেনাল্টির আবেদন করেন বার্সেলোনার খেলোয়াড়রা, তবে রেফারির সাড়া মেলেনি।

দশম মিনিটে বক্সে রবের্তোর শট আটকে দেন আলাবা। দুই মিনিট পর প্রথম সুযোগ পায় রিয়াল। ডান দিক থেকে দূরের পোস্টে ভিনিসিউসের উদ্দেশ্যে বল বাড়ান রদ্রিগো, ছুটে গিয়ে বিপদমুক্ত করেন রোনালদ আরাউহো। চতুর্দশ মিনিটে প্রথমবার গোলরক্ষকের পরীক্ষা নিতে পারে বার্সেলোনা। আলেহান্দ্রো বাল্দের ক্রসে রাফিনিয়ার হেড ঠেকান থিবো কোর্তোয়া। ২৬তম মিনিটে একে অন্যকে ধাক্কা মেরে হলুদ কার্ড দেখেন ভিনিসিউস ও গাভি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে রবার্ট লেভানডফস্কির শট দারুণ দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন কোর্তোয়া। সেখান থেকেই পাল্টা আক্রমণে এগিয়ে যায় রিয়াল। বক্সে বেনজেমার সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে ভিনিসিউসের শট বার্সেলোনা ডিফেন্ডার জুল কুন্দে আটকানোর চেষ্টা করলেও গোললাইন পেরিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ডান দিক থেকে বল ধরে এগিয়ে লুকা মদ্রিচ পাস দেন বক্সে। জোরাল শটে লক্ষ্যভেদ করেন বেনজেমা। দুই মিনিট পর আরেকটি দারুণ সেভ করেন কোর্তোয়া। বক্সের ভেতর থেকে বাল্দের জোরাল শট ঠেকিয়ে দেন বেলজিয়ান গোলরক্ষক। বার্সেলোনা ম্যাচে ফিরবে কী, ৫৮তম মিনিটে সফল স্পট কিকে স্কোরলাইন ৩-০ করে ফেলেন বেনজেমা। ফঁক কেসিয়ে বক্সে ভিনিসিউসকে ফাউল করলে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। ৮০তম মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে সব অনিশ্চয়তার ইতি টেনে দেন বেনজেমা। ভিনিসিউসের পাস ধরে মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনকে ফাঁকি দেন এই ফরোয়ার্ড। সবশেষ দুই ম্যাচে নিজেদের জাল অক্ষত রেখে ১০ গোল করল রিয়াল। সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে গত রবিবার লা লিগার ম্যাচে রিয়াল ভাইয়াদলিদকে ৬-০ গোলে হারানোর পথে হ্যাটট্রিক উপহার দিয়েছিলেন বেনজেমা। রিয়ালের লিগ শিরোপা ধরে রাখার আশা ফিকে হয়ে গেছে এরই মধ্যে। ২৭ রাউন্ড শেষে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে তারা পিছিয়ে আছে ১২ পয়েন্টে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তারা টিকে আছে ভালোভাবেই। এই মাসে কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে খেলবে চেলসির বিপক্ষে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501